** সর্বশেষ শহর সংস্করণ

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

ESTD. 1878 REGD. NO. C 1080

জে. এন. দত্ত ও সন্স
পোষাক, পরিচ্ছদ, হোসিয়ারী, ষ্টেশনারী, সুন্দর মজবুত লেদার সুটকেস ও খেলা ধুলার সরঞ্জাম ইত্যাদি পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
২১২-এ ও বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭ · ফোন: ৩৩-৮৭৭৮

আনন্দ বাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA
India's Largest Selling Daily
বুধবার, ১০ চৈত্র, ১৩৭৭ (৩ চৈত্র, ১৮৯৩ শক) Wednesday, March 24, 1971
৫০ বর্ষ, ১১ সংখ্যা
মূল্য—২২ পয়সা (22 Paise)

২৪ ঘন্টার মধ্যে পূর্ব বাংলার স্বাধিকার

ঢাকা, ২৩ মারচ—আজ নির্ভরযোগ্য মহলের খবরে জানা গিয়েছে যে, একটি নতুন পাকিস্তান কনফেডারেশনের কাঠামোয় প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খাঁ পূর্ব পাকিস্তানকে কার্যত স্বাধিকার দেওয়ার কথা ঘোষণা করবেন।

আওয়ামি লীগ হেড কোয়ারটার এই ঘোষণাকে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার পথে প্রথম পদক্ষেপ এবং পানজাবি প্রভুত্বের অবসান বলে মনে করেন।

পাকিস্তান অখণ্ড থাকবে কি না প্রেসিডেনটের ঘোষণার উপর তা নির্ভর করছে। পূর্ব পাকিস্তানের নাম হবে 'বাংলা দেশ' এবং এর নিজস্ব জাতীয় পতাকা থাকবে।

প্রেসিডেনট ইয়াহিয়ার উপদেষ্টা-গণ স্বাধিকার ঘোষণার খসড়াটি তৈরি করেন। আজ আওয়ামি লীগ হেড কোয়ারটার থেকে খুঁটিনাটি বিষয়ে সামান্য রদবদল করে ঘোষণাটি প্রেসিডেনটের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

জঙ্গীবাদীরা শেষ মুহূর্তে বাধা না দিলে এই ঘোষণা প্রচারিত হবে। এইরূপ বাধাদানের সম্ভাবনা খুবই কম বলে ওয়াকিবহাল মহল মনে করেন।

অন্তর্বর্তী সময়ে কয়েকটি শর্তাধীনে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয় থাকবে। কিন্তু বাণিজ্য থাকবে না। আওয়ামি লীগের ৬ দফা কর্মসূচির মধ্যে ঐ সব শর্ত রয়েছে।

সামরিক আইন প্রত্যাহারের বিষয়টি পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশের হাতে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। ওরা যুক্তভাবে বা পৃথক পৃথকভাবে সেনাবাহিনীর সঙ্গে ঐ বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে পারেন। ঐ সব প্রদেশ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে কোন ক্ষমতা ছেড়ে দেবেন কি না তাও তাঁরা ঠিক করবেন।

ঢাকা বেতার কেন্দ্র আজ ঘোষণা করেছে যে ১ মারচ পাকিস্তানে যে অবস্থা ছিল তার 'আমূল ও বৈপ্লবিক' পরিবর্তন ঘটেছে, এই পয়লা মারচেই ইয়াহিয়া খাঁ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন প্রথম স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করেছিলেন এবং তার ফলেই শ্রীরহমান আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দেন।

পাক প্রশাসনের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন হয়েছে। পাকিস্তানের ভিত্তি হয়েছে এখন দুই শাখার সার্বভৌমত্ব। দুই শাখাকেই পরস্পরকে সার্বভৌম বলে স্বীকার করতে হবে। এর একমাত্র বিকল্প হল পাকিস্তানকে সম্পূর্ণ

পঞ্চম পৃষ্ঠার সপ্তম কলমে দ্রষ্টব্য

রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি মঙ্গলবার সংসদের উভয় সভার যুক্ত অধিবেশনে ভাষণ দেওয়ার জন্য সংসদ ভবনে এলে লোকসভার অধ্যক্ষ শ্রী জি এস ধীলন এবং রাজ্যসভার চেয়ারম্যান শ্রী জি এস পাঠক তাঁকে সেনট্রাল হলের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন।

অন্তর্বর্তী রেল বাজেটে যাত্রিভাড়া, মালের মাশুল বাড়েনি

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৩ মারচ—রেলমন্ত্রী শ্রী কে হনুমান্তিয়া আজ সংসদে ১৯৭১-৭২ সনের রেল বাজেট পেশ করেন। এই বাজেটের বৈশিষ্ট্য, রেলে যাত্রী-ভাড়া বা মালের মাশুল যা ছিল তাই থাকছে, বাড়ছে না। তবে ঘাটতি হচ্ছে অত্যন্ত বেশি। মোট ৫৬ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা। ঘাটতির অংক ভেঙে দেখলে দাঁড়ায় এই রকম—১৯৭১-৭২ সনে ৩৩ কোটি ১২ লক্ষ টাকা এবং চলতি বছরে এ পর্যন্ত ২৩ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা।

রেলমন্ত্রী বলেন যে, এটি পুরো বাজেট নয়, 'রেলের অবস্থা সম্পর্কে একটি বার্ষিক বিবৃতি মাত্র।' 'ভোট অন অ্যাকাউনট' পাওয়ার জন্য এর দরকার। পুরো বাজেট তিনি পেশ করবেন কয়েক মাস পরে।

রেলমন্ত্রীর বিবৃতিতে রেলের আর্থিক অবস্থার একটি বিষাদময় ছবি তুলে ধরা হয়েছে। তিনি বলেন যে, রেলকে জমা-ঋণ শোধের জন্য তো বটেই, সংরক্ষিত রাজস্ব তহবিল ও উন্নয়ন তহবিল পুনর্গঠনের জন্য পর্যাপ্ত সহায়-সম্পদ সংগ্রহ করতে হবে।

১৯৭১-৭২-এর শেষে সাধারণ রাজস্ব থেকে রেলের ঋণের পরিমাণ দাঁড়াবে ১৫৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে বকেয়া ঋণের এক-তৃতীয়াংশ পরিশোধের জন্য রেলকে সাধারণ রাজস্ব থেকে নিতে হবে ৪৫ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা।

শ্রীহনুমান্তিয়া জানান যে, ১৯৬৪-৬৫ থেকেই রেলের আর্থিক অবস্থা ক্রমাগত অবনতির দিকে চলেছে। এর একটা বড় কারণ, ভাড়া ও মাশুল বাবদ আয় কমে যাওয়া এবং অন্য দিকে অনিবার্য নানা কারণে ব্যয় বৃদ্ধি হওয়া।

দুটি কর্মী ফেডারেশন-এর ভূমিকার প্রশংসা

ইউ এন আই জানাচ্ছেন: রেলমন্ত্রী রেলের দুটি কর্মী ফেডারেশন-এর ভূমিকার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন যে, কিছু কিছু দায়িত্বজ্ঞানহীন লোক তুচ্ছ এবং তাদের কাজের সঙ্গে সম্পর্ক-হীন কারণে মাঝে মাঝে হঠাৎ-ধর্মঘট করেছে বটে কিন্তু কর্মী ফেডারেশন দুটি দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ট্রেড ইউনিয়ন হিসাবে কাজ করেছেন এবং স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করেছেন। রেল-কর্তৃপক্ষ ও ফেডারেশন দুটির মধ্যে সম্পর্ক সারা বছর আন্তরিকতা-পূর্ণ ও সন্তোষজনক ছিল।

পরিপূরক রেল বাজেট

নয়াদিল্লি, ২৩ মারচ—রেলমন্ত্রী শ্রী কে হনুমনতিয়া আজ লোকসভায় ১৯৭০-৭১ সালের জন্য ২ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকার একটি পরিপূরক ব্যয় বরাদ্দের দাবি পেশ করেন।

ওই দাবির মধ্যে রয়েছে যাঁরা এবার অবসর নিচ্ছেন তাঁদের দেবার জন্য প্রয়োজন ৭৫ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা। —পি টি আই

পশ্চিমবাংলা থেকে হত্যার রাজনীতি দূর করা হবে

সংসদের যুক্ত অধিবেশনে শ্রীগিরি

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৩ মারচ—পশ্চিমবঙ্গ থেকে হত্যা ও নিগ্রহের রাজনীতির মূলোচ্ছেদ করার সুদৃঢ় সঙ্কল্পের কথা রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরি আজ সংসদের উভয় সভার যুক্ত অধিবেশনে আবার ঘোষণা করেছেন। তিনি খেদের সঙ্গে নিঃশত্রু নায়ক হেমন্ত বসুর হত্যাকাণ্ডের উল্লেখ করেন। রাষ্ট্রপতি শ্রী বসুকে মুক্তি সংগ্রামে নিবেদিত প্রাণ প্রবীণতম সহকর্মী বলে অভিহিত করেছেন।

রাষ্ট্রপতির দৃপ্ত ঘোষণাকে সকল সদস্য হর্ষধ্বনি করে অভিনন্দন জানান।

রাষ্ট্রপতি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন পরিচালনা ও নির্বাচনের ফল থেকে স্পষ্ট বোঝা গিয়েছে যে, জনসাধারণ গণতন্ত্রের প্রতি পুরামাত্রায় আস্থাবান।

তিনি বলেন, সরকার অরাজকতা এবং হত্যার রাজনীতি দূর করতে বদ্ধপরিকর। সঙ্গে সঙ্গে সরকারী ও বেসরকারী বিনিয়োগের সাহায্য নিয়ে বৃহত্তর কলকাতার উন্নয়নের জন্য সরকার তার কর্মসূচীকেও দ্রুত রূপ দিতে ইচ্ছুক। সি এম ডি এ কাজ শুরু করেছে। শিল্প পুনর্গঠন পর্ষদও শীঘ্রই চালু করা হবে। পশ্চিমবঙ্গে অপরাপর উন্নয়ন কর্মসূচীও গ্রহণ করা হচ্ছে বলে তিনি জানান।

রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি বলেন, নব কংগ্রেসের নির্বাচনী ইসতাহারে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের যে কর্মসূচী ছিল, তা কার্যকর করতে নতুন সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। লোকসভার নির্বাচনে পরিবর্তনের প্রতি জনগণ অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন—'এই পরিবর্তন শান্তিপূর্ণ'। দ্রুততার সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে দারিদ্র্যে-ঘেরা এই পরিবেশকে পালটাতে হবে।

রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেন, জনগণের রায় অনুযায়ী সরকারকে শীঘ্রই নির্দিষ্ট নীতি ও কর্মসূচী তৈরি করতে হবে।

রাজনারায়ণ। রাষ্ট্রপতি ইংরাজীতে তাঁর বক্তৃতা শুরু করলে শ্রীরাজনারায়ণ ও এস এস পির আরও দুজন সদস্য প্রতিবাদ জানান। তাঁরা বলেন, হয় হিন্দীতে নয়ত মাতৃভাষায় বক্তৃতা করুন। চারিদিক থেকে তখন বিদ্রূপ-ধ্বনি ভেসে আসে। চড়া গলায় রাষ্ট্রপতি বলেন, বসে পড়ুন। আর পছন্দ না হলে বের হয়ে যান। তিনি বেশ কয়েকবার এই কথাটি বলেন। তিনজন এম পি ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে যান।

চতুর্থ যোজনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যোজনা সম্পর্কে নতুন করে ভাবা হবে। বিনিয়োগের কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং যোজনার কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য যোজনাকে নতুন রূপ দেওয়া হবে।

বেকারি সম্পর্কে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। ১৯৭১ সালের এপরিলে নতুন আর্থিক বৎসর থেকে একটি কর্মসূচী চালু করা হবে।

রাষ্ট্রপতির ভাষণে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল: ভূমি সংস্কার, শহর-সম্পত্তির সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণ, উপযুক্ত সাংবিধানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে রাজন্য ভাতা ও সুবিধার বিলোপ, শহরাঞ্চলে গৃহ নির্মাণ ইত্যাদি।

শ্রীগিরি জানান, সরকারি ও বেসরকারি শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদনের হার বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগ কর্মসূচীর দ্রুত রূপায়ণে বাধা দূর করার জন্য একটি দল গঠন করা হবে।

উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার প্রয়োগের জন্য একটি জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণেরও তিনি ইঙ্গিত দেন।

রাষ্ট্রপতি জানান, অরাজকতা বন্ধ করায় এবং 'খুন ও আক্রমণের রাজনীতির' বিলোপ করায় সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন, সাম্প্রতিক নির্বাচনে রাজনৈতিক টানাপোড়েন এবং অনিশ্চয়তা দূর হয়েছে। সুস্পষ্টভাবেই জনমত ব্যক্ত হয়েছে। তবে দীর্ঘ এবং দুর্গম পথে নির্বাচনে বিরাট গরিষ্ঠতা লাভ প্রথম পদক্ষেপ মাত্র।

দ্রব্যমূল্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গত বৎসর এই সময়ের তুলনায় মূল্যসূচী শতকরা ৩·৪ ভাগ বেড়ে গিয়েছে। অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বাড়িয়ে এবং ঘাটতি সরবরাহ রয়েছে এমন দ্রব্যের ব্যাপক আমদানি করে সরকার মূল্য বৃদ্ধি রোধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন।

শ্রীগিরি বলেন। এটা গর্বের বিষয় যে, গণতন্ত্র এবং সংসদীয় ব্যবস্থা জনগণের মনে স্থান করে নিয়েছে। জনগণের ইচ্ছাকে কার্যে রূপায়িত করে এখন গণতন্ত্রের সেবার জন্য সকলকে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

পররাষ্ট্র প্রসঙ্গে শ্রীগিরি বলেন, তাঁর সরকার নিরপেক্ষতার নীতিই আঁকড়ে থাকবেন এবং শান্তি বিঘাত

পঞ্চম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমে দ্রষ্টব্য

এস ইউ সি'র সঙ্গে ইউ এল এফ-এর আলোচনা

স্টাফ রিপোরটার

ইউ এল ডি এফের মধ্যে গুরুতর মতভেদের খবর প্রকাশ হয়ে পড়লে ইউ এল এফ মঙ্গলবারই এস ইউ সির সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছেন। আর এস পির সঙ্গেও তাঁরা আলোচনায় উদ্যোগী। তবে আর এস পি নেতা শ্রীমাখন পাল এদিন কলকাতায় না থাকায় তা সম্ভব হয়নি।

ইউ এল এফ-এর আহবায়ক শ্রীসুধীন কুমার এদিন এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, এতদিন আমরা ইউ এল ডি এফের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। এস ইউ সি কংগ্রেসের সমর্থনে গঠিত কোনও সরকারকে সমর্থন না করার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় আমরা খুশি। এখন এস ইউ সি এবং আর এস পির সঙ্গে একটা রাজনৈতিক সমঝোতায় আসার জন্য ইউ এল এফ চেষ্টা চালাবে।

এদিন বিকালে এস ইউ সির অফিসে শ্রীকুমার ওই দলের রাজ্য কমিটির সম্পাদক শ্রীনীহার মুখারজির সঙ্গে প্রায় এক ঘণ্টা আলোচনা করেন।

সপ্তম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

অবসর গ্রহণের বয়স কমানো হচ্ছে না

নয়াদিল্লি, ২৩ মারচ—কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের বয়স ৫৮ বছর থেকে হ্রাস করে ৫৫ বছরে নিয়ে আসার কোন অভিপ্রায় সরকারের নেই।

প্রধানমন্ত্রীর দফতরের একজন মুখপাত্র পরিষ্কারভাবে বলেন, অবসর গ্রহণের বয়স কমিয়ে আনার কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

এ ব্যাপারে যে প্রচারকার্য চালানো হচ্ছে, এবং সরকারী কর্মচারীদের বিশেষ করে, যাঁদের বয়স ৫৫-র কাছাকাছি, তাঁদের মনে যে উদ্বেগের সৃষ্টি করা হচ্ছে, সেটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার। —ইউ এন আই

রুশ রাষ্ট্রদূত ও চু এন লাই-এর মধ্যে বৈঠক

নয়াদিল্লি, ২৩ মারচ—সুইজারল্যানড বেতারে বলা হয়েছে যে, পিকিংস্থ রুশ রাষ্ট্রদূত ও চীনা প্রধানমন্ত্রী চু-এন-লাই-এর মধ্যে বৈঠক হয়েছে।

চীন-সোভিয়েট সীমান্ত নিয়ে আলোচনার জন্য যে রুশ প্রতিনিধি দল ওখানে আছে তার নেতারাও ওই বৈঠকে যোগ দেন।

—ইউ এন আই

চক্র, পাতাল রেলের কোন উল্লেখ নেই

লাইট রেলের ৩০০০ কর্মী কাজ পাবেন

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৩ মারচ—রেলমন্ত্রী শ্রী কে হনুমনতিয়া তাঁর বাজেট বক্তৃতায় কলকাতায় চক্র বা পাতাল রেল সম্পর্কে কোন উল্লেখ করেন নি।

তিনি বলেছেন যে, লাইট রেলের তিন হাজার কর্মচারী ভারতীয় সরকারী রেলে যথোপযুক্ত পর্যায়ে কাজ পাবেন।

পাতাল রেল বা দমদম-প্রিনশেপঘাট সুবারবান ডিসপারসাল লাইন তৈরির জন্য কোন অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা নেই।

তবে সুবারবান ডিসপারসাল লাইনের অবস্থান সম্পর্কে চূড়ান্ত সমীক্ষা বাবদ ১২ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা বরাদ্দ রয়েছে। মে ১৯৭১-এর মধ্যে এই কাজ শেষ হবে বলে মনে হচ্ছে। আর চারটি মহানগরে—কলকাতা, বোমবাই, দিল্লি ও মাদরাজে এ সম্পর্কে কারিগরি অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা সমীক্ষার জন্য বরাদ্দ আছে ৬৯ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা। এই কাজ ডিসেমবর ১৯৭১-য়ে শেষ হবে।

শ্রীহনুমনতিয়া বলেন যে, মারটিন লাইন রেল জাতীয়করণ বা পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়। ১৯৭০-৭১য়ে ওই রেল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

সিয়েরা লিওনে সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখল

ফ্রিটাউন, সিয়েরা লিওন, ২৩ মারচ—সেনাবাহিনী আজ পশ্চিম আফরিকার ক্ষুদ্র রাষ্ট্র সিয়েরালিওনে ক্ষমতা দখল করেছে। —এ এফ পি

ভারতে প্রথম ইনিংস ৩৭৫ রানে শেষ

জরজ টাউন, ২৩ মারচ—ভারত ও ওয়েসট ইনডিজ দলের তৃতীয় টেসট ম্যাচের চতুর্থ দিনে মধ্যাহ্ন-ভোজের পর ওয়েসট ইনডিজের ৩৬৩ রানের উত্তরে ভারতের প্রথম ইনিংস ৩৭৫ রানে শেষ হয়ে যায়। —রয়টার

এয়ারলাইনস-এর বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা

নয়াদিল্লি, ২৩ মারচ—ইনডিয়ান এয়ারলাইনস-এর লক-আউট তুলে নেওয়ার ব্যাপারে আজও আলাপ-আলোচনা হয়েছে।

মুখ্য শ্রম কমিশনার শ্রীভেঙ্কটচলম কর্তৃপক্ষ ও কর্মী প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করেন।

কর্তৃপক্ষের এক প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ইউনিয়নগুলি পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিলে লক-আউট তুলে নেওয়া যেতে পারে।

প্রথম বিমান চলাচল

নিয়ন্ত্রিত কর্মসূচী অনুযায়ী ইনডিয়ান এয়ারলাইনস আজ কয়েকটি বিমান চালিয়েছেন।

আজ সকালে বোমবাইতে একখানা ও মাদ্রাজে একখানা বিমান যায়। দুখানি বিমানই পরে দিল্লিতে ফিরে আসে।

সপ্তম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

ছয়জন খুন যাদবপুরে গ্রেনেড বিস্ফোরণ

স্টাফ রিপোরটার

কলকাতা, শেওড়াফুলি তেহট্ট ও চাকদহ পূর্ণনগরে এবং হাবড়ার অশোকনগর ও যাদবপুরে মোট ৬ জন খুন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে গ্রেনেড বিস্ফোরণ, অরবিন্দ পল্লীতে সশস্ত্র হামলা, বিভিন্ন জায়গায় মিলিটারির সাহায্যে 'খুদে অস্ত্রাগার' আবিষ্কার শতাধিক গ্রেফতার—মোটামুটি এই হল পশ্চিমবঙ্গে সোম-মঙ্গলের চব্বিশ ঘণ্টার ঘটনা।

মঙ্গলবার বেলা দেড়টা নাগাদ বিডন স্ট্রিটে শ্রীদেবী ব্যানারজি নামে পঁচিশ বছরের এক যুবককে রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। তাঁর সমস্ত শরীরে মারাত্মক অস্ত্রাঘাতের ক্ষত। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে কিছুক্ষণ পরে তিনি মারা যান।

ঘটনার এই বিবরণ দিয়ে কলকাতা পুলিশের এক মুখপাত্র বলেন, নিহত

তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

নব কংগ্রেস পরিষদ দলের প্রস্তাব
নতুন সরকারে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য অজয়বাবুকে আহবান

স্টাফ রিপোরটার

পশ্চিমবঙ্গে অজয়বাবুর নেতৃত্বে কোয়ালিশন সরকার গড়ার প্রশ্নে মঙ্গলবার সকাল থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত দফায় দফায় বৈঠক বসে। নানা দলে, নানা জনে। অজয়বাবু ও শ্রীবিজয় সিংহ নাহার সকালে ও রাত্রিবেলা দু'বার মুসলিম লীগ নেতাদের সঙ্গে মিলিত হন। সন্ধ্যাবেলা রাজ্য নব কংগ্রেসের পরিষদীয় দলের সভায় প্রস্তাবিত সরকারের নেতৃত্ব ভার নেওয়ার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে অজয়বাবুকে আহবান জানানো হয়। নব কংগ্রেসের হাইকমানডও এই রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে অজয়বাবুকে চান। রাজ্য পরিষদীয় দলের সভায় গৃহীত প্রস্তাবে হাইকমানড-এর এই ইচ্ছার কথাও উল্লেখ করা হয়।

কবে এখানে সরকার গঠিত হতে পারে, এই প্রশ্নে এদিন কোন মহল থেকেই সঠিক তারিখ জানা যায়নি। পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা, এই মাসের শেষে ত্রিশ বা একত্রিশ তারিখ। তার আগে সাতাশ বা আটাশ মারচ সংসদে এই রাজ্যের জন্য "ভোট-অন-অ্যাকাউনটস" বাজেট পাশ করিয়ে নেওয়ার কথা। এ সম্পর্কে নব কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি বিজয়বাবু এদিন পরিষদীয় দলের সভার পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, দোসরা এপরিল কিংবা তার আগেও হতে পারে। তবে পয়লা এপরিল নয়। দুই তিন দিনের মধ্যে সরকার গড়ার ব্যাপারে নানা দলের মধ্যে কথাবার্তা চূড়ান্ত হবে। তারপর রাজ্যপালকে চিঠি দেওয়া হবে।

অজয়বাবু এদিনও রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে আর একদফা কথা বলেন। সরকার গড়ার প্রশ্নে আলোচনা কতদূর এগোল এবং এ ব্যাপারে তাঁর দল বাংলা কংগ্রেসের মনোভাব কী, তা নিয়ে তিনি রাজ্যপালের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন বলে জানা যায়। রাজভবনের সঙ্গে ঘনিষ্ট মহলেরও ধারণা, এই মাসেই সরকার গঠিত হচ্ছে।

অজয়বাবুর নেতৃত্বে সরকার গড়া হলে তাতে ক'জন এম এল এ'র সমর্থন থাকছে, এই প্রশ্নের উত্তরে বিজয়বাবু বলেন, এখনও পর্যন্ত ১৪১ জনের সুস্পষ্ট সমর্থন পাওয়া গিয়েছে। ঝাড়খণ্ড দলের সঙ্গে এখনও পাকা কথা হয়নি। ওই দলের নেতারা কলকাতায় আসছেন। তাঁরা এলে কথা হবে। ওই দলের পক্ষ

পঞ্চম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে দ্রষ্টব্য

ওড়িশায় রাষ্ট্রপতির শাসনের মেয়াদ বাড়ল

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৩ মারচ—ওড়িশায় রাষ্ট্রপতির শাসনের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। তবে বিধানসভা সসপেনড রাখা হচ্ছে যদি কোন সরকার গঠনের সম্ভাবনা থাকে সেই আশায়।

এই সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির ঘোষণাপত্রটি আজ রাজ্যসভায় পেশ করেন স্বরাষ্ট্র রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী আর এন মৃধা।

ওড়িশায় রাষ্ট্রপতির শাসন জারি হয়েছিল ১১ জানুয়ারি, গতকাল রাত্রে তার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে।

ওড়িশার রাজ্যপাল গতকাল টেলিফোনে রাষ্ট্রপতির শাসনের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন।

রাজ্যপাল তাঁর রিপোরটে বলেছেন, কোন দলেরই সরকার গঠন করার মত ক্ষমতা নেই। তিনি বলেছেন, নব কংগ্রেস আইনসভা দলের নেতা ডঃ মহতাবের কম করে ৭০ জন সমর্থক আছেন বলেও তিনি মনে করেন না।

নব কংগ্রেসকে দোষ

এদিকে ভুবনেশ্বর থেকে খবর, ৩৬ জন সদস্যের স্বতন্ত্র আইনসভা দলের নেতা জনপ্রিয় সরকার গঠনে ব্যর্থতা এবং আবার রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হওয়ার জন্য নব কংগ্রেসকে দোষ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সরল, সৎ

সপ্তম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

নব কংগ্রেস মহলে বিস্ময়

দিল্লিতে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ডঃ মহতাবের আলোচনা

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৩ মারচ—ওড়িশায় নব কংগ্রেসকে জনপ্রিয় সরকার গঠনের সুযোগ না দিয়ে এই রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসনের জন্য রাজ্যপাল সুপারিশ করায় এখানে নব কংগ্রেস মহলে বিস্ময়ের সঞ্চার করেছে। রাজ্য বিধানসভায় নব কংগ্রেসই একক গরিষ্ঠ দল।

নব কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় সংসদীয় বোরড নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের চেষ্টা চালাবার জন্য ডঃ মহতাবকে অবাধ সুযোগ দেন। ডঃ মহতাবের সঙ্গে আলোচনার পর বিদায়ী সভাপতি শ্রীজগজীবন রাম

সপ্তম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

মেমারিতে দু'টি ব্যালট বাক্স উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা

বর্ধমান, ২৩ মারচ—গতকাল রাত্রে মেমারি থানার হাটগোবিন্দপুর গ্রামের একটি বাড়ি তল্লাসি করে পুলিশ দুইটি ব্যালট বাক্স এবং নির্বাচন সংক্রান্ত একটি সিলমোহর উদ্ধার করে।

অভিযোগ, মেমারির জনৈক কর্মচারীর বাড়ি থেকেই ওই দুইটি বাকস ও সিলমোহর পাওয়া গিয়েছে।

পুলিশী সূত্রে বলা হয়, ব্যালট বাকস দুইটি নাকি পুরানো।

ওই তল্লাসীর আগে পুলিশের সঙ্গে হাটগোবিন্দপুরের বাসিন্দাদের সংঘর্ষ হয়। অভিযোগ, সংঘর্ষের সময় উভয় পক্ষ থেকেই গুলি ছোঁড়া হয়। শেষ পর্যন্ত পুলিশের গুলিতে এক ব্যক্তি আহত হন। নাম বিশ্বদেব চ্যাটারজি। পুলিশ ৪টি বন্দুক ও অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে। এ সম্পর্কে মোট ৬৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

আনন্দ বাজার পত্রিকা

বিমান মাশুল (অতিরিক্ত)
আসাম, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড, ত্রিপুরা ও উত্তরবঙ্গ — প্রতি সংখ্যা ৪ পয়সা
জামসেদপুর ও রাঁচি „ „ ২ পয়সা

Tele. — ANANDABAZAR, Cal.
Phone : 23-2283 (Seven Lines)
23-8541 (Five Lines)
POST BOX NO. 2536 G.P.O.

১লা এপ্রিল ১৯৭১ হইতে শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের বর্ধিত মূল্য-তালিকা

অতিরিক্ত ১০ শতাংশ সারচার্জ

১। আশ্রয়প্রার্থী, কর্মপ্রার্থী, পাত্র-পাত্রী, হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ; প্রতি লাইন—টাঃ ৩·৫০।

২। অফিস-গুদাম-দোকান, আসবাবপত্র, কলোনী, খেলাধুলা, খেলনা, জীবজন্তু, টা ই প রা ই টা র, নিরুদ্দিষ্টের প্রতি পত্র, পুস্তক ও সাময়িকপত্র, ফটোগ্রাফি, বন্দুক ও শিকার, বাড়ি-ঘর-ফ্ল্যাট, বিবাহ প্রতিষ্ঠান, ভাড়া বা লীজ, রেডিও-গ্রামোফোন, সংগীত ও কলা, সাইকেল ও মোটর, সিনেমার সরঞ্জাম, সেলাইকল, আহার ও বাসস্থান, এজেন্ট ও অরগানাইজার, ক্যানভাসার, কর্মখালি, গাড়ি-ঘোড়া, জন্ম, বিবাহ, ডাকটিকিট, ডিলার ও স্টকিস্ট, ফলফুল, বীজ, গাছ, পেয়িং গেস্ট, শিক্ষক ও শিক্ষিকা, সরকারী চাকুরি, স্কুল-কলেজ, শোকসংবাদ; প্রতি লাইন—টাঃ ৪·৫০।

৩। অলঙ্কার, ঋণ ও লগ্নী, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়, ছাপাখানা, ব্যক্তিগত, বিবিধ, সম্পত্তি-বাড়ি-জমি, ঔষধ-চিকিৎসা, তীর্থযাত্রা ও প্রমোদভ্রমণ, মোটরগাড়ি, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, লটারি, স্মৃতির উদ্দেশ্যে, জ্যোতিষ, হোটেল-রেস্তোরাঁ, অভিনেতা-অভিনেত্রী; প্রতি লাইন—টাঃ ৫·০০।

৪। নাম-ঠিকানা পরিবর্তন, প্রাপ্তি-স্বীকার, সভাসমিতি, স্টীমার, লঞ্চ, নৌকা; প্রতি লাইন—টাঃ ৬·৫০।

৫। লাইফ ইনসিওরেন্স পলিসি ও শেয়ার সার্টিফিকেট প্রভৃতি হারানো; প্রতি কলম সেণ্টিমিটার—টাঃ ১৮·০০ — সর্বনিম্ন মূল্য টাঃ ৩৬·০০।

৬। যাবতীয় নোটিস, টেণ্ডার, ঘোষণা, নীলাম; প্রতি সেণ্টিমিটার—টাঃ ২৪·০০; সর্বনিম্ন মূল্য টাঃ ৪৮·০০।

৭। কোন বিজ্ঞাপন তিন লাইনের কম হইলেও তিন লাইনেরই চার্জ লাগিবে।

৮। শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন এক কলম মাপে বড় অক্ষরেও (১৪ পয়েণ্ট) ছাপা হইতে পারিবে। সেইরূপ স্থলে প্রতি সেণ্টিমিটার-এর মূল্য টাঃ ২৪·০০ লাগিবে। সর্বনিম্ন খরচ টাঃ ৪৮·০০।

৯। রবিবারের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে বুধবারের মধ্যে বিজ্ঞাপনের কপি আমাদের নিকট পৌঁছান আবশ্যক। রবিবারের বিজ্ঞাপনের জন্য ২৫% অতিরিক্ত খরচ লাগে।

১০। বক্স নং ব্যবহার করিলে অতিরিক্ত টাঃ ৪·০০ দিতে হইবে।

১১। পোস্ট বক্স নং ও বিজ্ঞাপনের বক্স নং এক নহে। পোস্ট বক্সের ঠিকানায় কদাচ বক্স নম্বরের উত্তর দিবেন না। ঠিকানা যাহা ছাপা থাকিবে ঠিক তাহাই লিখিবেন, কিছু কম বা বেশী নহে; নচেৎ চিঠি পৌঁছাইতে গোলমাল হইতে পারে।

ম্যানেজার, বিজ্ঞাপন বিভাগ,
আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাঃ) লিঃ

কর্মপ্রার্থী

বি এসসি পার্ট—১ পরীক্ষার্থী (বায়োলজী) টিউশন চাই। রুম নং—৪১ ১৭, বিধান সরণী কলি—৬। (সি ৫৩৮)

পাত্রী চাই

নাপিত/অসবর্ণ পাত্রী চাই

শিক্ষিত গৌরবর্ণ স্বাস্থ্যবান ৩১।২৭ কলিকাতায় ফেঃ কোয়াঃ সহ কেঃ সঃ ও প্রাঃ অফিসের চাকুরীয়া ২টি পাত্রের জন্য শিক্ষিতা চাকুরীয়া ও মঃ শিক্ষিতা সুন্দরী পাত্রী চাই। বক্স নং ৩৫৫৯ আনন্দবাজার, কলিঃ ১। (সি ৩৫০)

সম্পত্তি-বাড়ী-জমি

বাগান পুকুর সহ দ্বিতল বাড়ী বিক্রয়। পি চৌধুরী, ১৮২ শশিভূষণ ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা-৮। (সি ৪৩৮)

নারিকেলডাঙ্গায় শিশু হাসপাতালের গায়ে ৩০ ফুট রাস্তার উপর ২/৪ কাঠার ১০।১২টি প্লট বিক্রী আছে। রামচরিতার, ১২৮।২ এ, নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড, কলি-২৪। (৪১৪১ এ)

হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ

২২।৩।৭১ বিকাল ৪॥/৫টায় শিয়ালদহ রেলওয়ে সার্ভিস কমিশনের সামনে সার্টিফিকেট ইত্যাদি হারিয়েছে। সন্ধান প্রার্থী শুভেন্দু রায়, ১৭১ বি, শরৎ বসু রোড। একতলা, কলি-২৬। (সি ৭০৩)

নিরুদ্দিষ্টের প্রতি

মা, তুমি কি পাষাণী গো? এমনি করে আমাদের ফেলে যেতে পারলে? বাবা অনুতপ্ত, মন খুব খারাপ। দিদিভাই শয্যাশায়ী—লক্ষ্মীটি ফিরে এসো, বাবু-গোপাল-জব্বু। (সি ৫৩১)

ব্যক্তিগত

ম্যাক্স মুলার ভবন ডঃ এইচ মুলার কর্তৃক উপস্থাপিত পাশ্চাত্য সঙ্গীতের মিউজিক্যাল ফোরামে আজ সন্ধ্যা ৭-৩০ টায় এম এম বি-তে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। প্রথম সন্ধ্যা : দি স্যুট (সংগীতসমৃদ্ধ)। জনসাধারণকে স্বাগত জানানো হচ্ছে। (৪১৫১)

ছাপাখানা

স্বয়সম্পূর্ণ ছোট ছাপাখানা সুলভে বিক্রয়। একটি ২ ঘোড়া (ডি সি) জার্মান মোটর বিক্রয়। ঊষা টাইপ ফাউণ্ড্রী, ২১/১, হায়ৎখান লেন কলিকাতা—৯ (শিয়ালদহ স্টেশনের নিকট)। (সি ৪৮৯)

সভাসমিতি

বাঘুটীয়া সম্মিলনী যশোহর শ্রীশ্রীরাজ-রাজেশ্বরের মন্দির স্থাপনের জন্য ৪।৪।১৯৭১, ১০টায় বারাসাত পূর্ব-পাড়া অতুল কাননে ট্রাষ্টি গঠন সভা হইবে। উপস্থিত হউন। (সি ৬০১)

ক্রয়-বিক্রয়

১১নং ক্রীক রো কলি—১৪-স্থিত পুরাতন দ্বিতল গৃহটি ভাঙ্গা হইবে। ইহার ইট, বিম, বরগা ক্রয়েচ্ছুরা অনুসন্ধান করুন। পি, আর, মল্লিক, ১৩১নং লেনিন সরণী কলি—১৩। (সি ৫২৭)

টাইপরাইটার

১৭৫-৪৭৫, মূল্যের কয়েকটী পোর্টেবল স্টাণ্ডার্ড টাইপরাইটার বিক্রয়। ম্যাকসিম, মার্ট। ১০৯বি, কেশব সেন স্ট্রীট, কলি-৯। (সি ৫৯৪)

পুস্তক ও সাময়িকপত্র

পড়ুন : "স্পোকন ইংলিশ" ৩·৫০; "পকেট বুক অব লেটার্স" ৩,; "ইউজফুল ওয়ার্ডস" ৩·৫০। ডাকব্যয় স্বতন্ত্র। পি কে বি পাবলিকেসন্স, ২১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ ৯। (সি ৫৫৪)

লটারী

"সেণ্ট জন এ্যাম্বুলেন্স এসোঃ, মুচিপাড়া শাখার ১ম লটারী খেলার ফলাফল, ১ম : ডি-০০২৯, ২য় : এ-০৩৬২, ৩য় : সি-০০৭৮, ৪র্থ : বি-০২৩৫, ৫ম : সি-০১৮৫। সান্ত্বনা পুরস্কার :—১৫টি। যাহা উপরোক্ত নম্বরগুলি প্রতি সিরিজে প্রযোজ্য।" টিকিট জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ১৫-৪-৭১। (সি ৭৩১)

কল-কারখানা

আইসক্রীম কারখানা বিক্রয়

দক্ষিণ কলিকাতায় স্টেশন সন্নিকটে উত্তম পরিবেশে দৈনিক ৩০০, টাকার মাল সরবরাহকারী একটি টিপটপ অবস্থায় চালু আইসক্রীম (ক্যাণ্ডি) কারখানা মালিকের দেখাশুনার অভাবে শীঘ্রই বিক্রয় করা হইবে। আনুমানিক মূল্য বিশ হাজার টাকা। প্রকৃত ক্রয়েচ্ছু পত্রালাপ করুন। বক্স নং ৩৭৮৯, আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিঃ-১। (সি ২৪৩)

শোক-সংবাদ

বাংলার এক বিখ্যাত চাউলকল ব্যবসায়ী শ্রীঅতুলকৃষ্ণ দত্ত গত ৯ই মার্চ

১৯৭১ সালে বেলা ১-১০ মিনিটে নিজ বাসভবনে ৭৩ বৎসর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোকগমন করেন। তাঁহার প্রতিভা এবং কর্মতৎপরতার গুণে তিনি কিং অফ রাইস মার্চেণ্ট উপাধি লাভ করেন। তিনি ছিলেন একজন মহান দাতা ও জনপ্রিয় ব্যক্তি, মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন পুত্র ও একমাত্র কন্যা, বহু আত্মীয়স্বজন, নাতি নাতিনী ও বন্ধু-বান্ধব, একমাত্র জামাতা রাখিয়া গিয়াছেন। (সি ৪৭১)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

রাণাঘাট কলেজ

রাণাঘাট কলেজের (দিবা এবং নৈশ বিভাগ) বার্ষিক স্পোর্টস আগামী ২৬ এবং ২৭ মার্চ (শুক্র ও শনিবার) '৭১ বেলা ৩টা হইতে আরম্ভ হইবে। ছাত্র-ছাত্রীগণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীসুভাষ চট্টোপাধ্যায়
সাধারণ সম্পাদক
রাণাঘাট কলেজ
(৪০৪৩)

নরেন্দ্রনাথ বিদ্যামন্দির

বরাহনগর, কলি : ৩৬

আগামী ২৬শে মার্চ শুক্রবার থেকে পুনরায় নিয়মিত ক্লাস শুরু হবে। (সি ৭০৭)

নির্ভুল ইংরাজী বলিতে

ও লিখিতে শিখুন। ব্যবসা/চাকুরী যা-ই করুন, উন্নতি করিতে হইলে ইংরাজী জানা একান্ত আবশ্যক। মাসিক বেতন ১০·৫০। রয়েল কলেজ, ১২, ডাঃ দেবেন্দ্র মুখার্জি রো, শিয়ালদহ, ৩৫-৬২৩০। শাখা : ৮৭/২, বিধান সরণী (দর্পণার পাশে); ৫, ধর্মতলা স্ট্রীট, (হরলালকার পাশে); ১৪৩, সার্কুলার গার্ডেন রীচ রোড, খিদিরপুর। বিঃ দ্রঃ—স্কুল ফাইনাল কোচিং ক্লাশেও ভর্তি চলিতেছে। (৪১৫২এ)

বাঁকুড়া সম্মিলনী

মেডিক্যাল কলেজ

বাঁকুড়ায় দি বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ২৯ মার্চ, ১৯৭১ তারিখে পুনরায় খুলিবে। সমস্ত ডিপার্টমেণ্টের ক্লাস উক্ত তারিখ হইতে পুনরায় শুরু হইবে।
১০৬৯(৫)আইপিআর/এ/৭১ (৪০১৮)

মাত্র ৩০, টাকায়

টেলারিং শিক্ষা অথবা ট্রানজিসটার রেডিও তৈয়ারী শিক্ষা অথবা টেলিফোন অপারেটিং শিক্ষা। আপনি ইহার যে কোন একটি ৩ মাসের মধ্যে শিখিয়া অবসর সময়ে বাড়ীতে বসিয়া অর্থ উপার্জন করিতে পারেন। উক্ত কনসেসনে মাত্র ২৫ জন ভর্তি করা হইবে। ভর্তি ফি পৃথক। রয়েল কলেজ, ১২, ডাঃ দেবেন্দ্র মুখার্জী রো, শিয়ালদহ। শাখা:—৮৭/২, বিধান সরণি (দর্পণা'র পাশে); ৫, ধর্মতলা স্ট্রীট ('হরলালকা'র পাশে); ১৪৩, সার্কুলার গার্ডেন রীচ রোড, খিদিরপুর। (৪১৫৩ এ)

স্কুল ফাইনাল পাশ করিবার

সুবর্ণ সুযোগ—যাঁহারা বহুদিন হয় লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছেন অথচ বয়স বেশী, তাঁহাদের অতি অল্প দিনের ভিতরে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। টেস্ট পরীক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়। ভর্তির সময় কোন সার্টিফিকেট দরকার হয় না। প্রয়োজনে প্রথম হইতেও শিক্ষা দেওয়া হয়। মাসিক বেতন ১৫·৫০। রয়েল কলেজ, ১২, ডাঃ দেবেন্দ্র মুখার্জি রো, শিয়ালদহ। শাখা : ৮৭/২, বিধান সরণি (দর্পণার পাশে); ৫, ধর্মতলা স্ট্রীট (হরলালকার পাশে); ১৪৩, সার্কুলার গার্ডেনরীচ রোড, খিদিরপুর। (৪১৫৪ এ)

নোটিস

জিলা ২৪ পরগণা, থানা বারাসত, মৌজা দোহারিয়া অন্তর্গত ২৩৬নং খতিয়ানের ১৫০৫ ও ১৫০৬নং দাগ-ভুক্ত জমি আমার মক্কেল শ্রীবীরেশ গাঙ্গুলী খরিদ করিতেছেন। উক্ত জমিতে কাহারও কোন স্বত্ব থাকিলে অদ্য হইতে দুই সপ্তাহ কাল মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে জানাইতে হইবে। অন্যথায় পরবর্তী কোন আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

শ্রীজগন্নাথ সাহা
এডভোকেট
৭/২, রামনাথ বিশ্বাস লেন,
কলিকাতা-৯
ফোন—৩৫-৪৫২৮
(সি ২৬২)

নীলাম

দক্ষিণ দমদম পৌরসভা

—বিজ্ঞপ্তি—

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আগামী ২৭শে মার্চ '৭১ শনিবার বেলা ১১টার পৌরসভার প্রাঙ্গণে নিম্নবর্ণিত পৌরসভার সম্পত্তিগুলি আগামী ১লা এপ্রিল ১৯৭১ সাল হইতে দুই বৎসরের জন্য ইজারা বন্দোবস্ত করার জন্য ডাক হইবে। শর্তাবলীর জন্যে এই অফিসে অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে।

সম্পত্তির তালিকা

(১) বাঙ্গুর এভিনিউ-এর পুষ্করিণী
(২) এম সি গার্ডেন রোড-এর পুষ্করিণী
(৩) লক্ষ্মীনারায়ণ রোড-এর দিগলা ট্যাঙ্ক
(৪) মৃত পশু স্থানান্তর (ভাগাড়)
(৫) মিউনিসিপ্যাল খোঁয়াড়।

স্বাঃ সুনীল মিত্র
চেয়ারম্যান
২২।৩।৭১
(৪১৩৭)

নীলাম

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হোম (ট্যুরিজম) বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ১৯৬৫ মডেলের একটি স্ট্যাণ্ডার্ড কম্প্যানিয়ন গাড়ি (রেজিস্ট্রেশন নং ডবলু বি ওয়াই-১২৪৪) "যেখানে যে অবস্থায় আছে" ভিত্তিতে কলিকাতায় ৭৬এ, ডাঃ দেওদার রহমান রোডে লেক গ্যারাজে (১৭, ১৮ এবং ২নং শেড, টেলিফোন নং ৪৬-৯০৬৩) ৬ই এপ্রিল, '৭১ তারিখে বেলা ২-৩০টায় প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইবে। সপ্তাহে কাজের দিনে বেলা ২টা হইতে বিকাল ৪টার মধ্যে সাইটে গাড়িটি দেখা যাইবে। সফলকাম ডাকদাতাকে ডাকের ২৫ শতাংশ অর্থ নগদে সঙ্গে সঙ্গে জমা দিতে হইবে। বাকি টাকা নগদে মিটাইয়া দিয়া নীলামের তারিখ হইতে ৩ দিনের মধ্যে ডেলিভারি লইতে হইবে নতুবা অগ্রিম প্রদত্ত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হইবে। যে কোনো ডাক গ্রহণ বাধ্যতামূলক নহে।
১০৭০(৪) আই পি আর/এ/৭১ (৪০২০)

টেণ্ডার

কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট

বালীগঞ্জ সাইড হাই লেভেল এপ্রোচ কসবা স্কীম নং ১

প্রস্তাবিত বালীগঞ্জ-কসবা ওভার-ব্রীজের বালীগঞ্জ সাইড হাই লেভেল এপ্রোচের জন্য ব্রিক রিটেনিং ওয়াল, আর সি সি বক্স ইত্যাদি নির্মাণের নিমিত্ত টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে।

অনুমিত ব্যয়বরাদ্দ : টাঃ ১৬,৬০,৫৬৯/৫০।

বায়না বাবদ ২২,০১০ টাকা অবশ্যই ৩০-৩-৭১ তারিখ বেলা ৩টার মধ্যে জমা দিতে হইবে।

প্রতি প্রস্থ ২০ টাকা মূল্যে কলিকাতা-১২ অধীন পি-১৬, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস এক্সটেনশনস্থিত ট্রাস্টের অফিসে টেণ্ডার ফরম পাওয়া যাইবে।

যে সমস্ত ঠিকাদার এই ধরনের কাজে তাঁহাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা উল্লেখ করিয়া আবেদনক্রমে কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের চীফ এঞ্জিনীয়ারের অনুমতি লাভ করিবেন, কেবল তাঁহাদের নিকট টেণ্ডারের কাগজপত্র ইসু করা হইবে। দুই প্রস্থে টেণ্ডার কাজের নাম উপরিলিখিত সীলকরা খামে ভরিয়া অবশ্যই ৩১-৩-৭১ তারিখ মধ্যাহ্ন ১২টার মধ্যে সেক্রেটারির নিকট পেশ করিতে হইবে।

ভি এস সি বনার্জী
চেয়ারম্যান
(২৮১১)

শ্রী এ বি চৌধুরী, ডিভিশন্যাল ফরেস্ট অফিসার, ২৪ পরগণা ডিভিশন, ৩৫, গোপালনগর রোড, কলিকাতা-২৭ ভারতীয় মানকের আই এস : ১৪৯৪—১৯৫৯ অনুসারে বিভিন্ন ক্যাপাসিটির ১,০০,০০০টি হনি গ্লাস জার ক্রয়ের জন্য "সংরক্ষিত ফল শিল্পের জন্য কাঁচের আধারের (জার) নিমিত্ত স্পেসিফিকেশন" শিরোনামে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। উক্ত অফিসারের অফিসে বিস্তারিত টেণ্ডার নোটিস দেখা যাইবে। ২৯শে মার্চ, ১৯৭১ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে।
১০৭২(৩) আই পি আর/এ/৭১ (৪০২৩)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপালের শিরোনামে (পশ্চিমবঙ্গের রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশন কমিশনার মারফত) ডিরেক্টর (সাপ্লাই অ্যাণ্ড অ্যাকাউণ্টস), আর আর ডাইরেক্টরেট, ১০/এ, অকল্যাণ্ড রোড, কলিকাতা, আর আর ডাইরেক্টরেটে শ্রমিক সরবরাহের জন্য নির্ধারিত ফরমে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। গ্রাহ্য হইবার জন্য সকল টেণ্ডার খোলার তারিখ হইতে ৩ মাস পর্যন্ত খোলা রাখিতে হইবে। ২৯শে মার্চ, ১৯৭১ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত কাজের দিনে প্রতি প্রস্থ ১, টাকা মূল্যে আর আর ডাইরেক্টরেটের অ্যাকাউণ্টস ব্র্যাঞ্চে টেণ্ডার ফরম ও বিবরণী পাওয়া যাইবে। ৩০শে মার্চ, ১৯৭১ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে এবং অব্যবহিত পরে টেণ্ডার প্রকাশ্যে খোলা হইবে।
১০৬৫(৩) আই পি আর/এ/৭১ (৪০২৪)

হাওড়া ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট

১৯৭০-৭১ সালের টেণ্ডার নোটিস নং ৩৬

চেয়ারম্যান, হাওড়া ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট, ১৯, গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোড (সাউথ), হাওড়া কর্তৃক, হাওড়া ড্রেনেজ কেনাল জমি বরাবর ড্রেনসহ রাস্তা নির্মাণ"-এর জন্য দুই প্রস্থে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। অনুমিত ব্যয়বরাদ্দ ১,৯৬,৩০০, টাকা, বায়নার পরিমাণ এবং টেণ্ডারের কাগজপত্রের মূল্য যথাক্রমে ৩৯২৬, টাকা এবং ১০, টাকা।

আয়কর ও বিক্রয়কর পরিশোধের হালসময়ের শংসাপত্র দেখাইয়া যে সকল ঠিকাদার এইচ আই টি-এর অনুমোদন লাভ করিবেন কেবলমাত্র সেই সকল প্রকৃত ঠিকাদারগণকে ৬-৪-৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত টেণ্ডারের কাগজপত্র ইসু করা হইবে। ৭-৪-৭১ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার-২ কর্তৃক টেণ্ডার গৃহীত হইবে। (৩৯৮৫)

টেণ্ডার

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ

সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ারের অফিস : শিলিগুড়ি সার্কেল
শিলিগুড়ি : দার্জিলিং
১৯৭০-৭১ সালের টেণ্ডার নোটিস—৭৮ (সিভিল)

নিম্নবর্ণিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ, সি পি ডবলিউ ডি, রাজ্য পি ডবলিউ ডি, রেলওয়ে অথবা এম ই এস এর অনুমোদিত, যোগ্য ও অভিজ্ঞ ঠিকাদারগণের নিকট হইতে শতকরা ভিত্তিতে "......নির্মাণের জন্য টেণ্ডার" কথাগুলি উপরিলিখিত খামে ফার্মের নিজস্ব সীলমোহরাঙ্কিত সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে:

গ্রুপ নং	টেণ্ডারের নাম	অনুমিত ব্যয়বরাদ্দ	বায়নার পরিমাণ	টেণ্ডার ফরমের মূল্য	কাজ শেষ করার মেয়াদ
		টাঃ	টাঃ	টাঃ	
১।	ডালখোলায় ৩৩/৬৬ কে ভি সাব-স্টেশনে ২টি 'পি' স্টাফ কো য়া র্টা র্স (মডিফায়েড) নির্মাণ।	৫৪৯০২·০০	১০৯৮·০০	১৫·০০	আট মাস
২।	ডালখোলায় ৩৩/৬৬ কেভি সাব-স্টেশনে ৩টি 'জি' টাইপ স্টাফ কোয়ার্টার্স নির্মাণ।	৭২৪৭৭·০০	১৪৫০·০০	১৫·০০	আট মাস
৩।	ডালখোলায় ৩৩/৬৬ কেভি সাব-স্টেশনে সুইস ইয়ার্ড ফেন্সিং নির্মাণ।	৬৪৯৮১·০০	১৩০০·০০	১৫·০০	চারিমাস
৪।	বায়গঞ্জে ৬৬ কেভি সাব-স্টেশনে সুইচ ইয়ার্ড ফেন্সিং নির্মাণ।	৪৫৪০২·০০	৯০৮·০০	১০·০০	চারিমাস

শনিবার ব্যতীত যে কোন কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে বেলা ৩টার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষতের অনুকূলে যথাযথভাবে রেখিত উপরোক্ত পরিমাণ টাকার পোস্টাল অর্ডার (অফেরতযোগ্য) দেখাইয়া নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে বিশদ টেণ্ডার নোটিস, টেণ্ডর ফরম, স্পেসিফিকেশন, ঠিকার সাধারণ শর্তাদি পাওয়া যাইবে।

টেণ্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ৩১-৩-৭১ বেলা ২-৩০টা পর্যন্ত এবং ঐগুলি সেই দিনই বেলা ৩টায় উপস্থিত টেণ্ডারদাতাগণের সমক্ষে খোলা হইবে। টেণ্ডারদাতাগণ যে গ্রুপের জন্য টেণ্ডার দাখিল করিয়াছেন, তাহা খামের উপর পরিষ্কারভাবে অবশ্যই লিখিয়া দিবেন।

ডাকযোগে টেণ্ডার ফরম পাঠান হইবে না।

স্বাঃ এন সি দত্ত,
১৮-৩-৭১
সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার, শিলিগুড়ি সার্কেল
(৪১৫৫)

ভারত সরকার

ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেণ্টার বিল্ডিং প্রজেক্ট অফিস
ভেরিয়েবল এনার্জি সাইক্লোট্রোন প্রজেক্ট, কলিকাতা
টেণ্ডার নোটিস নং বি পি ও/১/৭১ তাং ১১-৩-৭১

নিম্নলিখিত কাজের জন্য রাষ্ট্রপতির পক্ষে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে এবং কেন্দ্রীয় পি ডবলিউ ডি এম ই এস, রেলওয়ে ও রাজ্য পি ডব্লিউ ডি-এর অনুমোদিত তালিকাভুক্ত ঠিকাদারদের নিকট হইতে তাহা বিল্ডিং প্রজেক্ট অফিসারের, অফিস, ভেরিয়েবল এনার্জি সাইক্লোট্রোন প্রজেক্ট, ১/৪২৫ গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা-৩১'এর অফিসে গৃহীত হইবে:—

বিবরণ	ব্যয় বরাদ্দ	জমা দেয় বায়নার পরিমাণ	টেণ্ডারের কাগজপত্রের মূল্য
কলিকাতার সল্ট লেক সিটি-স্থিত ভেরিয়েবল এ না র্জি সাইক্লোট্রোন প্রজেক্টের জন্য হস্টেল বিল্ডিং-এর স্যানিটারি কাজ (আ ভ্য ন্ত রি ক ও বহির্বিভাগীয়) ...	১,০০,০০০,	২,৫০০,	১৫,

ঠিকাদারদের যথোপযুক্ত শ্রেণীতে রেজিস্ট্রেশনের প্রমাণ ও অনুরূপ ধরনের ও আকারের কাজে পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রমাণ পেশ করিয়া উপরে উল্লেখিত নির্ধারিত মূল্য আদায় দিলে ২৪-৩-৭১ হইতে ৮-৪-৭১ তারিখ পর্যন্ত যে কোন কাজের দিন বেলা ১০টা ও বিকাল ৪টার মধ্যে ১/৪২৫ গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা-৩১ ঠিকানাস্থ নিম্নবর্ণিতের অফিসে শর্তাবলী ও টেণ্ডারের কাগজপত্র পাওয়া যাইবে।

টেণ্ডারদাতাগণ দুই প্রস্থে তাঁহাদের প্রস্তাব দাখিল করিবেন। এক প্রস্থ ড্রয়িং এবং দুই প্রস্থ টেণ্ডারের শর্তাবলী, স্পেসিফিকেশন, তপসীল ইত্যাদি লইয়া গঠিত টেণ্ডারের কাগজপত্র উপরে উল্লেখিত মূল্যে ইসু করা হইবে। কোন টেণ্ডারদাতা যদি টেণ্ডারের কাগজপত্র ও ড্রয়িং-এর অতিরিক্ত কপি চাহেন, তবে যথাক্রমে প্রতিটি ৫, টাকা ও প্রতি প্রস্থ ৫, টাকা মূল্যে তাহা ইসু করা হইবে।

টেণ্ডার ১২-৪-৭১ তারিখ বেলা ২-৩০টা পর্যন্ত নিম্নবর্ণিতের অফিসে গৃহীত হইবে ও সেই দিনই বেলা ৩টায় উপস্থিত থাকিতে ইচ্ছুক টেণ্ডারদাতা বা তাঁহাদের প্রতিনিধিদের সমক্ষে খোলা হইবে।

বায়নার টাকা টেণ্ডারের কাগজপত্রে উল্লেখিত মত নির্ধারিত ধরনে জমা দিতে হইবে। বায়নার টাকা ব্যতীত টেণ্ডার অগ্রাহ্য হইয়া যাইবে।

বিল্ডিং প্রজেক্ট অফিসার
(৩৬৪৬)

কলিকাতা কর্পোরেশন

কলিকাতা কর্পোরেশন

টেণ্ডার নোটিস

নিম্নোক্ত কাজগুলির জন্য দুই প্রস্থে টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে এবং ঐগুলি প্রত্যেকের পার্শ্বে উল্লেখিত তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত ২য় ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক গৃহীত হইবে। দুই প্রস্থে প্রত্যেক টেণ্ডার অবশ্যই সীলকরা খামে ভরিয়া তদুপরি "...জন্য টেণ্ডার" কথাগুলি লিখিয়া দিতে হইবে এবং কীপার অব রেকর্ডস-এর নিকট প্রাপ্তব্য নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন ও টেণ্ডার ফরমে পেশ করিতে হইবে।

কাজের নাম	অনুমিত বরাদ্দ	জমা দেয় বায়নার পরিমাণ	টেণ্ডার ফরম সমেত স্পেসিফিকেশনের মূল্য	টেণ্ডার খোলার তারিখ
১। গোপাল বিশ্বাস লেনে ও শ্যামবাজার স্ট্রীটের মধ্যে বলরাম ঘোষ স্ট্রীটের বর্তমান সিউয়ারের অংশবিশেষ বড় করা ...	৩৫,৯৫১,	৮৯৯,	প্রতি প্রস্থ ২০,	৬-৪-৭১
২। আনন্দ লেনে বর্তমান সিউয়ার বড় করা ...	৬৪,৮৫৩,	১,৬২২,	প্রতি প্রস্থ ২০,	৬-৪-৭১
৩। ১, বদু মিত্র লেনের অদূরে ১২" ব্যাস এস ডবলিউ পাইপ সিউয়ার সরবরাহ ও সংস্থাপন ...	২১,৫৪৭,	৫৩৯,	প্রতি প্রস্থ ১০,	৬-৪-৭১
৪। যোগোদ্যান লেনে ২৪" ব্যাস ব্রিক সিউয়ার সংস্থাপন ...	৬৪,১৩৪,	১,৬০৪,	প্রতি প্রস্থ ২০,	৭-৪-৭১
৫। যোগোদ্যান লেনে ১২" ব্যাস এস ডবলিউ পাইপ সিউয়ার সরবরাহ ও সংস্থাপন ...	৩৯,১৫৩,	৯৭৯,	প্রতি প্রস্থ ২০,	৭-৪-৭১
৬। বি সি পি ডবলিউ ফ্যাক্টরীর নিকট হইতে সি আই টি রোড পর্যন্ত মাণিকতলা মেন রোডে ৩০" ব্যাস ব্রিক সিউয়ার সংস্থাপন ...	৩,২৬,৬৪৫,	৮,১৬৬,	প্রতি প্রস্থ ৪০,	১৩-৪-৭১
৭। সি জি আর রোড, নিমক মহল রোড, গার্ডেন রীচ রোড এবং ডুমেন এভিনিউ উঁচু করা ও রিগ্রেডিং, তৎসহ ড্রেনেজ অ্যাডজাংকট উঁচু করা ...	১,৭২,৯৮৪,	৪,৩২৫,	প্রতি প্রস্থ ৩০,	১৩-৪-৭১

সেক্রেটারী
কলিকাতা করপোরেশন
২২-৩-৭১
(৪০২৫)

টেণ্ডার

পঃ বঃ রাজ্য তাল গুড় শিল্পী সমবায় মহাসংঘের দুইটি নূতন স্টলের (৮'×১০') জন্য (১) ইলেকট্রিফিকেসন, (২) রং ও আভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা, (৩) রোলিং সাটার্স, (৪) তিনটি বটলকুলার মেসিন সরবরাহ করার জন্য ইচ্ছুক প্রার্থিগণকে অত্র অফিসে যোগাযোগ করিয়া বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করিতে আহ্বান করা যাইতেছে।

বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার ৭ দিনের মধ্যে "বন্ধ শীলমোহরযুক্ত টেণ্ডার" গ্রহণ করা হইবে। ন্যূনতম বা যে-কোন টেণ্ডার গ্রহণ বা বাতিল করিবার অধিকার কর্তৃপক্ষের সংরক্ষিত রহিবে। টি মুখার্জী, কর্মাধ্যক্ষ, পঃ বঃ রাজ্য তালগুড় শিল্পী সমবায় মহাসংঘ লিঃ, ৪নং বিপিন পাল রোড, কলিকাতা-২৬। (বি ও ৪১৬০)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপালের শিরোনামে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি, ইনফরমেশন অ্যাণ্ড পাবলিক রিলেশনস ডিপার্টমেণ্ট, রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা-১ মারফত "ফটোগ্রাফিক সামগ্রীর জন্য টেণ্ডার" শীর্ষাঙ্কিত সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে এবং উহা ৭ই এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং বেলা ৩টার সময় খোলা হইবে। উক্ত বিভাগে বিবরণী জানা যাইবে।
১০৬৬(৩) আই পি আর/এ/৭১ (৪০২২)

একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার, কলিকাতা স্পেশ্যাল রোডস ডিভিসন, পি ডবলু (স্পেশ্যাল রোড ডিরেক্টরেট), ৫৭, যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-৫; নিম্নলিখিত বিবরণী ও পরিমাণ অনুসারে পাকুড় ভ্যারাইটির মেসিনে ভাঙা পাথরের খোয়া সরবরাহের জন্য প্রকৃত সরবরাহকারীদের নিকট হইতে সীলকরা দরপত্র আহ্বান করিতেছেন। গ্রুপ নং, সাপ্লাই পয়েণ্টের নাম, মোট পরিমাণ যথাক্রমে এইরূপ: (১) গ্রুপ ১—বালিতে বিভাগীয় স্ট্যাক ইয়ার্ড (বালী রেলওয়ে স্টেশন হইতে ১ কিঃ মিঃ); ১৫,০০০ ঘনফুট (১½" সাইজ) ৩৫,০০০ ঘনফুট (১" সাইজ); ৫০,০০০ ঘনফুট (¾" সাইজ); ১৫,০০০ ঘনফুট (½" সাইজ)। (২) গ্রুপ ২ উপরোক্তমত মৃগলাতে (ডানকুনি রেলওয়ে স্টেশন হইতে ২ কিঃ মিঃ): ৩৫,০০০ ঘনফুট (১½" সাইজ); ৮৫,০০০ ঘনফুট (১" সাইজ); ১২০,০০০ ঘনফুট (¾" সাইজ); ৩৫,০০০ ঘনফুট (½" সাইজ)। (৩) গ্রুপ ৩—উপরোক্তমতো নবগ্রামে (শ্রীরামপুর রেলওয়ে স্টেশন হইতে ৩ কিঃ মিঃ); ২৫,০০০ ঘনফুট (১½" সাইজ); ৫৫,০০০ ঘনফুট (১" সাইজ); ৭৫,০০০ ঘনফুট (¾" সাইজ); ২৫,০০০ ঘনফুট (½" সাইজ)। (৪) গ্রুপ ৪—উপরোক্তমতো বেজরাতে (চন্দননগর রেলওয়ে স্টেশন হইতে ৩ কিঃ মিঃ): ৩৫,০০০ ঘনফুট (১½" সাইড) ৭৫,০০০ ঘনফুট (১" সাইজ); ১১০,০০০ ঘনফুট (¾" সাইজ); ৩৫,০০০ ঘনফুট (½" সাইজ)। টেণ্ডারের বিস্তারিত কাগজপত্র উক্ত অফিসে দেখা যাইবে। ৬ই এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখ বিকাল ৪টা পর্যন্ত দরপত্র গৃহীত হইবে।
১০৬৩(২) আই পি আর/এ/৭১ (৪০২১)

রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

টেণ্ডার

৮-৬-৭১ তারিখ হইতে এক বৎসরের জন্য ব্যাণ্ডেল গ্রুপের নিমিত্ত কয়লা হ্যাণ্ডলিং ও ছাই হ্যাণ্ডলিং, যেব তোলা ও ছাই বিক্রয়ের নিমিত্ত লোকো ঠিকার জন্য সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে। টেণ্ডারদাতাগণকে দর পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করিতে হইবে এবং (ক) পৃথক কয়লা হ্যাণ্ডলিং কাজ, (খ) পৃথক ছাই হ্যাণ্ডলিং কাজ ও (গ) সম্মিলিত কয়লা ও ছাই হ্যাণ্ডলিং কাজের জন্য টেণ্ডার দাখিল করিতে হইবে। কলিকাতাস্থ এই রেলওয়ের চীফ ক্যাশিয়ারের নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রত্যেকটির জন্য ৫ টাকা (অফেরতযোগ্য) জমা দেওয়ার রসিদ দেখাইয়া ২৫-৩-৭১ হইতে ১৮-৪-৭১ তারিখ পর্যন্ত সকল কাজের দিন বেলা ১টা পর্যন্ত হাওড়াস্থ

অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের স্মরণ সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা

চন্দননগর, ২৩ মারচ—বিপ্লবী ভবনের উদ্যোগে গত পরশু এখানে রথতলায় অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের স্মরণে এক জনসভার অনুষ্ঠান হয়। প্রবর্তক সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত, শ্রীমণীন্দ্রনাথ নায়েক, শ্রীকালিচরণ ঘোষ, ডাঃ হীরেন চ্যাটারজি, শ্রীতিনকড়ি মুখারজি, শ্রীগঙ্গানারায়ণ চন্দ্র, আনন্দ মার্গ-এর শ্রীপ্রকাশ মুখারজি, অধ্যাপক হীরেন রায় এবং অন্যান্যরা পরলোকগত বিপ্লবী অধ্যাপক ঘোষের প্রতি তাঁদের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

বন্ধ কারখানা খোলার দাবি

হাওড়ার সাঁতরাগাছির রেমন কারখানাটি খোলার দাবিতে সোমবার পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের কাছে এক স্মারকলিপি পেশ করা হয় বলে ওখানকার শ্রমিক সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়।

এই কারখানাটি ১৯৬৮ সাল থেকে বন্ধ হয়ে পড়ে আছে।

স্বল্পশিক্ষিতদের জন্য লেখক কর্মশালা

বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগের উদ্যোগে আগামী ৬ এপ্রিল থেকে ছয় সপ্তাহব্যাপী একটি লেখক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। এই কর্মশালার ১৫ জন লেখককে বয়স্ক ও স্বল্পশিক্ষিত গ্রামীন মানুষদের উপযোগী বিষয়াবলম্বনে তিনটি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের ভার দেওয়া হবে। ১।৬, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা-৯স্থিত বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগের কার্যালয়ে যোগদানেচ্ছু লেখকগণের আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে।

শোক-সংবাদ

প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন গুপ্ত অসংখ্য গুণমুগ্ধ বন্ধু ও শোকসন্তপ্ত আত্মীয়-স্বজন রেখে তাঁর বি টি রোডের বাড়িতে পরলোকগমন করেছেন।

✻

হাওড়ার অধ্যাপক পতিতপাবন চ্যাটারজির সহধর্মিণী শ্রীমতী রমা দেবী গত ১৪ মারচ পরলোকগমন করেছেন। তিনি সাধনার উচ্চস্তরে আরোহণ করেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৫১ বৎসর হয়।

✻

শ্রীসুধীরকুমার সেন সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশে ভূপালে পরলোকগমন করেন। তিনি মধ্যপ্রদেশ সরকারের পুনর্বাসন দফতরের কমিশনার ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৪।

রেলওয়ে

ডি এস ই (পি)-এর অফিসে টেণ্ডার ফরম পাওয়া যাইবে। ১৯-৪-৭১ তারিখ বেলা ২-৩০টায় টেণ্ডার খোলা হইবে।

ডিভিসনাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, হাওড়া
জি ১০/২/পিআরও/এইচডব্লিউএইচ—৮৫ (৪১৩৯)

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে

ওয়ালটেয়ার ডিভিসনের কোট্টাভালাসা-কিরানডুল সেকশনের সুকু এবং জয়পুর ডিপোতে ১½" হইতে ¾" সাইজের হার্ডস্টোন/ব্ল্যাক ট্র্যাপ/গ্র্যানাইট স্টোন ব্যালাস্ট সরবরাহ ও গাদা করিয়া ডেলিভারি এবং ঐগুলি প্রতিটিতে ৫,০০,০০০ ঘনফুট করিয়া ওয়াগনে বোঝাই করিবার জন্য সীলকরা টেণ্ডার (টেণ্ডার নোটিস নং ৮/৭১/কেকে/ডবু এ টি/ই এন জি জি) আহ্বান করা যাইতেছে। প্রতি ডিপোর জন্য বায়নার পরিমাণ ৮,০০০, টাকা এবং প্রতি ডিপোর জন্য জামিন জমা ২,০০০, টাকা।

১২-৪-১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে এবং ঐদিনই বেলা ৩-৩০টায় খোলা হইবে।

ওয়ালটেয়ারস্থিত এই রেলওয়ের ডিভিসনাল পে মাস্টারের নিকট অথবা ওয়ালটেয়ার ডিভিসনের যে কোনো স্টেশন মাস্টারের নিকট ৫, টাকা (অফেরতযোগ্য) আদায় দিয়া প্রাপ্ত রসিদ দেখাইলে নিম্নবর্ণিতের অফিসে বিবরণীসহ টেণ্ডার ফরম (হস্তান্তরযোগ্য নহে) পাওয়া যাইবে। প্রতি ডিপোর জন্য পৃথক পৃথকভাবে টেণ্ডার দাখিল করিতে হইবে।

টেণ্ডার খোলার তারিখে টেণ্ডার ফরম ইসু করা হইবে না।

ডিভিসনাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট
(এঞ্জিনিয়ারিং) ওয়ালটেয়ার
পিআর/এসই/পিএ/১/এঞ্জিঃ-২০১ (৪০১৬)

পূর্ব রেলওয়ে

১-৪-৭১ তারিখ হইতে পূর্ব রেলওয়ের টাইম টেবলে কোচিং ট্রেন সার্ভিসে নিম্নোক্ত পরিবর্তন সাধিত হইবে।

১। শিয়ালদহ ডিভিশনের সাউথ সুবার্বন সেক্সনে যাত্রী ভীড় লাঘবের জন্য কতিপয় বর্তমান ৪-বগী রেকের বগী সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে এবং সমন্বয় সাধনের ব্যাপারে শিয়ালদহ-বারুইপুর সেক্সনে দুই জোড়া ট্রেনের গন্তব্যপথ বৃদ্ধি করা হইবে/অতিরিক্তভাবে প্রবর্তন করা হইবে। এক জোড়া শিয়ালদহ-নৈহাটি লোক্যালেরও গন্তব্যপথ বৃদ্ধি করিয়া কল্যাণী পর্যন্ত করা হইবে।

২। হাজারীবাগ রোডে ১ আপ/২ ডাউন হাওড়া-দিল্লি-কালকা মেল থামিত: উহা প্রত্যাহার করা হইবে এবং তৎপরিবর্তে কোডারমায় ঐ ট্রেন দুইটি থামিবে।

৩। ৩০৯ আপ কোলফিল্ড এক্সপ্রেসের গতিবেগ বৃদ্ধি পাইবে এবং হাওড়া হইতে ছাড়ার নির্দিষ্ট সময় পরিবর্তন করিয়া বিকাল ৫-১০ মিঃ করা হইবে অর্থাৎ ৩০ মিনিট পরে ছাড়িবে। অবশ্য ধানবাদে ট্রেনটির পৌঁছানোর সময়ের কোন পরিবর্তন হইবে না।

৪। ৮৯ আপ বর্ধমান-গোমো প্যাসেঞ্জার বর্তমান নির্দিষ্ট সময়ের ৫০ মিনিট আগে বর্ধমান হইতে ছাড়িবে অর্থাৎ বিকাল ৩-২৮ মিঃ-এর পরিবর্তে বেলা ২-৩৮ মিঃ ছাড়িবে।

৫। সেণ্ট্রাল রেলওয়েতে ট্রেনগুলি ডিজেল এঞ্জিন দ্বারা চালিত হওয়ার দরুণ ৩ আপ/৮ আপ এবং ৭ ডাউন/৪ ডাউন হাওড়া-বম্বে মেল ভায়া এলাহাবাদ-এর কম্পোজিশন নিম্নোক্তমত পরিবর্তন করা হইবে:—

(১) বর্তমান হাওড়া ও এলাহাবাদের মধ্যে চলাচলকারী একটি থ্রু সার্ভিস বগী আংশিক ৩য় শ্রেণী ৩ টিয়ার স্লিপার কার-এর পরিবর্তে হাওড়া ও বোম্বের মধ্যে একটি পুরা ৩য় শ্রেণী ৩ টিয়ার স্লিপার কার চলিবে।

(২) বর্তমানে হাওড়া ও এলাহাবাদের মধ্যে চলাচলকারী একটি বগী ৩য় শ্রেণী থ্রু সার্ভিস ক্যারেজ হাওড়া ও বোম্বের মধ্যেও চলিবে।

(৩) হাওড়া ও এলাহাবাদের মধ্যে বর্তমান বগী ৩য় শ্রেণী থ্রু সার্ভিস ক্যারেজ-এর পরিবর্তে একটি ৩য় শ্রেণী ৩-টায়ার স্লিপার কার দেওয়া হইবে।

(৪) হাওড়া ও জব্বলপুরের মধ্যে চলাচলকারী বর্তমান বগী কম্পোঃ ১ম ও ৩য় শ্রেণী থ্রু সার্ভিস ক্যারেজ-এর পরিবর্তে একটি পুরা ১ম শ্রেণী ক্যারেজ দেওয়া হইবে এবং উহার যাত্রাপথ বোম্বে হইতে এবং বোম্বে পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হইবে।

(৫) ৩৩ আপ/৩৪ ডাউন বিলাসপুর-ইন্দোর এক্সপ্রেসের সহিত সংযোগরক্ষাকারী ৩ আপ/৪ ডাউন হাওড়া-বোম্বাই মেলে হাওড়া এবং ভূপালের মধ্যে সপ্তাহে একবার অতিরিক্ত ব্যবস্থা হিসাবে একটি বগী কম্পোঃ ১ম ও ৩য় শ্রেণী থ্রু সার্ভিস ক্যারেজ প্রবর্তন করা হইবে।

৬। কলিকাতার বিভিন্ন সিটি বুকিং অফিসে তৃতীয় শ্রেণীর স্লিপার বার্থের প্রচলিত কোটা দেওয়া হইয়াছে।

৭। নূতন টাইম টেবল স্টেশনসমূহে প্রচলিতমতো বিক্রয় হইবে। ট্রেনগুলি ৩১ মার্চ/১ এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখ মধ্যরাত্রি অথবা তাহার পর যত শীঘ্র সম্ভব নূতন সময়সূচী ধরিয়া চলিতে থাকিবে।

চীফ অপারেটিং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট
জি/১০/পিআরও/কপস—৩৬ (৪১৩৮)

অরণ্যদেব / লী ফক ও সীমুর ব্যারী রচিত

সাতের নামতা · গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ও সুবোধ দাশগুপ্ত

রাজ্যসভা লোকসভায় জনসংঘ গ্রুপের নেতা

নয়াদিল্লি, ২৩ মারচ—শ্রীপীতাম্বর দাস রাজ্য সভায় জনসংঘ গ্রুপের নেতা নির্বাচিত হয়েছেন. সহকারী নেতা এবং হুপ নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে ডঃ ভাই মহাবীর ও শ্রীনিরঞ্জন ভারমা।

লোকসভায় সহকারী নেতা হবেন শ্রীজগন্নাথ রাও যোশী, চীফ হুইপ হবেন শ্রীরামচন্দ্র বাড়ে।

জনসংঘ এম এল এ-র সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি

রবিবার জনসংঘের কলকাতা নগর সমিতির পক্ষ থেকে অহিংসা প্রচার সমিতি ভবনে শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকারকে সংবর্ধনা জানানো হয়। শ্রী সরকার জলঙ্গী বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জনসংঘ প্রার্থীরূপে এবার নির্বাচিত হয়েছেন। সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখারজি। সভায় সর্বশ্রী রামপ্রসাদ দাস, হরিপ্রসন্ন মিশ্র ও দুর্গানাথ নাথানী ভাষণ দেন।

ক্যালকাটা মেডিক্যাল ক্লাব

ক্যালকাটা মেডিক্যাল ক্লাবের নির্বাচনে ডাঃ দীপ্তি শূরেরায়-চৌধুরী ১৯৭১-৭২ সালের জন্য সম্পাদক পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। সভাপতি নির্বাচিত হন মেজর সত্যেন বসু। সহ-সভাপতি ডাঃ অলোক ঘোষ, ডাঃ মুরারি মুখার্জি, ডাঃ প্রবোধরঞ্জন রায়। সহকারী সম্পাদক, ডাঃ বিজয়কৃষ্ণ বিশ্বাস, দীপক চক্রবর্তী, বাণীকুমার সারঙ্গী। কোষাধ্যক্ষ, ডাঃ সলিল দত্ত। গ্রন্থাগারিক ডাঃ সুশান্তকুমার সরকার।

গ্রন্থ সংবাদ

বহু বিশ্ববিখ্যাত বিদেশী গ্রন্থের বাংলা অনুবাদের মধ্য থেকে পছন্দমত যে কোন পাঁচটি বই মাত্র পাঁচ টাকায় পেতে পারেন। নিজে এসে পছন্দ করুন কিংবা গ্রন্থের তালিকার জন্যে ২০ পয়সার ডাকটিকিট সহ চিঠি লিখুন।

ইণ্ডো-আমেরিকান সোসাইটি
৬-সি, মিডলটন স্ট্রীট, কলিকাতা—১৬

(৪১৪০)

প্রথম পৃষ্ঠার পর

যুবকটি ছিলেন সি পি এম সমর্থক। এ সম্পর্কে নকশালপন্থী বলে বর্ণিত ছজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

অশোকনগরে মৃতদেহ

মঙ্গলবার সকালে হাবড়ার কাছে অশোকনগরে রঞ্জিৎকুমার মালাকার (২৫) নামে জনৈক যুবকের মৃতদেহ গলাকাটা অবস্থায় পাওয়া যায়। এর সঙ্গে কোন রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক আছে কিনা তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে।

এদিন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে শ্রীজোগিন্দার সাউ (২২) নামে জনৈক রাজমিস্ত্রি বোমার ঘায়ে নিহত হয়। ওই সময় জোগিন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গৃহনির্মাণের কাজে ব্যস্ত ছিল। প্রকাশ, হঠাৎ সুরকির ভিতরে ওই বোমা বিস্ফোরণ ঘটে।

শেওড়াফুলিতে মৃতদেহ

আমাদের চুঁচুড়ার নিজস্ব প্রতিনিধি জানাচ্ছেন, এদিন শেওড়াফুলিতে শ্রীনারায়ণ রায় নামে এক ব্যক্তির মৃতদেহ পাওয়া যায়। হুগলি জেলার পুলিশ সুপার শ্রীঅমলকুমার দত্ত জানান, ঘটনার তদন্তের জন্য পুলিশ কুকুরের সাহায্য নেওয়া হয়। এবং এক ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেফতার করে।

নিহত ব্যক্তি সি পি এম কর্মী বলে জেলা সি পি এম অফিস থেকে জানানো হয়।

চাকদহে খুন

পুলিশি সূত্রে জানা গিয়েছে যে, সোমবার চাকদহ থানার পূর্ণনগরে এক ব্যক্তির মৃতদেহ পাওয়া যায়। প্রহারের ফলে তাঁর মৃত্যু ঘটে। পুলিশ আরও জানায় ঘটনাটি রাজনৈতিক নয়।

তেহট্টে খুন

নদীয়া জেলার তেহট্টের কাছে চন্দ্রঘাটে জনৈক চাষীকে একজন জোতদারের বাড়িতে কয়েক ব্যক্তি ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। হাসপাতালে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। খবরটি দিয়েছেন পি টি আই।

যাদবপুরে গ্রেনেড বিস্ফোরণ

যাদবপুরে হামলা

স্টাফ রিপোরটার জানাচ্ছেন, মঙ্গলবার দুপুরে যাদবপুর অরবিন্দ পল্লীতে একদল যুবক বোমা, পিস্তল, পাইপগান ইত্যাদি নিয়ে হানা দেয়। তাদের হাতে একজন প্রবীণ কংগ্রেস কর্মী ছুরিকাহত হন। অপর দুজন কংগ্রেস কর্মীকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার পথে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। পুলিশের গুলিতে আক্রমণকারীদের দুজন আহত হয়েছেন। পুলিশের অভিযোগ আক্রমণকারীরা সি পি এম সমর্থক।

ছুরিকাহত কংগ্রেস কর্মীর নাম শ্রীফণিভূষণ সোম, বয়স ষাট। তিনি পরে মারা যান। প্রকাশ, তিনি নাকি আক্রমণকারীদের এ কাজ না করতে বলেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই আক্রান্ত হন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে শম্ভুনাথ পণ্ডিত কারনানি হাসপাতালে ভরতি করা হয়। তাঁর দেহে অস্ত্রোপচার হয়েছে।

অভিযোগে আরও প্রকাশ, বৃদ্ধকে ছুরি মারার পর আক্রমণকারীরা শ্রীপার্থ দে এবং শ্রীশম্ভু চক্রবর্তী নামে কংগ্রেস সমর্থক বলে বর্ণিত দুজন যুবককে ওই কলোনী থেকে ধরে নিয়ে যায়। পথিমধ্যেই যাদবপুর থানার পুলিশ এসে যুবক দুজনকে উদ্ধার করে। আক্রমণকারীরা নাকি ওই সময় পুলিশভ্যান লক্ষ্য করে বোমা ছুড়তে থাকে। পুলিশ এক রাউনড গুলি চালালে আক্রমণকারীদের দুজন আহত হয়। আহত পরিমল দত্তকে পুলিশ বাঙ্গুর হাসপাতালে ভরতি করে। রামকৃষ্ণ নামে অপর একজন গুলিবিদ্ধ যুবক নিজেই বাঙ্গুরে ভরতি হতে যায়। পুলিশ হাসপাতালেই তার সন্ধান পেয়ে গ্রেফতার করে। পুলিশের অভিযোগ এরা দুজনই সি পি এম সমর্থক।

পুলিশের আরও অভিযোগ, আহত শ্রীপরিমল দত্তের কাছে নাকি ৩২ বোরের একটি রিভলভার পাওয়া গিয়েছে। এই অক্রমণের ব্যাপারে পুলিশ মোট পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে। আক্রমণকারীদের হাতে অরবিন্দ পল্লীর কয়েকটি ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই ঘটনায় ঐ এলাকায় ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে গ্রেনেড বিস্ফোরণ

মঙ্গলবার দুপুরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে একটি গ্রেনেড বিস্ফোরণের ফলে একজন শ্রমিক আহত হন। তাঁর আঙ্গুল উড়ে যায়। এর পর পুলিশ ওই এলাকায় তল্লাসী চালায় এবং আর একটি শক্তিশালী

তল্লাসী ও অস্ত্র উদ্ধার

এদিন কলকাতায় রাজবল্লভ পাড়ায় মিলিটারির সাহায্যে ঘিরে পুলিশ ব্যাপক তল্লাসি চালায়।

লালবাজারে পুলিশের এক মুখপাত্র বলেন, এই তল্লাসিতে তাঁরা একটি দেশী পিস্তল, তিনটি পাইপ গান, সত্তরটি বোমা, দুটি গ্রেনেড, দুটি চারজার, পঁচিশটি কারতুজ, দুটি ছোরা, দুটি খেলনা পিস্তল, দু' কে-জি বোমার মশলা এবং এক কেজি স্প্লিনটার পেয়েছেন।

আশীজনকে থানায় ধরে আনা হয়।

বটতলায় তল্লাসি চালিয়ে পুলিশ একটি বোমা, একটি ছোরা, দুটি বোমার খোল, একটি খেলনা পিস্তল পেয়েছেন বলে পুলিশের এক মুখপাত্র জানান।

তিনি আরও বলেন, এখানে নকশালপন্থী বলে বর্ণিত ছয়জনকে গ্রেফতার করা হয়। এছাড়া দমদমেও নকশালপন্থী বলে বর্ণিত কয়েকজনকে পুলিশ গ্রেফতার করে। কিছু আগ্নেয়াস্ত্রও উদ্ধার করেছে।

জোড়াবাগানে তল্লাসী

এদিন জোড়াবাগান এলাকায় মিলিটারি ও সি-আর-পি'র সাহায্যে তল্লাসি চালিয়ে পুলিশ ১২টি তাজা বোমা, ১টি পাইপগান, ২টি পাইপগানের ব্যারেল, বোমার মালমশলা এবং একখানি ছোরা উদ্ধার করে। পুলিশ মোট ৮৫ জনকে গ্রেফতার করে।

২৪ পরগণার নানা জায়গায় তল্লাসি

মঙ্গলবার রাজ্য পুলিশের একজন মুখপত্র জানান, গত দুদিন ২৪ পরগণার যাদবপুরে, বেহালা, বরাহনগর, দক্ষিণদাড়ি, বড়াল, বেলঘরিয়া এবং অন্যান্য এলাকায় মিলিটারির সহায়তায় তল্লাসি চালিয়ে পুলিশ ৭০টি বোমা, ৪টি পাইপগান এবং প্রচুর পরিমাণ তরোয়াল, ছোরা, লাঠি প্রভৃতি উদ্ধার করে।

মুখপাত্র জানান, গত জুন মাস থেকে এ পর্যন্ত সমাজবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে প্রায় ১০ হাজার জনকে গ্রেফতার করা হয়। তার মধ্যে প্রায় ৫ হাজার জামিনে খালাস হয়েছে। বাকি ৫ হাজার এখন জেল হেফাজতে আছে।

মুখপাত্র বলেন, নির্বাচন শেষ হওয়ার পর পুলিশের পক্ষে এখন বিভিন্ন এলাকায় তল্লাসির কাজ চালানো সহজ হয়েছে। তল্লাসি চালানোর সময় দরকার মত মিলিটারির সাহায্য নেওয়া হয়। এ পর্যন্ত যাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে হিংসাত্মক কার্যকলাপের সমর্থক রাজনৈতিক দলের সমর্থকও আছেন। এমন কী এঁদের অনেককে ছেড়ে দেওয়ার জন্য দলীয় নেতাদের পক্ষ থেকে তদবিরও করা হয় বলে তিনি অভিযোগ করেন।

এক প্রশ্নের উত্তরে মুখপাত্র বলেন, হিংসাত্মক কার্যকলাপের প্রতিরোধ করা সম্ভব হলেও বিক্ষিপ্ত আক্রমণ ঠেকানো সম্ভব নয়।

ড্রামের মধ্যে বন্দুক

শিয়ালদহে এদিন ভোর সাড়ে ছটায় ডিভিশনাল সুপারিনটেনডেনটের অফিসের কাছে ফেলে রাখা কয়েকটি ড্রামের মধ্যে একটি একনলা বন্দুক পাওয়া যায়।

পুলিশের মুখপাত্র বলেন, এই বন্দুকটিই কিছুদিন আগে কাশিমবাজারের রাজবাড়ির দারোয়ানের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। এদিন ভোরে রেলরক্ষী বাহিনীর একটি দল টহল দেওয়ার সময় ওই এলাকায় একটি হোলডল পড়ে থাকতে দেখে। তা দেখেই তারা এলাকাটিতে তল্লাসী করে বন্দুকটি পায়। হোলডলে কিন্তু শুধু একটি সতরঞ্চি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি।

সুগন্ধ্যায় 'অস্ত্রাগার'

আমাদের চুঁচুড়ার নিজস্ব প্রতিনিধি জানান, মঙ্গলবার ভোরে সুগন্ধ্যায় পুলিশ ও মিলিটারি যৌথ তল্লাসী চালিয়ে একটি ছোটখাটো 'অস্ত্রকারখানা আবিষ্কার করে'। ২৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

সাতটি বড় বোমা, শতাধিক বল্লম, টাঙ্গি, হাসুয়া উদ্ধার করেছে।

এদিন ভোরে ভদ্রেশ্বরের কাটাডাঙ্গায় তল্লাসী চালিয়ে পুলিশ ১১ ব্যক্তিকে আটক করে। বোমার মশলা, উদ্ধার করে। সোমবার গভীর রাত্রে চন্দননগর নতুনপাড়ায় তল্লাসি চালিয়ে পুলিশ ২১ জনকে গ্রেফতার করেছে।

এ ছাড়া শ্রীশ্যামলকুমার মণ্ডল নামে একজন যুবক এদিন চুঁচুড়ার ইমামবাড়া হাসপাতালে গুলিবিদ্ধ হয়ে ভরতি হয়। অস্ত্রোপোচার করে তাঁর শরীর থেকে ৩৮ বোরের গুলি বার করা হয়েছে।

অশোকনগরে পুলিশ আক্রান্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, সোমবার রাত্রে হাবড়ার অশোকনগরে একজন পুলিশ কনেসটবল আক্রান্ত হন। পুলিশ কনেসটবলের নাম বীরেন্দ্রনাথ সরকার। পুলিশি সূত্রে বলা হয়েছে, দুজন যুবক রাত্রি সাড়ে আটটা নাগাদ তাঁকে আক্রমণ করে। গুরুতর আহত হবার পর তাঁকে পুলিশ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ব্যবসায়ীর পুত্র ছুরিকাহত

সোমবার সন্ধ্যায় বাঁকুড়ার মেঝিয়াতে একজন ব্যবসায়ীর পুত্র

পঞ্চম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
(কৃষি অধিকার, বিপণন শাখা)

প্রোটিন অভাবজনিত রোগ দূর করিতে

মালটিপারপাস ফুড
(এম. পি. এফ)

পুষ্টিকর ০ সহজপাচ্য ০ অল্পমূল্য
সকলের জন্য আদর্শ উচ্চমানের প্রোটিন খাদ্য

বিশেষ করে বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের ও মায়েদের জন্য

অ ত্যা ব শ্য কী য়
৪২% শতাংশ প্রোটিন * আর আছে প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ

মূল্য ঃ—প্রতি কেজি ২·৮০, স্থানীয় কর অতিরিক্ত।
(২৫০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম ও ১ কেজি প্যাকেটে পাওয়া যায়)

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের
বিশুদ্ধ * উচ্চমানের * স্বল্প মূল্যের
ফলের জেলি, স্কোয়াশ, চাটনী ও আচার ব্যবহার করুন।

সমবায়িকা, মহাকরণের কো-অপারেটিভ স্টোর্স এবং অন্যান্য দোকানে পাওয়া যায়।

পঃ বঃ (তথ্য ও জনসংযোগ) বি ১০৮৫(২)/৭১

কিলিকস্
প্রেসার কুকার
নির্ভরযোগ্য, দাম কম আর এতে রেঁধেও আনন্দ

বিনামূল্যে— সাড়াশী, স্প্যানার, বাড়তি ফিউজ প্লাগ, রান্নার বাসনপত্রের বই

সময় ও জ্বালানীর ৮০% সাশ্রয় হয়। এতে রাঁধা অন্নব্যঞ্জন হয়ে ওঠে আরো বেশী সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। টেকসই গ্যাসকেট (রবারের রিং)—চলে অনেক দিন। ধাতুর তৈরী বিশেষ ধরনের সেফটি ভালভ-নিরাপত্তার জন্যে। মজবুত হাতল—ভেঙ্গে যাবার ভয় নেই। খোলা আর বন্ধ করা সহজ। নিরাপদ আর কোন রকম ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয় না। মেরামতের দরকার হয় না বললেই চলে। দাম ন্যায্য। পাঁচটি সাইজে পাওয়া যায়—বেছে নিন: ৫.৫, ৭, ৮.৫, ১০ লিটার এবং নতুন ৩ লিটারের 'লোক-সেবক'।

আপনার কাছের দোকানে দেখে আসুন কিলিকস' এর গৃহোপযোগী যাবতীয় বস্তুসামগ্রী

অ্যালুমিনিয়ম বা স্টেনলেস স্টীলের কণ্টেনার সহ পাওয়া যায়।
পুস্তিকা ও শর্তাবলীর জন্যে লিখুনঃ
কিলিক নিক্সন লিমিটেড
২ ব্রেবোর্ন রোড, পোঃ বঃ ৭১৯, কলকাতা—১

মানুষের জয়যাত্রা

জগৎকে ভারতের শ্রেষ্ঠ অবদান

পুরাকালে মানুষ রকমারি পাথরের টুকরোর সাহায্যে জিনিষপত্র গুণতির কাজ চালাত। ক্রমে ক্রমে তারা আঙ্গুলের সাহায্যে গুণতে শুরু করে, কিন্তু এভাবে দশ-এর বেশী গোণা যেত না।
ভারতই সর্বপ্রথম চিহ্ন দ্বারা মানুষকে গুণতে শেখায় এবং আঙ্গুল দ্বারা গোণার গণ্ডী থেকে তাদের মুক্ত করে।
মানবজাতিকে দেওয়া ভারতের অবদানের মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ কিন্তু অত্যন্ত মূল্যবান হচ্ছে "শূন্য" চিহ্ন। গণনার ক্ষেত্রে "শূন্য" এক যুগান্তর আনল।

1	2	3	4	5
6	7	8	9	0

এই দশটি সংখ্যার চিহ্ন পূজায় ব্যবহৃত যজ্ঞকুণ্ডের চতুষ্কোণ আকার থেকে গৃহীত। প্রত্যেক সংখ্যা-চিহ্নের মূল্য তার অবস্থানের উপর নির্ভর করে। এই চিহ্নগুলি দ্বারা সব কিছুই গোণা যেত।
এই চিহ্নগুলি সম্রাট অশোকের যুগে (খ্রীঃ পূঃ ২৭৩-২৩২) খুব প্রচলিত ছিল। তার এক হাজার বছর বাদে মহম্মদ ইব্‌ন মুসা অলখ্বারজমী বাগদাদ্-এ এর প্রবর্তন করেন। আরব দেশ থেকে এই চিহ্নের প্রচলন ইয়োরোপে যায়। এই চিহ্নগুলি গণনের কাজ সহজ ও সরল করে দিয়ে এক সময় যা ছিল গণনার অসাধ্য তা-ও সম্ভব করে তুলেছে।
সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তার নিত্য নতুন প্রয়োজনানুসারে সংখ্যা ও গণিতের অন্যান্য সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য অনুশীলন করেআসছে।

আধুনিক যুগে আমরা কম্প্যুটারের সাহায্যে গণিতের কঠিনতম সমস্যার সমাধানও ক্ষণকালের মধ্যেই করে দিতে পারি। এই ভাবে জীবনের অনেক সমস্যারই সমাধান সম্ভব হচ্ছে, যা আগে ছিল স্বপ্নেরও অগোচর।
আই বী এম দ্বারা ভারতে প্রস্তুত কম্প্যুটার দেশের উন্নতির ক্ষেত্রকে লক্ষগুণ বৃদ্ধির কাজে সাহায্য করছে। মানবশক্তিকে আরও বেশী কাজে লাগাবার জন্য আজ জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে, প্রগতির প্রতি পদক্ষেপে মানুষ কম্প্যুটার ব্যবহার করছে।

IBM
mcm/ibm/120/ben

দিনে দিনে সব পাখার চেহারাই GEC এভারেষ্টের মত হ'তে চলেছে—কারণ জি. ই. সি. এভারেষ্ট যে কেবল কাজের বেলায় অতুলনীয় তা' নয়, দেখতেও অপূর্ব।

স্নিগ্ধ আমেজ আর নিবিড় নরম সুখ উপভোগ করার জন্য চাই জি. ই. সি-র এভারেস্ট। আপনার ঘরে আজই লাগান।

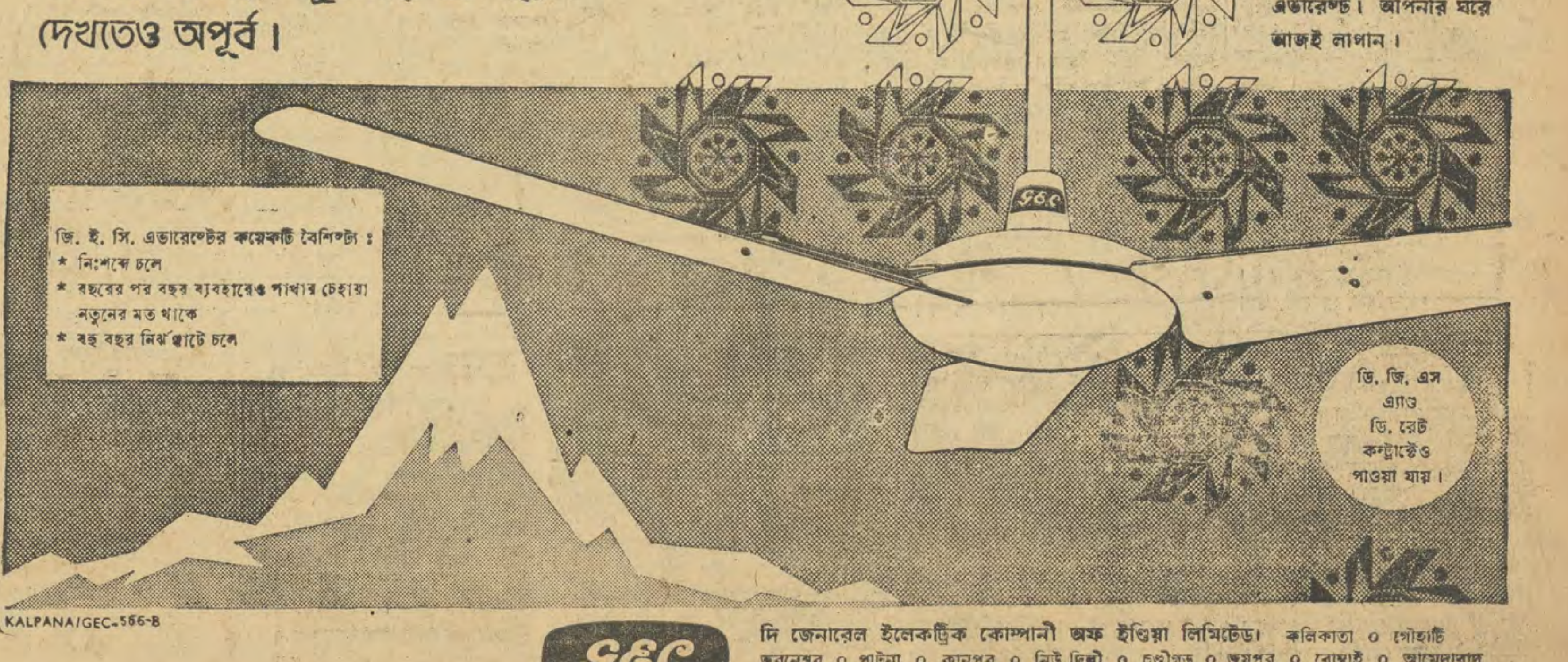

জি. ই. সি. এভারেস্টের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ঃ
* নিঃশব্দে চলে
* বছরের পর বছর ব্যবহারেও পাখার চেহারা নতুনের মত থাকে
* বহু বছর নির্ঝঞ্ঝাটে চলে

ডি. জি. এস এ্যাণ্ড ডি. রেট কন্ট্রাক্টেও পাওয়া যায়।

KALPANA/GEC-566-8

GEC দি জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড। কলিকাতা ০ গৌহাটি ভুবনেশ্বর ০ পাটনা ০ কানপুর ০ নিউ দিল্লী ০ চণ্ডীগড় ০ জয়পুর ০ বোম্বাই ০ আমেদাবাদ নাগপুর ০ জব্বলপুর ০ মাদ্রাজ ০ কোয়েম্বাটোর ০ বাঙ্গালোর ০ সেকেন্দ্রাবাদ ০ এর্নাকুলাম

TRADE MARK GEC—PERMITTED USER—THE GENERAL ELECTRIC COMPANY OF INDIA LIMITED.

বন্দে মাতরম্
আনন্দ বাজার পত্রিকা
বুধবার, ১০ চৈত্র, ১৩৭৭

দিনের বাণী

যদি কেবল আপেল ভূমিতে পড়ে কিরূপে, অথবা বৈদ্যুতিক প্রবাহ কিরূপে স্নায়ুকে উত্তেজিত করে, ইহা জানাই জীবনের একমাত্র কার্য হয় তবে আমি হয়ত এখনই আত্মহত্যা করি। আমার সংকল্প—আমি সকল বস্তুর মর্মস্থল অনুসন্ধান করিব—জীবনের প্রকৃত রহস্য কী তাহা জানিব।

—স্বামী বিবেকানন্দ

পরিবর্তনের ইঙ্গিত

এবারের সংসদের বাজেট অধিবেশনের তেমন গুরুত্ব নাই। নিয়মরক্ষার জন্য স্বল্পমেয়াদী ব্যয়-বরাদ্দ এই বৈঠকেই পাস করাইয়া লওয়া হইবে, কিন্তু চূড়ান্ত পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করা হইবে মে মাসের অধিবেশনে। তাই বলিয়া রাষ্ট্রপতির উদ্বোধনী ভাষণ মোটেই গুরুত্বহীন নয়। সাধারণ নির্বাচনের পর এই প্রথম লোকসভার বৈঠক। সে বৈঠকের প্রারম্ভিক ভাষণে রাষ্ট্রপতির জবানিতে কথা বলিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী—তাঁহার বিপুল জয়ের পর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কী করিতে চান সে তত্ত্ব জানিতে দেশসুদ্ধ লোক উৎসুক। সে হদিসও রাষ্ট্রপতির ভাষণে মিলিয়াছে। দেখা যাইতেছে প্রতিশ্রুতিপালনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন পুনর্গঠিত কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রপতির মুখ দিয়া। দলের নির্বাচনী ইস্তাহারে যে নীতি বিধৃত হইয়াছে তাহার সার্থক রূপায়ণ করিতে মন্ত্রিসভা কৃতসংকল্প। তাহার মূলকথা দারিদ্র্যনিরসন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছাড়া সেটা সম্ভব নয়। সেই জন্যই রাষ্ট্রপতির ভাষণে রাজনীতি—এমন কী আন্তর্জাতিক সমস্যাকেও ততটা গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই, যতটা দেওয়া হইয়াছে অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক সমস্যাকে। সরকারী কার্যক্রমও মনে হইতেছে সেই ভাবেই রচিত হইবে।

নূতন মন্ত্রিসভার প্রয়াস কতটা সাফল্যমণ্ডিত হইবে জানি না। কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী যে বদলাইয়াছে, সেটা আশার কথা। পরের চরকায় তেল দেওয়া আমাদের কেমন একটা মজ্জাগত অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছে। দেশের সংকট বেমালুম ভুলিয়া গিয়া বিদেশের সমস্যা লইয়া মাথা ঘামানোই আমাদের রেওয়াজ—অন্তত এতদিন তাহাই ছিল। এবারের রাষ্ট্রপতির ভাষণ তাহার ব্যতিক্রম। আন্তর্জাতিক সমস্যার অবতারণা তাহাতে করা হয় নাই এমন নয়। পশ্চিম-জার্মানির সঙ্গে রাশিয়া এবং পোল্যাণ্ডের চুক্তি, ইন্দোচীনে সংঘর্ষের বিস্তার, পশ্চিম-এশিয়াতে অনিশ্চয়তা, ভারত মহাসাগরে একাধিক বিদেশী শক্তির অধিকারবিস্তারের প্রয়াস, দক্ষিণ-আফ্রিকাকে ব্রিটেনের অস্ত্র বিক্রয়—এ-সব সমস্যারই উল্লেখ রাষ্ট্রপতি করিয়াছেন। পাকিস্তানের ঘটনাও বাদ যায় নাই। তবে লাহোরে ভারতীয় বিমান-ছিনতাই ও তাহার ধ্বংসসাধন তো ভারতবর্ষের বিরুদ্ধেই চক্রান্ত। সে ব্যাপারকে ঠিক আন্তর্জাতিক ঘটনার পর্যায়ে ফেলা যায় না। তাহার উল্লেখ না থাকিলে রাষ্ট্রপতির ভাষণ অসম্পূর্ণ থাকিত, অবাস্তব বলিয়া পরিগণিত হইত। আন্তর্জাতিকতার আতিশয্য যে তাহাতে নাই সেটা সুলক্ষণ।

বৈষয়িক তথা অর্থনৈতিক প্রশ্নগুলিকে রাষ্ট্রপতি যে প্রাধান্য দিয়াছেন সেটা সম্পূর্ণ সমীচীন। আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতি সামগ্রিক না হইলে দেশব্যাপী অসন্তোষ দূর হইবে না। তাহার অর্থ কৃষি ও শিল্প দুইয়েরই যুগপৎ বিকাশ। সে প্রতিশ্রুতিই রাষ্ট্রপতি দিয়াছেন। কৃষিপদ্ধতির আধুনিকীকরণ, ভূমি-সমস্যার সমাধান, গ্রামে বেকারির মোকাবিলা, পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ-সরবরাহের প্রসার—এ সবই সরকারের কর্মসূচীর অন্তর্গত। শিক্ষিত বেকারের কর্মসংস্থান, শিল্পে নিয়োগবৃদ্ধি, বিজ্ঞান এবং কারিগরী বিদ্যার ব্যবহারিক প্রয়োগ, এগুলিও সরকারী বৈষয়িক কার্যক্রমে স্থান পাইয়াছে। বেসরকারী উদ্যোগও উপেক্ষিত হয় নাই। মূল্যবৃদ্ধির বহর দেখিয়াও রাষ্ট্রপতি বিচলিত এবং তাহার প্রতিকারের অঙ্গীকারও সরকারের তরফ হইতে তিনি দিয়াছেন। তবে এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় আমাদের বৈষয়িক সমস্যাগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা চলে না—সেগুলির সমাধানের জন্য যেমন একটা সার্বিক পরিকল্পনা দরকার, তেমনই দরকার একটা সামগ্রিক বৈষয়িক নীতি। সম্ভবত সেই জন্যই পুরাতন যোজনা-পর্ষৎকে ভাঙিয়া দিয়া নূতনত্বের পথ প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাকে যে গুরুত্ব রাষ্ট্রপতির ভাষণে দেওয়া হইয়াছে অতীতে তেমন কখনও করা হয় নাই। এ রাজ্য এবং ইহার প্রধান নগর কলিকাতার উপর রাজধানীর যে বিষদৃষ্টি ছিল তাহার অবসান যদি এ পরিবর্তনে সূচিত হয় তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গের অনেক দিনের ক্ষোভ দূর হইবে। অজাতশত্রু জননায়ক হেমন্তকুমার বসু এবং এ রাজ্যে রাজনৈতিক নরমেধ-যজ্ঞের বলি নেতাদের উদ্দেশে রাষ্ট্রপতির শ্রদ্ধানিবেদন এবং তাঁহাদের হত্যায় ক্ষোভ সার্থক হইবে যদি এ রাজ্যে যাঁহাদের উপর আইন ও শৃঙ্খলা-রক্ষার ভার তাঁহারা অতঃপর তৎপর হন। কলিকাতা মহানগরী পশ্চিমবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র। সেখানে যদি একটা সুস্থ পরিবেশ গড়িয়া ওঠে, মহানগরীর নাগরিকদের মানসিক ও পারিপার্শ্বিক সমস্যার দ্রুত সমাধান হয় তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিতে খুব বেশি দেরি হইবে না। এ রাজ্যকে সমস্যাসঙ্কুল করিয়া তুলিয়াছে মুখ্যত নয়াদিল্লির ভ্রান্ত নীতি। সে নীতির পরিবর্তন ঘটিলে পশ্চিমবঙ্গ তো বাঁচিবেই, সমগ্র দেশও।

কলিকাতার বিষাক্ত আবহমণ্ডল

অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ আজ বিশ্ব-সমস্যা। এই সমস্যা লইয়া দেশে দেশে ভাবনার অন্ত নাই। সভ্যতা যতই আগাইয়া চলিয়াছে, পরিবেশ ততই ভয়াবহ হইয়া উঠিতেছে। সভ্যতার ক্লেদে আকাশ বাতাস, জল স্থল—এক কথায় এই বিশ্ব আজ ক্লেদাক্ত, বিষাক্ত। এইজন্যই রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে ২১ মার্চ বিশ্বময় বসুন্ধরা-দিবস পালনের আহ্বান। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের আবহ-বিশারদদের সতর্কবাণী শুধু সময়োচিত নহে, যাঁহারা মনে করেন, ভারত এখনও প্রকৃতির খাস এলাকায়, তাঁহাদের পক্ষে জ্ঞানাঞ্জন-শলাকাবিশেষ। আমাদের স্বদেশী বিশেষজ্ঞেরা বলিতেছেন—এই দেশের কোনও কোনও শহরের মাথার উপরে যে ধূলির পাগড়ি, সেগুলি ওজনে পশ্চিমের অনেক শহরের চেয়ে দুই হইতে পাঁচ গুণ বেশী ওজনদার। আমাদের বায়ুমণ্ডলে কালি-ঝুলি-ধূলি তথা বিষাক্ত আবর্জনা প্রতি বর্গ-মাইলে কোথায়ও কোথায়ও ৭০ হইতে [illegible] শহরগুলির অবস্থা। বায়ুমণ্ডলে জঞ্জাল সেখানে ক্রমেই বর্ধমান। বৃদ্ধির পরিমাণ গত চৌদ্দ বছরে শতকরা ৫০ হইতে ৮০ ভাগ, কোথায়ও-বা ততোধিক। কলিকাতায় স্বভাবতই আরও বেশী, ১৯৫৭ সনের তুলনায় এই শহরের আবহমণ্ডলে ধূলি ইত্যাদি আবর্জনা এখন শতকরা ১০০ ভাগ বেশী। মাটির পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিমণ্ডল—সন্দেহ কী।

মাটিতে জঞ্জাল, আকাশেও জঞ্জাল—এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী কে, সে প্রশ্ন অবান্তর। দায়ী—মানুষ। সন্দেহ নাই, দেশে কল-কারখানার সংখ্যা বাড়িতেছে, সভ্যতা আপন নিশ্বাসের প্রয়োজনেই তাহা বাড়াইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্বাসে বিষ ঢালিতেছে। মানবিক ত্রুটি এখানেই যে—এই বিষ সম্পর্কে আমরা কাণ্ডজ্ঞানহীন। কয়েক বছর আগে পাটনার কাছে গঙ্গায় আগুন-লাগার কাহিনী সুবিদিত। কলিকাতার গঙ্গার জল এভাবেই অসতর্কতার ফলে নষ্ট, এবং শহরের বায়ুমণ্ডল বিষবাষ্পপূর্ণ। তাছাড়া, এই শহরে শুধু যে অগণিত বে-আইনী কল-কারখানা তাহাই নহে, অগণিত মোটর গাড়ি বিষ ঢালিতেছে, উনান ধোঁয়ার নামে বিষ উদ্গীরণ করিতেছে। বস্তুত মিছিলের শহর কলিকাতার অনায়াসে আর-এক নাম হইতে পারে—'নীলকণ্ঠী শহর'।

আজ যাহার কণ্ঠনালী বিষে নীল, আগামীকাল শ্বাসকষ্টে তাহার মৃত্যু মোটেই অস্বাভাবিক নয়। বস্তুত এই শহর ধীরে ধীরে নিজের অজান্তে সেই মৃত্যুর দিকেই আগাইয়া চলিয়াছে। নাগরিকদের বুকে কান পাতিলে তাহার ইঙ্গিত মিলিবে। ইঙ্গিত মিলিবে—হাসপাতালগুলিতে খোঁজ লইলে। এখন পর্যন্ত এই শহর যে তবু বাঁচিয়া আছে, সেটা নাকি নিতান্তই প্রকৃতির কৃপায়। বঙ্গোপসাগরের তুমুল হাওয়া আকাশ ঝাঁট দেয়, বর্ষার ধারা ক্লেদ আর গ্লানি যথাসম্ভব ধুইয়া দিয়া যায়। কিন্তু সেটুকুই যথেষ্ট নহে। শহরকে বাঁচাইতে হইলে প্রয়োজন ব্যাপক মানবিক কর্মসূচী। শহরের বায়ুমণ্ডল সংক্রান্ত আইন আছে, কিন্তু আইনের প্রয়োগ নাই। কোন্ এলাকায় কারখানা গড়া যাইতে পারে, কোন্ এলাকায় নয়, সে-সম্পর্কেও বিধান সুস্পষ্ট। কিন্তু কে কাহার বিচার করে? এক দিকে এই ঔদাসীন্য, অন্য দিকে বেপরোয়াভাবে গাছপালার সংহার—কলিকাতা স্পষ্টতই আত্মঘাতী। গঙ্গাযাত্রী সে, সজ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে সেটা জানা যাইবে এইবার—বিশেষজ্ঞদের এই সতর্কবাণীর পর।

রাজকন্যা ও অশ্বারোহী

রাজপুত্র চার্লসকে লইয়া রসালো খবর এ-যাবৎ কম ছড়ায় নাই। বিদ্যালয় হইতে সূচনা,—অতঃপর যেখানেই গিয়াছেন, সেইখানেই তিনি 'সংবাদ'। এবারে অবশ্য রাজপুত্রকে নয়, রাজকন্যাকে লইয়া খবর রটিয়াছে। বেলজিয়াম আর পশ্চিম-জার্মানিতে সম্প্রতি বিলাতী রাজবাড়ির যে গুপ্ত খবর বাহির হইয়াছে, তাহার বক্তব্য, প্রিন্সেস অ্যান প্রেমে পড়িয়াছেন। নায়কের নাম রিচার্ড মীড। নামকরা অশ্বারোহী, ব্রিটেনের প্রতিনিধি হিসাবে দুই-দুইবার অলিম্পিকের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। সেখানে সোনা, রূপা কিংবা নিদেন ব্রোঞ্জের মেডেল মিলিয়াছিল কি না, সংবাদে তাহার উল্লেখ নাই। তাহা না-ই থাক, খবরটা যদি সত্য হয়, তবে বলিতেই হইবে যে, সোনার চেয়েও দামী পুরস্কারের দিকে এ যাত্রায় তিনি হাত বাড়াইয়াছেন। নায়ক নিজে যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্মার্থ অবশ্য এই যে, গুজবে কান না দেওয়াই ভাল, তবে কিনা সম্পর্কটা যে নেহাতই 'মামুলী পরিচয়ে'র নয়, তাহাও তিনি জানাইয়া দিতে ভোলেন নাই। ফলত সন্দেহ স্বাভাবিক, যা রটে, তার কিছু বটে।

কাণ্ড দেখিয়া রাণী-মা নাকি রাগিয়া আগুন। চটিয়াছেন ডিউক অব এডিনবরাও। সংবাদে প্রকাশ, প্রণয়-তরুটি যাহাতে আর ডালপালা না ছড়ায়, তাহার জন্য কন্যাকে তাঁহারা বিশ্বভ্রমণে পাঠাইবেন। ক্রোধের হেতু বোঝা অবশ্য শক্ত নয়। নায়ক নেহাতই সাধারণ ঘরের ছেলে। রূপকথায় অবশ্য রাজকন্যার সঙ্গে রাখাল-বালকের নিতান্ত প্রণয় কেন, পরিণয়ের দৃষ্টান্তও অনেক মেলে, কিন্তু একে তো এটি রূপকথার জগৎ নয়, উপরন্তু নায়কটিও না-রাখাল না-বালক। ভদ্রলোকের বয়স নাকি বত্রিশ। কে জানে, বয়সের ব্যবধানটাও হয়তো রাজ-পরিবারের আপত্তির একটা মস্ত কারণ হইতে পারে। কিন্তু কন্যাকে বিশ্বভ্রমণে পাঠাইলেই সমস্যা মিটিবে কি না বলা শক্ত। চোখের আড়াল করিলেই যদি মনের সমস্যা মিটানো যাইত, তবে তো কোনও কথাই ছিল না। রাজ-পরিবার তবে করিবেন কী? স্রেফ চোখ রাঙাইয়া 'না' বলিয়া দিবেন। রাজকন্যার মাসীমা মার্গারেটের ক্ষেত্রে তাহাতে সুফল মিলিয়াছিল বটে, তবে কিনা রানী-মায়ের জ্যাঠামহাশয় অষ্টম এডওয়ার্ডকে তো কোনও নিষেধাজ্ঞাই টলাইতে পারে নাই।

সে-কথা থাক্। দেখা যাইতেছে, অরক্ষণীয়া কন্যাকে লইয়া দুশ্চিন্তা শুধু সাধারণ মানুষের নয়, উদ্বেগ রাজপ্রাসাদেও। অন্য ব্যাপারে না হউক, অন্তত এইখানে রাজায়-প্রজায় মস্ত মিল। সিংহাসনে বসিলেই তো আর পিতৃ কিংবা মাতৃ-পরিচয় মিলাইয়া যায় না, সমস্যা সেইখানেই। যেমন সাধারণ মায়ের, তেমনি রানী-মায়েরও দেখিতে ইচ্ছা হয় যে, কন্যাটি সুপাত্রের হাতে পড়িয়াছে। পাত্র হিসাবে রিচার্ড মীডও অবশ্য ফেলনা নন। তিনি সাধারণ ঘরের ছেলে হইতে পারেন, কিন্তু তাই বলিয়া নিতান্ত 'পদাতিকে'র পর্যায়ে পড়েন না। মার্গারেট পড়িয়াছিলেন বৈমানিকের প্রেমে; অ্যান্ সে-ক্ষেত্রে যদি একজন অশ্বারোহীকে তাঁহার প্রেমিক হিসাবে পছন্দ করিয়া থাকেন, তবে মন্দ কী!

'ঘোড়সওয়ার' কথাটার মধ্যেই যে একটা রাজকীয় দৃপ্ত ভঙ্গিমার দ্যোতনা রহিয়াছে, তাহা তো আর অস্বীকার করা চলে না। শুধু রূপকথা কেন, ইতিহাসের নায়কেরাও তো অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াই নায়িকা-সন্দর্শনে যাইতেন। পৃথ্বীরাজের কথা স্মরণীয়। সংযুক্তাকে তিনি আপন অশ্বে তুলিয়া উন্মুক্ত অসি হস্তে কীভাবে উধাও হইয়া গিয়াছিলেন, রিচার্ড মীড কি তাহা জানেন না? জানিলেও অবশ্য ইতিহাসের ওই প্রণয়-উপাখ্যানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া তাঁহার পক্ষে শক্ত হইতে পারে। কেননা, ঘোড়া একটা তাঁহার আছে বটে, কিন্তু তলোয়ার নাই।

যৎকিঞ্চিৎ

এ দেশে গ্রামাঞ্চলে ও শহরাঞ্চলে বহু লোক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া থাকেন। শিশু ও জটিল রোগ চিকিৎসার ব্যাপারে হোমিওপ্যাথি একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এতদিন পরে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-ব্যবস্থার গুরুত্ব স্বীকার করিয়া পাঁচ বৎসরের এম-বি-বি-এস কোর্স চালু করিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গে পাঁচটি হোমিওপ্যাথিক কলেজ থাকিলেও কোন কলেজেই ভাল হাসপাতাল নাই, হোমিওপ্যাথিক শিক্ষা ব্যবস্থাও তেমন সুবিধার নয়। চিকিৎসাপদ্ধতি ছাড়া প্রস্তাবিত এম-বি-বি-এস কোর্সে অ্যালোপ্যাথির মতো পাঠ্যসূচী পড়ানোর ব্যবস্থা চালু হওয়া প্রয়োজন। হোমিওপ্যাথি আলোপ্যাথির বিকল্প চিকিৎসা-ব্যবস্থা মনে রাখিয়াই পাঠ্যসূচী রচনা, পড়ানো ও হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। সরকার অবশ্য হোমিওপ্যাথি সম্পর্কে গবেষণার ব্যবস্থাও চালু করিতেছেন এবং গবেষণাগার তৈয়ারির জন্য আট কোটি টাকার মতো খরচও হইবে। হোমিও গবেষণাগার স্থাপন করা সম্পর্কে কলিকাতার দুইটি হোমিওপ্যাথিক কলেজ সম্পর্কে বিবেচনা করা হইয়াছিল কি না, আমাদের জানা নাই। কলিকাতাতেই গবেষণাগার, হাসপাতাল ও শিক্ষকতার সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারিলে ভাল শিক্ষক ও ভাল ডাক্তারেরা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-ব্যবস্থা উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত থাকিতে পারিবেন।

ইয়াহিয়া-ভুট্টো কেন মুজিবরের ছয়দফা রুখতে চেয়েছেন

অমিতাভ গুপ্ত

গত ডিসেম্বর মাসে তাঁর বিখ্যাত 'ছয় দফা' ম্যানিফেস্টোর উপর পাকিস্তান-এর সাধারণ নির্বাচন লড়েই শেখ মুজিবর রহমান ও আওয়ামী লীগ-এর অভূতপূর্ব বিজয়। 'জাতীয় পরিষদ'-এর ৩১৩টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি পেয়ে আওয়ামী লীগ হল 'গণ-পরিষদে' নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। সে সময় কথা ছিলঃ যথাসময়ে 'জাতীয় পরিষদ'-এর অধিবেশনে দেশের নয়া সংবিধান রচনা করা হবে। শেখ মুজিবর বললেনঃ আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্য হবে তাঁদের 'ছয় দফা' ভিত্তিতেই একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জানুয়ারি মাসে ঢাকায় এসে শেখ সাহেবের সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা সেরে প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেনঃ দেশের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবর রহমান-ই পাকিস্তানের ভাবী উজির-এ-আজম।

কিন্তু এর পরই পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু দল 'পিপলস পার্টির' (জাতীয় পরিষদে এদের ৮২ জন সদস্য—সকলেই পানজাব ও সিন্ধু প্রদেশের) নেতা জুলফিকর আলি ভুট্টোর সঙ্গে শেখ মুজিবরের ঢাকা-বৈঠক হল ব্যর্থ।

এ সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঘোষণা করলেনঃ 'গণ-পরিষদ'-এর অধিবেশন ঢাকায় শুরু হবে। তারিখ ৩ মার্চ।

কিন্তু এর পর ভুট্টো, তাঁর দোসর মুসলিম লীগ-এর ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল নেতা কাইয়ুম খান ও সামরিক চক্রের একদল বাঙালী-বিদ্বেষী অফিসারের প্ররোচনায় ও চক্রান্তে এমন সব ঘটনা অতি দ্রুত ঘটতে লাগল যে, সাময়িকভাবে আওয়ামী লীগের 'ছয় দফা' পিছনে সরে গেল—সামনে এসে দাঁড়াল শেখ মুজিবর রহমানের নয়া চার দফা শর্ত—যে শর্তগুলি পূরণ না হলে আওয়ামী লীগ 'জাতীয় পরিষদে'র অধিবেশনে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানাল। এই নতুন 'চার দফা' হল—

(১) পূর্ববঙ্গে ফৌজকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া,
(৩) ২ মার্চ থেকে পূর্ব-পাকিস্তানে ফৌজী বাহিনীর ব্যাপক গণহত্যার তদন্ত,
(৩) জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ,
(৪) মার্শাল ল বা সামরিক আইন প্রত্যাহার।

যে-সব ঘটনার ফলে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, সাময়িকভাবে হলেও শেখ মুজিবরের অপ্রতিরোধ্য 'ছয় দফা'র জায়গায় নয়া 'চার দফাই বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল, তার সূত্রপাত হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানেই। প্রধানত দুটি ঘটনা—(১) ভারতীয় বিমান "হাইজ্যাকিং" ও "ধ্বংস" করে সারা দেশে ক্ষ্যাপা "হিন্দুস্থান"-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টির চেষ্টা, (২) ভুট্টোর পরামর্শে প্রেসিডেন্টের "জাতীয় পরিষদে"র অধিবেশন ৩রা মারচ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে দেওয়া।

নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে কোন কথাবার্তা না বলেই সংখ্যালঘু দলের প্ররোচনায় অকস্মাৎ "গণ-পরিষদে"র অধিবেশন এভাবে জেনারেল ইয়াহিয়া স্থগিত রাখায় ২ মারচ থেকে "বাংলা দেশে" যে ব্যাপক কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত গণ-অভ্যুত্থান দেখা দিল তা দমন করতে ফৌজী বাহিনী যে নির্মম নিষ্পেষণ চালাল তার তুলনা পাকিস্তানের ইতিহাসে নেই বললেই হয়।

প্রতিবাদে গর্জে উঠে "বঙ্গবন্ধু" শেখ মুজিবর ৭ মারচ ঢাকায় লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে তাঁর নয়া "চার দফা" শর্ত ঘোষণা করলেন। শুরু করলেন তাঁর 'অহিংস' ও 'অসহযোগ' আন্দোলন। 'বাংলা দেশের' শাসনভার নিজের হাতে তুলে নিলেন শেখ মুজিবর। তাঁর ধানমণ্ডীর বাসভবনই হয়ে দাঁড়াল পূর্ব-বাংলার 'গভর্নমেনট হাউস'।

'বঙ্গ-বন্ধু' ঘোষণা করলেনঃ আগে আমার নয়া 'চার দফা'। তারপর 'জাতীয়-পরিষদ'-এ যাব কিনা সে কথা। অর্থাৎ ঘটনাচক্রে সাময়িকভাবে হলেও 'চার দফা'ই হয়ে দাঁড়াল বাংলা দেশের মুখ্য দাবি।

কিন্তু কেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জুলফিকর আলি ভুট্টোর প্ররোচনায় 'জাতীয়-পরিষদে'র অধিবেশন হঠাৎ এভাবে পিছিয়ে দিয়ে আজকের এই 'নিদারুণ সংকট'-এর সৃষ্টি করলেন?

'গণ-পরিষদে'র অধিবেশনে যোগ দিতে ভুট্টোর কি বাধা ছিল? কেন তিনি অধিবেশন 'বয়কট' করার হুমকি দিলেন? বললেন, 'জাতীয়-পরিষদ' বসলে তিনি করাচী থেকে খাইবার পাস পর্যন্ত অচল করে দেবেন?

পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল বিশেষত পাঞ্জাবীগোষ্ঠি, জঙ্গী-চক্র ও তাদের তল্পীবাহক জুলফিকার আলি ভুট্টোর সামনে সবচেয়ে বড় 'বাধা' হয়ে যা দাঁড়াল তা হচ্ছে শেখ মুজিবর রহমানের 'ছয় দফা'। এ'রা নির্বাচনের আগে কখনও কল্পনাও করতে পারেন নিঃ 'ছয় দফা'র স্রষ্টা শেখ মুজিবরের 'আওয়ামি লীগ' একাই সারা পাকিস্তানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে 'ছয় দফার'ই ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করার মত রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করবে। নির্বাচনের পরে এ'দের সব হিসেবে গোলমাল হয়ে গেল। ও'রা একজোট হলেন 'ছয় দফা'কে রুখতে হবে।

কিন্তু কেন ইয়াহিয়া-ভুট্টোচক্র 'ছয় দফা'কে রুখতে চেয়েছিলেন?

ও'রা ভয় পেয়েছিলেন 'ছয় দফা'র সংবিধান হলেঃ

(ক) কেন্দ্র 'দুর্বল' হয়ে পড়বে, এবং 'দুর্বল' কেন্দ্রের হাতেও যা থাকবে অর্থাৎ 'দেশরক্ষা' ও 'বৈদেশিক সম্পর্ক' তাও নিয়ন্ত্রণ করবে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বাঙালীরা।

(খ) বাঙালীদের কাছে কাশ্মীর অনেক দূরে। কাজেই এরা 'দুষমন হিন্দুস্থানের' সঙ্গে সম্পর্ক ভাল করে নিলে কাশ্মীর-সমস্যা যবনিকার অন্তরালে চলে যাবে,

(গ) 'ছয় দফা' অনুযায়ী প্রদেশগুলি স্বাধীনভাবে বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করতে পারলে 'বাংলা দেশ' প্রথম সুযোগেই ভারত বিশেষত নিকটতম প্রতিবেশী পশ্চিম বাংলার সঙ্গে ব্যবসা শুরু করে দেবে। ফলে 'আগে কাশ্মীর—তারপর হিন্দুস্থানের সঙ্গে অন্য সম্পর্ক' জঙ্গীশাহীর বর্তমান এই ফরেন পলিসিই ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

(ঘ) প্রদেশগুলির হাতে 'কর-ধার্য' করার ক্ষমতা থাকলে 'বাংলা দেশ' পশ্চিম পাকিস্তানে কাশ্মীর-উদ্ধারের জন্য রাখা বিশাল ফৌজি বাহিনীর বিপুল খরচের জন্য টাকা জোগান কমিয়ে দেবে। কারণ একইঃ 'বাংলা দেশে'র কাছে 'বাংলা দেশে'র উন্নয়নই 'আজাদ-কাশ্মীরে' লড়াই করার চেয়ে অনেক বড় সমস্যা।

কিন্তু 'বাংলা দেশে'র সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর অভূতপূর্ব ঐক্যবদ্ধ ও দৃঢ় প্রতিরোধে বিচলিত প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছেন যে, 'বঙ্গবন্ধু'র ঐতিহাসিক 'ছয় দফা' মেনে না নিলে 'বাংলা দেশ'কে চিরদিনের জন্য হারাতে হবে। শেখ মুজিবরেরই ভাষায় 'পূর্ব' ও 'পশ্চিমে'র মধ্যে হবে 'মুখ-দেখাদেখি বন্ধ'।

প্রেসিডেনট ঢাকায় গত নয় দিনে এও বুঝেছেন যে, শেখ মুজিবর রহমান তাঁর 'ছয় দফা'য় 'বজ্রের মতই অটল' এবং তিনি 'বাংলা দেশের' মানুষের ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য 'শেষ রক্ত-বিন্দু' দিতেও প্রস্তুত।

তাই ঢাকার সর্বশেষ খবরঃ

(ক) প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া শেখ সাহেবের নয়া 'চার দফা' নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছেন,

(খ) তিনি হয়তো 'ছয় দফা'রই ভিত্তিতেই জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তর করার কথা ভাবছেন, এবং (গ) পরে যাতে 'ছয় দফা' বা জাতীয় পরিষদ' বসা নিয়ে ভুট্টো-চক্র আবার জল ঘোলা না করে, এবং কেন্দ্রে 'অন্তবর্তীকালীন' জাতীয় সরকারে পশ্চিম পাকিস্তানের কি 'অংশ' বা 'দায়িত্ব' থাকবে তা আগে-ভাগেই স্থির করে একটা মতৈক্যে আসবার উদ্দেশ্যেই ভুট্টো সহ পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের সঙ্গে ঢাকায় শেখ মুজিবর ও প্রেসিডেনট ইয়াহিয়ার কথাবার্তা চলছে।

জুলফিকর আলি ভুট্টো নিজেই সোমবার রাত্রে ঢাকায় বলেছেন যে, শেখ মুজিবরের সঙ্গে প্রেসিডেনট ইয়াহিয়ার একটা 'ব্যাপক মতৈক্য' হয়েছে কিন্তু সংকটের 'শেষ সমাধান' এখনও নির্ভর করছে পিপলস্ পার্টির সঙ্গে সমঝোতার উপর।

চিরকাল চমক-প্রিয় জুলফিকর একথা বলার পর সোমবার সারা রাত এবং মঙ্গলবার সারা দিন ধরে তাঁর বারোজন সহকারীর সঙ্গে 'অবিরাম বৈঠকে' বসেও নাকি কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি। দেশের জন্য দুঃশ্চিন্তায় নাকি তিনি আহার-নিদ্রা দুইই ত্যাগ করেছেন।

ভুট্টো সাহেব মঙ্গলবার ঢাকায় ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, তাঁর দলের অন্যান্য নেতার সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য তাঁর পশ্চিম পাকিস্তানেও যেতে হতে পারে। কিন্তু ভুট্টোর স্বরূপ ও অতীত যাঁরা জানেন তাঁরা (১) কোন সিদ্ধান্তে আসতে তাঁর এত দেরি ও (২) পশ্চিম পাকিস্তানে যাবার ইঙ্গিতকে মোটেই সুলক্ষণ বলে মনে করছেন না। এ'দের আশংকাঃ একবার 'বাংলা দেশের' সীমানা ত্যাগ করলে ভুট্টো সাহেব হয়তো একেবারে উলটো সুরে গাইবেন। কাজেই ঢাকার কথা উঠেছে ঃ ভুট্টোর সাগরেদরাই যেন দরকার হলে ঢাকায় আসেন।

নির্বাচনী কমিশনের সমালোচনায় আদি কংগ্রেস

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৩ মারচ—আদি কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় সংসদীয় বোরড আজ সন্ধ্যায় এখানে এক বৈঠকে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের ফলাফল, বিশেষ করে নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীদের পরাজয়ের ব্যাপারটি পর্যালোচনা করেন।

বৈঠকের পর আদি কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীসাদিক আলি সাংবাদিকদের বলেন, হাইকমানড নির্বাচনী কমিশনের বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযোগ পেয়েছেন।

বোরডের সদস্য শ্রী এস কে পাতিল বলেন, তাঁর দল নির্বাচনী কমিশনের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান শুরু করবেন। কারণ, কমিশন যেভাবে নির্বাচন পরিচালনা করেছেন, তাতে সারা দেশে তাদের ন্যায়পরতা সম্পর্কে সন্দেহ জেগেছে।

তিনি ভোটগণনার নতুন পদ্ধতি এবং গণনার আগে ভোটপত্রগুলি মিশিয়ে ফেলার ব্যবস্থার কড়া সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, এই ব্যবস্থায় দুর্নীতির সব সাক্ষ্যপ্রমাণ নষ্ট হয়েছে।

কর্মসূচীভিত্তিক বিরোধিতা

পি টি আই-এর খবর, আদি কংগ্রেস সংসদীয় দলের সাধারণ সভায় ঠিক হয়েছে, সংসদে তারা 'কর্মসূচীভিত্তিক বিরোধী' হিসাবে কাজ করবে।

রাজ্যসভায় আদি কংগ্রেস নেতা শ্রী এম এস গুরুপদস্বামী আজ সভায় বলেন, তাঁর দল পশ্চিম বাংলায় সি আর পি নিয়োগের বিরোধী নয়। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, সি আর পি পশ্চিম বাংলায় আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে পারেনি।

লোকসভায় 'জয় হিন্দ' ও 'নেতাজী জিন্দাবাদ'

নয়াদিল্লি, ২৩ মারচ—আজ লোকসভায় 'জয় হিন্দ' ও 'নেতাজী জিন্দাবাদ' ধ্বনি শোনা যায়। পশ্চিমবঙ্গের পি এস পি সদস্য শ্রীসমর গুহ তাঁর শপথ গ্রহণের শেষে উপরোক্ত ধ্বনি করে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

আজ যে দুইজন নতুন সদস্য শপথ গ্রহণ করেন, তাঁরা হচ্ছেন শ্রী গুহ ও অধ্যাপক হীরেন মুখারজী। দুইজনেই বাংলা ভাষায় শপথ নেন।

—ইউ এন আই

কনডাকটরকে প্রহারের প্রতিবাদে বাস বন্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা

জামসেদপুর, ২৩ মারচ—একদল যুবক একজন কনডাকটরকে মারধর করেছিল বলে তার প্রতিবাদে বিহার রাজ্য পরিবহণের বাস গতকাল বিকাল পর্যন্ত রাস্তায় বেরোয়নি। সাকচি—আদিত্যপুর রুটে ভাড়া নিয়ে বাদ-প্রতিবাদের দরুন একদল যুবক একজন কনডাকটরকে মারধর করে। রাজ্য পরিবহণ কর্মীরা এখানে সিংভূমের ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিলে গতকাল বিকাল ৩টা নাগাদ রাস্তায় বাস বেরোয়।

ইউ এন আই জানান, আদিত্যপুরে রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে বাস যাবে না বলে পরিবহণ কর্তৃপক্ষ কর্মীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

আই ই এন এস-এর বৈঠক স্থগিত

নয়াদিল্লি, ২৩ মারচ—ইনডিয়ান অ্যানড ইসটারন নিউজপেপারস সোসাইটির (আই ই এন এস) কার্য-নির্বাহক কমিটির বৈঠক ইনডিয়ান এয়ার লাইনস-এর লক-আউটের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে বলে এখানে ঘোষণা করা হয়। এই বৈঠক ৩০ ও ৩১ মারচ ত্রিবানদ্রমে করার কথা ছিল। বৈঠক আবার কবে বসবে তা পরে জানানো হবে।

—পি টি আই

বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে কিশোরীর মৃত্যু

উত্তর শহরতলির সংবাদদাতা

সোমবার দুপুরে দমদমের শরৎ চাটারজি রোডে বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে সন্ধ্যা পাল (১৮) নামে এক কিশোরী গুরুতর আহত হয়। পরে আর জি কর হাসপাতালে সে মারা যায়।

পূর্ব বাংলার সীমান্ত এলাকার থানাগুলিতে সৈন্য মোতায়েন

নিজস্ব সংবাদদাতা

শিলিগুড়ি, ২৩ মারচ—পূর্ব পাকিস্তানে সীমান্ত এলাকার থানাগুলিতে সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ভারত থেকে পূর্ব পাকিস্থানে কোনরকম অস্ত্র-শস্ত্র যাতে পাচার না হতে পারে তাই জন্যই নাকি ওই ব্যবস্থা।

পূর্ব পাকিস্তানের সেনা বাহিনীর কর্তৃপক্ষ আশংকা করছেন যে, বাইরে থেকে পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীরা অস্ত্র সংগ্রহ করতে পারে।

ওদিকে রাংপুর ও চিলামারিতে গত কয়েকদিনে পাক সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে বেশ কিছুসংখ্যক ছাত্র নিহত ও আহত হয়।

পূর্ব বাংলার বর্তমান আন্দোলনে পাক সৈনাদের আরও মুস্কিলে পড়তে হয়েছে। সৈন্যদের খাবার সরবরাহকারীরা খাবার সরবরাহ করতে পারবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন।

ক্ষুদ্র শিল্প নিয়ে এপরিলে দিল্লিতে আফ্রো-এশীয় সম্মেলন

ক্ষুদ্র শিল্পের বিবিধ সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯ এপরিল দিল্লিতে আফরো-এশীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলন পাঁচ দিন চলবে।

এ সম্পর্কে পি টি আই জানান, সম্মেলনে আফরো-এশীয় দেশগুলির সরকারসমূহের ক্ষুদ্র শিল্প সংক্রান্ত নীতি, এই শিল্পের সাধারণ সমস্যা, কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হবে।

আফরো-এশীয় দেশগুলিতে উৎপাদিত ক্ষুদ্র শিল্পের একটি প্রদর্শনীও দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হবে। সভাপতি শ্রী গিরি ২ এপরিল এর উদ্বোধন করবেন।

সম্পাদক সমীপেষু

পত্রপ্রেরকদের নিজস্ব বক্তব্য ঃ মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।

পশ্চিমবঙ্গে ঘোড়ারোগ

১৯ মারচ তারিখে নির্বাচনোত্তর রাজনীতির বিশ্লেষণী প্রবন্ধে ধরুণবাবু বলেছেন যে, আজ বা কাল যেদিনই হোক এ রাজ্যের নির্বাচনী-বাদ্যির রেশ মিলাতে না মিলাতে পঃ বঙ্গে আবার নির্বাচন হবে। খুব ভাল ছেলে যেমন নতুন ক্লাসে উঠেই ভাল করে পড়াশুনা শুরু করে তেমনভাবে এখন থেকেই বিভিন্ন দল তৈরী হচ্ছে। এই পদক্ষেপ রাজনৈতিক বিচক্ষণতার যত বড় পরিচয়ই হোক না কেন সমস্যাক্লিষ্ট, বেকার জর্জরিত এই পোড়ার দেশের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের পক্ষে যে অহিতকারী তা সকলেই বুঝতে পারছেন। আমি গরীব; পাছে লৌকিকতার ভারে আমার আর্থিক অসহায়ত্ব আরো প্রকট হয় এই ভয়ে আমি লৌকিকতা এড়িয়ে চলি। আমার যেমন অবস্থা পঃ বঙ্গেরও তেমন। অথচ দেখেছি, রাজনৈতিক যূপকাষ্ঠে পঃ বঙ্গের সব স্বার্থকে সকলেই বলি দিচ্ছেন। শুধু রাজা হবার জন্যে এ তাঁকে, তিনি ও'কে দোষ দিয়েই চলেছেন। আর গণতন্ত্রের পরাকাষ্ঠা দেখাতে নির্বাচন নির্বাচন করে চেল্লাচেল্লি শুরু করেছেন। আমরা আদার ব্যাপারী; রাজনীতি-জাহাজের উত্থান পতনে আমাদের কী লাভ? এটুকু বেশ বুঝেছি যতদিন নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা কোনো দল না পাচ্ছে, ততদিন অঙ্কুশ দিয়ে এইভাবে খোঁচা মেরে মেরে এইসব দল আমাদের ভবলীলা সাঙ্গ করবে। আর তারপর কে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে এলেন গেলেন তা' দিয়ে আমাদের আর কী হবে? বাংলাদেশে কোন্ গণরা থাকবেন তখন? কতকাল আর এই ভূতের বোঝার খাজনা দিতে হবে? —নীতিন শিকদার, কলকাতা-১।

নিহত সম্পর্কে তদন্ত

আপনার পত্রিকার (২৬ ফাল্গুন, ১৩৭৭) পঞ্চম পৃষ্ঠায় 'নানা স্থানে হাঙ্গামা, মিলিটারির, গুলি, দশজন নিহত' শিরোনামায় এমন একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় যা প্রকৃত ঘটনার বিবরণ নয়। পত্রিকায় জানানো হয়—"১০ মারচ সকাল ন'টায় কসবায় মিলিটারির উপর বোমা ছোঁড়া হলে আত্মরক্ষার্থে তারা গুলি ছোঁড়ে। শ্রীঅশোক মজুমদার নামে এক ব্যক্তি তাতে নিহত হন। এখানে মিলিটারি একটি রিভলবার উদ্ধার করে।"

পাঠকদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে—

প্রথমত নিহত ব্যক্তির নাম অশোক মজুমদার নয়, তাঁর নাম শ্রীআশুতোষ মজুমদার। এলাকার বিশিষ্ট নকশাল নেতা। শ্রীমান আশু আমার সহোদর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। রহস্যজনক কারণে থানা এ নামটি ভুল জানিয়েছে পত্রিকা বা লালবাজারকে। কারণ ওর খোঁজে পুলিশ অনেকবার আমাদের যাদবপুরস্থ বাসস্থানে গিয়েছে এবং ওকে দেখামাত্রই যে গুলি করে মেরে ফেলবে এমন ভয়ও দেখিয়েছে।

দ্বিতীয়ত ঘটনাটি কসবায় ঘটেনি। যাদবপুর থানার অধীন কালিকাপুর এবং গরফা মেন রোডের মধ্যবর্তী একটি অঞ্চলে ঘটেছে।

১০ মারচ নির্বাচনের দিন সকাল বেলা ঐ অঞ্চলে কোন গোলমালই ছিল না। আমার অসুস্থ মাতার সঙ্গে দেখা করে শ্রীমান আশু উপরোক্ত জায়গায় গিয়েছিল। ডি এস পি (সাউথ) মিলিটারী নিয়ে অঞ্চলটি ঘিরে ফেলেন। আশুর সঙ্গীদের সকলেই পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়, কিন্তু আশু মিলিটারীর সামনে গিয়ে পড়ে এবং আত্মসমর্পণের উদ্দেশ্যে হাত তোলে। হাত তোলা সত্ত্বেও তাকে সাদা-পোষাকের পুলিশ বা মিলিটারী ডান হাতে, পেটের ডান দিকে এবং বুকে গুলি করে ধরাশায়ী করে ফেলে। ঐ অবস্থায় বেলা এগারোটা অবধি তাকে ফেলে রাখা হয়। তখনও সে জীবিত। সোয়া এগারোটা নাগাদ তাকে যাদবপুর থানায় নিয়ে আসা হয়।

আশুর গ্রেফতার ও গুলিবিদ্ধ হবার খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দোকানপাট, নির্বাচনী অফিস সব বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় পাঁচশত মহিলা যাদবপুর থানায় গিয়ে বিক্ষোভ জানায় যে, গুলিবিদ্ধ আশুকে কেন হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে না।

আমার অন্য এক ভাই ও তাঁর স্ত্রী থানার ও সি-র সঙ্গে দেখা করে শ্রীমান আশুর খবর জানতে চায়। থানার ও সি রিভলবার উঁচিয়ে গুলি করবার ভয় দেখান এবং থানা থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন।

দু' ঘণ্টা যাবত অত্যাচার চলে। অবশেষে মৃতবৎ করে তাকে পৌনে দুটো নাগাদ বাংগুর হাসপাতালে পাঠানো হয়।

হাসপাতালে পাঠানোর কয়েক মিনিট পরেই আশু প্রাণত্যাগ করে।

এ ব্যাপারে আমি পুলিশ কমিশনার এবং জি ও সি'র দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা কমিটির তরফ থেকে যে তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে, তাকে সমর্থন করে কর্তৃপক্ষস্থানীয় ঐ দুই ব্যক্তির নিকট আমার অনুরোধ—তদন্ত সাপেক্ষে জড়িত ব্যক্তিদের সাসপেন্ড করা হোক। —অধ্যাপক অরুণ মজুমদার, শান্তি-নিকেতন।

দুই তারা

জীবন-সায়াহ্নে, স্বদেশী বাঙলার স্মৃতিচারণে ব্যথিত বোধ করতাম। ভাবতাম, আমরা কোন্ মহামন্বন্তরের ঘূর্ণাবর্তে পাক খেয়ে মরছি। একদা, যেন কোন্ বিস্মৃত অতীতে, মহত্তম আদর্শের তাড়নায় সকল আরাম তুচ্ছ করে স্বাধীনতা-অর্জনের আন্দোলনে ঝাঁপ দিত যে বাঙালী যুবক, আজ তাদের উত্তরসূরী কোন্ মরণযজ্ঞে নিজেদের সকল ঐশ্বর্যকে নিঃশেষিত করে বিনষ্টির মহাগহ্বরের দিকে ধাবমান!

আজ, সেই হতাশার অন্ধকারে এক পরমোজ্জ্বল আলোক দেখছি। ওপার বাঙলার "বঙ্গবন্ধু" শেখ মুজিবর রহমান এবং আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী প্রিয়দর্শিনী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে আমার অন্তরের অভিনন্দন জানাই। তাঁদের সুযোগ্য নেতৃত্বে ওপার বাঙলায় এবং এপারে ভারতবর্ষে আগত আত্ম-প্রত্যয়নিষ্ঠ পুনর্জাগরণের দুর্দমনীয় জোয়ার আমার বিষণ্ণ অন্তরে সীমাহীন আশার সঞ্চার করেছে। প্রার্থনা করি, শ্রীভগবান তাঁহাদের সুদীর্ঘ ও সুস্থ জীবন দান করুন। তাঁরা আমাদের পথভ্রষ্ট জাতিকে কল্যাণময় পথে উত্তীর্ণ করে, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করুন। দুই দেশের আপামর জনসাধারণ, জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে তাঁদের নিরাপত্তা ও মঙ্গলের প্রতি অতন্দ্র থাকুন। সকল ধর্মেরই মানুষ তাঁদের কল্যাণকামনায় পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন। শ্রীমতী ঝর্না দাশগুপ্ত, কলকাতা-২৬।

তিনটি প্রশ্ন

আমরা বাঙালী। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন বাঙ্লা ভাষাকে বিলাতী টবের মধ্যে বড় করবার চেষ্টা করলে শিক্ষার শেকড় মনের গভীরে প্রবেশ করবে না। তাকে স্বদেশের চিত্তবেদীতে রোপণ করতে হবে। কিন্তু হায়! রবীন্দ্রনাথকে আমরা শ্রদ্ধা জানাতে শিখলাম; কিন্তু একই সঙ্গে শিখলাম তাঁর প্রধান ইচ্ছাগুলোকে চূড়ান্ত অবহেলা করতে। তা না হ'লে তাঁর প্রধান ইচ্ছে, "মাতৃভাষার সড়কে আমাদের শিক্ষার রথ চলুক",—এটা পূর্ণ হবে না কেন? আজও কেন আমরা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইংরাজীর শিলাবৃষ্টি সহ্য করব? রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "প্রাণপণে আঘাত হানতে হবে বহুশতাব্দী নির্মিত মূঢ়তার দুর্গভিত্তিমূলে।" আমার পরের প্রশ্ন এই যে, আমরা সেই দুর্গ না ভেঙে সেটা আরও মজবুত করার জন্য এগিয়ে চলেছি কেন?

আমার শেষ প্রশ্ন হচ্ছে, বাঙ্লা লিখবার সময় আমরা প্রয়োজন হলে ইংরাজী 'কোটেশান' ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু ইংরাজী পরীক্ষায় কোন কিছু লিখবার সময় আমরা কেন কোন বাঙালী কবির লেখা পদ্যের দুটি লাইনও কোটেশান দিতে পারব না? প্রত্যেক ভাষাতেই কবিদের সৃষ্টির মধ্যে এমন দু-একটি লাইন থাকে যার তুলনা পাওয়া যায় না। বাঙলাদেশে বসে বাঙালী হয়ে বাঙলা ভাষার উপর এত বড়ো অত্যাচার আমরা মেনে নেব কি করে? —পীযূষকান্তি চক্রবর্তী, কলকাতা-৩।

শহরের শ্রী

শহর কলকাতাকে ঢেলে সাজানোর কাজ এখন সর্বত্রই পুরোদমে চলেছে বলে শুনেছি। এ খুব ভালো কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু কাজ শুরু করে অহেতুক কাজকর্ম বন্ধ করে স্থানীয় বাসিন্দাদের অসুবিধায় ফেলার কোনও সহজ-স্পষ্ট যুক্তি আমার চোখে পড়ছে না।

উত্তর কলকাতার চিৎপুর থানার অন্তর্গত কৃষ্ণলাল দাস রোডে ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ওয়াটার এণ্ড স্যানিটারী অথরিটির উদ্যোগে আণ্ডার গ্রাউণ্ড ড্রেনেজের কাজ শুরু হয়েছে তা প্রায় মাস দুয়েক হলো। ফি বছর বর্ষায় এই অঞ্চল যেভাবে ভাসে তাতে করে এই উদ্যোগকে স্থানীয় বাসিন্দা হিসাবে স্বাগত জানাতেই হয়। কিন্তু এখানকার কাজকর্মে অস্বাভাবিক রকমের ঢিলেমি চালানোয় দু' মাসে কাজ খুব বেশী এগোয় নি। একশো গজ পথের মাটি খোঁড়ার কাজই এখন শেষ হয়নি। এখন দু'দিন কাজ হয় তো পাঁচদিন কাজ বন্ধ থাকে। ঐ জন-বহুল রাস্তা এখন বিপজ্জনক রূপ ধারণ করেছে। রাস্তার দু' ধারে মারাত্মকভাবে ধস নামছে। পথচারীরা যথেষ্ট সাবধানে চলাফেরা করলেও বিপদ এড়ানোর কোনও উপায় নেই। সামনে বর্ষা। —দিলীপকুমার চক্রবর্তী, কলকাতা-২।

আমাদের পরীক্ষা

মধ্যবর্তী নির্বাচন শেষ, ফলাফলও ঘোষিত, সরকার গঠনেরও তোড়জোড় চলছে। কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে আমরা হায়ার সেকেণ্ডারীর ছাত্র-ছাত্রীরা অভাগা, কারণ আমাদের অবস্থার খবরাখবর বোধ করি কোন নেতাকেই চিন্তান্বিত করেনি। এখনও পরীক্ষার নির্দিষ্ট দিন ঘোষণা পর্যন্ত করা হল না। আমরা বোর্ড কর্তৃপক্ষকে বিনীত অনুরোধ করি, যত তাড়াতাড়ি পারেন তাঁরা যেন পরীক্ষার দিন ঘোষণা করে আমাদের অর্থাৎ সকল ছাত্রছাত্রীদের সমস্ত অনিশ্চয়তা, দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তার অবসান করে হতাশমনে নব প্রেরণার সঞ্চার করেন। —সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়, আল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়, হাওড়া।

বিহার বিধানসভার সি পি এম সদস্য শ্রীএ কে রায় গ্রেফতার

পাটনা, ২৩ মারচ—বিহার বিধানসভার সদস্য শ্রী এ কে রায় (সি পি এম) গত রাতে এখানে গ্রেফতার হয়েছেন। আজ বিধানসভায় স্পীকার শ্রী আর এন মণ্ডল একথা ঘোষণা করেন।

স্পীকার বলেন, ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮ এবং ১৪৯ ধারায় এবং বিস্ফোরক সামগ্রী আইনের ৬ ধারায় ও অস্ত্র আইনের ২৫ ধারায় শ্রীরায়কে গ্রেফতার করা হয়েছে। —ইউ এন আই

আমেরিকা ভারতকে ৪৮ কোটি টাকা ঋণ দিল

নয়াদিল্লি, ২৩ মারচ—চলতি ভারতীয় আর্থিক বছরে কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ সংস্থানের জন্য মারকিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে ৪৮ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়েছে।

পাবলিক ল' ৪৮০ তহবিল থেকে ওই ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে।

—পি টি আই

তিনটি আঞ্চলিক মধ্য শিক্ষা পর্ষৎ গঠনের প্রস্তাব

স্টাফ রিপোরটার

সুষ্ঠু পরীক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ ভেঙে আরও তিনটি আঞ্চলিক পর্ষৎ গঠনের এক প্রস্তাব রাজ্য সরকার বিবেচনা করছেন। এ-ব্যাপারে কাজও 'কিছুটা' এগিয়েছে বলে সোমবার নির্ভরযোগ্যসূত্রে জানা যায়।

প্রস্তাবিত আঞ্চলিক পর্ষৎ গঠনের ব্যাপারে ওই সূত্র থেকে বলা হয়, প্রতি বছর প্রায় আড়াই লক্ষ ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষা গ্রহণ এবং ফল প্রকাশে নানা অসুবিধা দেখা দিচ্ছে। এবং তাতে পরীক্ষার্থীদের প্রতি ন্যায়বিচারে ভুল-ত্রুটি দেখা দিচ্ছে। সেই জন্য তিনটি ডিভিশনে, অর্থাৎ—প্রেসিডেনসি, বর্ধমান ও উত্তরবঙ্গে তিনটি আলাদা পর্ষৎ গঠন করে ওই পর্ষৎগুলির উপর পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব দেওয়া হবে। বর্তমান পর্ষতের অধীনেই ওই তিনটি আঞ্চলিক পর্ষৎ কাজ করবে। অর্থাৎ, সামগ্রিকভাবে কলকাতার বর্তমান পর্ষৎ 'হেড অফিস' হবে।

এ-ব্যাপারে পাকা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বর্তমান মধ্যশিক্ষা সংক্রান্ত আইনের ব্যাপক পরিবর্তন করতে হবে। আইনগত দিকটি এখন খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে।

পর্ষৎ কি ভেঙে দেওয়া হবে?

পর্ষতের চলতি বছরের পরীক্ষা গ্রহণ নিয়ে যে সংকটের সৃষ্টি হয়েছে তাতে রাজ্য সরকার খুবই উদ্বিগ্ন। সরকারী মহলে এরূপ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, পর্ষৎ ভেঙে অ্যাডমিনিসট্রেটর নিয়োগ করে পরীক্ষার ব্যবস্থার দায়িত্ব তার উপর দেওয়া যায় কি না, এ-ব্যাপারে রাজ্য সরকার পর্ষতের পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন।

পরীক্ষা কি জুন মাসে?

পর্ষদের একজন মুখপাত্র বলেন, বর্তমানে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে উচ্চ মাধ্যমিক ও স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা জুন মাসের প্রথম দিকে গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর দেখা যাচ্ছে না। কারণ, এপরিল ও মে মাসে প্রচণ্ড গরমে পরীক্ষার্থীদের অসুবিধা হতে পারে। তিনি অবশ্য বলেন, বেশিসংখ্যক পরীক্ষক, টেবুলেটার ইত্যাদি নিয়োগ করে দেড় মাসের মধ্যে ফল বের করা সম্ভব হতে পারে। এ সম্পর্কেও পর্ষৎ কর্মচারীদের আন্দোলন চলাকালীন কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

১৯৭০ সালের প্রশ্নপত্র ফাঁস প্রসঙ্গ

প্রায় এক বছর তদন্ত করে রাজ্যের তদারকি কমিশন রাজ্যের শিক্ষাসচিব শ্রী জে সি সেনগুপ্ত ও পর্ষৎ সচিবের কাছে তাঁদের প্রতিবেদন ও সুপারিশ দিয়েছেন।

তদারকি কমিশনের অভিযোগ, ১৯৭০ সালের বাংলা প্রশ্নপত্র পর্ষতের স্ট্রং রুম থেকে ফাঁস হয়েছে। কে বা কারা ফাঁস করেছেন তা নির্দিষ্ট করা এ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। তবে ইতিমধ্যে স্ট্রং রুম ঢেলে সাজানো হয়েছে।

কমিশনের প্রতিনিধিরা দিল্লি, উত্তর ভারতের একাধিক পর্ষৎ ও কলকাতার নানা স্থানে তল্লাসি চালিয়ে ওই সিদ্ধান্তে এসেছেন। কমিশন অবশ্য তাঁদের প্রতিবেদনে ভবিষ্যতে যাতে প্রশ্নপত্র ফাঁস না হয় সেজন্য দশ দফা সুপারিশ করেছেন।

আর চাপ পড়লে পর্ষৎ দেউলিয়া হয়ে যাবে

—সরকারী মুখপাত্র

স্টাফ রিপোরটার

মঙ্গলবার রাজ্য শিক্ষা দফতরের একজন মুখপাত্র মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কর্মীদের কর্মবিরতি চালিয়ে যাওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বলেন, সরকার সব কিছু বিবেচনা করে যে বেতন হার অনুমোদন করেছেন তার চেয়ে বেশী কিছু করতে গেলে 'পর্ষদ দেউলিয়া হয়ে যাবেন'।

মুখপাত্র বলেন, কয়েক মাস আগে পর্ষদ কর্মীদের বেতন হার সংশোধন সাপেক্ষে অন্তর্বর্তী হিসাবে ১৫ টাকা বেতন বৃদ্ধি করা হয়। এই বৃদ্ধি ১৯৭০ সালের পয়লা এপরিল থেকে কার্যকর করা হয়। সংশোধিত বেতন হার কার্যকর করার সময় ওই ১৫ টাকা যুক্ত করে দুর্মূল্যভাতা সহ বেতন নির্ধারণ করতে হবে।

মুখপাত্র বলেন, রাজ্য সরকারের কর্মীরাও এই সুবিধা পাননি। তাঁদের অন্তর্বর্তীকালীন কিছু দেওয়া হয়নি। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীদের বেতন সম্পর্কে যে সব অভিযোগ করা হচ্ছে, সে সম্পর্কে তিনি বলেন, ওই শ্রেণীর কর্মীদেরও অন্তর্বর্তীকালীন ১৫ টাকা বেতন বেড়েছে। সরকারী অফিসে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীরা যে বেতন পান পর্ষদের এই শ্রেণীর কর্মীদের জন্য সরকারের পক্ষে তার চেয়ে বেশী বেতন সুপারিশ করা সম্ভব নয়। কারণ সে ক্ষেত্রে সরকারী চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীরাও স্বতঃই বেতন বৃদ্ধির দাবি করতে পারেন।

মুখপাত্র ছাত্র ও অভিভাবকদের অসুবিধা ও দুর্গতির কথা উল্লেখ করে বলেন, তাঁরাই কেবল দায়ের ভাগী হবেন, যত টাকা লাগে দেবেন—তাঁরাও পর্ষদ কর্মীরা তাঁদের জন্য কী করেছেন এই দাবি তুলতে পারেন।

উঃ আয়ারল্যানডের নতুন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত

বেলফাসট, ২৩ মারচ—ইউনিয়নিসট পারটির নেতা শ্রীব্রায়ান ফকনার উত্তর আয়ারল্যানডের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। —এ এফ পি

তির্যক

কলকাতার আকাশে বাতাসে ধোঁয়ার পরিমান বেড়েছে। —সংবাদ

রাজ্য মুসলিম লীগের সভাপতি শ্রী সেকেন্দার আলি মোল্লা মঙ্গলবার সকালে পশ্চিম বাংলা প্রদেশ কংগ্রেস (নব) সভাপতি শ্রীবিজয়সিং নাহারের বাড়িতে বাংলা কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রী নাহার ও অন্যান্যদের সঙ্গে আলোচনা করেন।

একনজরে রেলওয়ে বাজেট

(কোটি টাকার হিসেবে)

	প্রকৃত ১৯৬৯-৭০	পরিবর্তিত ১৯৭০-৭১	সংশোধিত ১৯৭০-৭১	বাজেট ১৯৭১-৭২
মোট পরিবহণ আয়	৯৫১·২৮	১০০৯	১০০৪	১০৪৪
মোট কার্যকরী ব্যয়	৬৮৪·৯৪	৭০০·৯৯	৭৩১·৭৬	৭৬৫·৪৪
ক্ষয়ক্ষতি তহবিলে জমা	৯৫	১০০	১০০	১০৫
পেনসন তহবিলে জমা	১০	১৫	১৫	১৫
নীট রাজস্ব—ব্যয়	১৪·৭৮	১৬·৫৪	১৫·১২	১৭·৯১
মোট	৮০৪·৭২	৮৩২·৫৩	৮৬১·৮৮	৯০৩·৩৫
নীট রেলওয়ে রাজস্ব	১৪৬·৫৬	১৭৬·৪৭	১৪২·১২	১৪০·৬৫
সাধারণ রাজস্ব খাতে প্রদত্ত	১৫৬·৩৯	১৬৭·০৯	১৬৫·৮১	১৭৩·৭৭
নীট উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি	−৯·৮৩	+৯·৩৮	−২৩·৬৯	−৩৩·১২

ঋণ প্রকল্প সম্পর্কে রিজারভ ব্যাংকের নির্দেশনামা

বোমবাই, ২৩ মারচ—বিশেষ করে কর্ম সংস্থানের সুযোগ-সুবিধার কথা উল্লেখ করে রিজারভ ব্যাংক অব ইনডিয়া বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির বিশেষ ঋণ প্রকল্পগুলি সম্পর্কে কয়েকটি নির্দেশনামা তৈরি করেছেন। ঠক্কর কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই তৈরি করা হয়েছে ওই নির্দেশনামা। কমিটির প্রতিবেদনে ওই প্রকল্পগুলি পর্যালোচিত হয়েছে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির কাছে নির্দেশনামা পাঠিয়ে এক চিঠিতে রিজারভ ব্যাংক বলেছেন, কয়েকটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর ঋণ গ্রহীতাদের সাহায্যের জন্যই এই ঋণ প্রকল্পগুলি। এবং এই সব প্রকল্প সম্পর্কে ব্যাংক কর্মীদের করণীয় নির্দেশনামায় বর্ণিত হয়েছে। তাই ব্যাংকের শাখা পর্যায়ে এইগুলির রূপায়ণ একান্ত প্রয়োজন। এবং ওই উদ্দেশ্যে শাখা এজেনটদের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দেওয়া দরকার।

মৃত্তিকা গর্ভে সোভিয়েট পরমাণু অস্ত্রের বিস্ফোরণ

ওয়াশিংটন, ২৩ মারচ—মারকিন পরমাণু শক্তি কমিশন ঘোষণা করেছেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন সাইবেরিয়ায় মৃত্তিকাগর্ভে একটি পরমাণু অস্ত্রের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে এবং সে সংকেত এখানকার যন্ত্রে ধরা পড়েছে। নতুন বছরে এটাই তাঁদের প্রথম পরমাণু অস্ত্রের বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণের প্রচণ্ডতা ২০ হাজার থেকে ২ লক্ষ টন টি এন টির সমান হবে। —রয়টার

নব কংগ্রেস পরিষদ দলের প্রস্তাব

প্রথম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের পর

থেকে একথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিধানসভায় তাঁদের দু'জন এম এল এ কিছুতে সি পি এমকে সমর্থন করবেন না।

সাংবাদিকদের প্রশ্ন : তাঁদের কোয়ালিশন সরকারে উপ-মুখ্যমন্ত্রী কেউ হবেন কিনা এবং হলে কে হবেন?

বিজয়বাবু : তাঁদের দল থেকে একজন হতে পারেন। তবে তিনি কে তা এখনও ঠিক হয়নি। প্রসঙ্গত, তিনি জানান, তাঁদের দলে মন্ত্রী হওয়ার জন্য কাড়াকাড়ি নেই। বরং, বেশীর ভাগ এম এল এ'ই সংগঠন করতে চান বলে তাঁদের জানিয়েছেন। তবুও দল মন্ত্রী হওয়ার জন্য যাদের নির্দেশ দেবে, তাঁদেরই মন্ত্রী হতে হবে।

সমন্বয় বা স্টিয়ারিং কমিটি

বিজয়বাবু সাংবাদিকদের জানান, প্রস্তাবিত কোয়ালিশন সরকার যেসব দল সমর্থন করবে, তদের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সমন্বয় কমিটি বা স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করার কথা উঠেছে। যাতে সুষ্ঠুভাবে এবং নির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুসারে সরকারের কাজ চলে, তার তদারকি করাই হবে প্রস্তাবিত কমিটির উদ্দেশ্য।

নব কংগ্রেসের নয় দফা

প্রস্তাবিত সরকারের অবিলম্বে এই নয় দফা কর্মসূচী কার্যকর করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া উচিত বলে প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়—১। রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে। ২। জনগণের অধিকার ও দায়িত্ব রক্ষা: সেই অধিকারকে শক্তিশালী করতে হবে এবং বাড়াতে হবে। ৩। রাজ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো চাই। ৪। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে এনে ছাত্রদের স্বার্থ রক্ষা করতে হবে। ৫ ও ৬। সাধারণ লোকদের ক্ষেত্রে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং স্থানীয় পর্যায়ে ভূমিহীন কৃষক, আদিবাসী ও তফসীল শ্রেণীর মধ্যে সরকারী খাস ও নাস্ত জমি বণ্টন করতে হবে। ৭। সাধারণভাবে দুর্বল ও গরীব শ্রেণী এবং বিশেষ করে শোষিত কৃষক, শ্রমিক শ্রেণী, মেহনতী মানুষ এবং অবহেলিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনধারণ অবস্থার উন্নতি ঘটাতে হবে। ৮। অনুন্নত শ্রেণী, মুসলিম ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, তফসীল শ্রেণী ও উপজাতিদের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ রক্ষা করতে হবে। ৯। উপরোক্ত নীতিগুলি যাতে নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে কার্যকর করা যায়, সেজন্য প্রগতিশীল আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা নিতে হবে।

যাদবপুরে গ্রেনেড বিস্ফোরণ

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

ছুরিকাহত হন। আহত ব্যক্তির নাম শ্রীসমর মল। তাঁকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

হাবড়ায় হরতাল

হাবড়ায় আগের দিন গুলিতে দুজন নিহত ও একজন গুরুতর আহত হওয়ার প্রতিবাদে এদিন হরতাল পালন করা হয়। হরতালের ডাকে সাড়া দিয়ে সকাল থেকে চব্বিশঘণ্টাব্যাপী হাট-বাজার, দোকানপাট, স্কুল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়।

বসিরহাটে নকশাল গ্রেফতার

উত্তর চব্বিশ পরগনার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানান, এদিন বসিরহাটে একজন নাম করা নকশাল নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। বহু ঘটনায় তাঁকে খোঁজ করা হচ্ছিল।

স্কুলে হামলা

উত্তর শহরতলির সংবাদদাতা জানান, মঙ্গলবার দুপুরে একদল লোক বোমা, ছোরা নিয়ে বাঙ্গুর এভিনু গারলস হাই স্কুলে চড়াও হয়। কয়েকটি বোমা ফাটানো হয়। পেটরোল ঢেলে স্কুলের রেকরড পত্রে আগুন লাগানো হয়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আগুনে শিক্ষিকাদের কয়েকটি ভ্যানিটি ব্যাগ ও দরজার পরদা জ্বলে যায়। পুলিশ এ সম্পর্কে ৭ জন যুবককে গ্রেফতার করেছে।

লেক টাউন এলাকায় তল্লাসি

এদিন দুপুরের দিকে লেক টাউন পুলিশ দমদমের বিধান কলোনি, মাইকেল কলোনি ও সন্নিহিত কয়েকটি অঞ্চলে সেনাবাহিনীর সাহায্যে জোর তল্লাসি চালায়। কিন্তু কয়েকটি কুড়ুল ও লোহার রড ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায়নি। এ সম্পর্কে ২৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

সোমবার পানিহাটি এলাকার একটি ঔষধ তৈরীর কারখানার শ্রমিক নেতাকে আটক আইনে গ্রেফতারের প্রতিবাদে মঙ্গলবার সি পি এম-এর ডাকে 'পানিহাটি বন্ধ' পালন করা হয়।

মন্ত্রিসভায় দফতর নিয়ে মতভেদ হবে না

—মুসলিম লীগ

স্টাফ রিপোরটার

মুসলিম লীগের নেতারা মনে করেন, মন্ত্রিসভার দফতর বা কোন্ দলের কতজন মন্ত্রী থাকবেন তা নিয়ে মতভেদ হবে না। লীগের নেতারা এদিনও রাত্রে নব কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীবিজয় সিংহ নাহারের সঙ্গে আলোচনা করেন।

লীগের সভাপতি শ্রীসেকেন্দার আলি মোল্লা জানান, তাঁদের মূল দাবিগুলি নব কংগ্রেস নেতা শ্রীনাহার এবং বাংলা কংগ্রেস নেতা শ্রীঅজয়কুমার মুখারজি মেনে নিয়েছেন। এ সম্পর্কে দু' একদিনের মধ্যে একটি যুক্ত বিবৃতিও প্রচার করা হবে।

লীগ মন্ত্রিসভায় কয়টি আসন চান তা নিয়ে দলের পারলামেনটারি পারটিতেও আলোচনা করা হয়। যতদূর জানা গেল, লীগ এমন সব দফতর চান যাতে বিশেষ করে মুসলমান এবং অনুন্নত সম্প্রদায়কে সহায়তা করা সম্ভব হয়।

কংগ্রেস ঐক্য পরিষদের ঐক্যের আবেদন

স্টাফ রিপোরটার

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের ফলাফলে কংগ্রেস ঐক্য পরিষদ উদ্বিগ্ন। পরিষদের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আহ্বানে যথেষ্ট সাড়া মেলা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস গরিষ্ঠতা লাভ করতে না পারার কারণ তিন কংগ্রেসের বিবাদ ও পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

বিবৃতিতে আরও বলা হয় যে, পরিষদ-প্রস্তাবিত ঐক্যের আবেদন গৃহীত হলে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা লাভ করতে পারত। পরিষদ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, একই দেশে কোনও রাজনৈতিক দলের একই নাম ও আদর্শ নিয়ে দুই সংস্থা থাকা উচিত নয়।

ঐক্য পরিষদের পক্ষে এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন সর্বশ্রী নরেন্দ্রনাথ সেন, দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রমুখ।

দলত্যাগ

বাঙ্গালোর, ২৩ মারচ—মহীশূর বিধান সভার স্বতন্ত্র দলের নেতা শ্রী এইচ বি জওয়ালানিয়া ও তাঁর দল বিধানসভা থেকে পদত্যাগ করেন।

অন্ধ্র বিধানসভার তিনজন সদস্যের পদত্যাগ

হায়দরাবাদ, ২৩ মারচ—স্পীকার বি ভি সুব্বা রেড্ডী অন্ধ্রপ্রদেশ বিধানসভায় আজ ঘোষণা করেন, একজন মন্ত্রিসহ তিনজন সদস্য বিধানসভার সদস্যপদ ত্যাগ করেছেন।

শ্রীমতী যশোদা রেড্ডির আদি কংগ্রেস ত্যাগ

নয়াদিল্লি, ২৩ মারচ—রাজ্যসভার আদি কংগ্রেসের বিশিষ্ট সদস্যা শ্রীমতী যশোদা রেড্ডি তাঁর দল থেকে পদত্যাগ করেছেন। —ইউ এন আই

আদি কংগ্রেসে ফিরে আসার ইচ্ছা

বাঙ্গালোর, ২৩ মারচ—পাতিল-মন্ত্রিসভা পতনের ঠিক পরেই কয়েকজন আদি কংগ্রেস সদস্য দলত্যাগ করে নব কংগ্রেসে যোগদান করেন। তাঁরা আবার আদি কংগ্রেসে ফিরে আসবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। মন্ত্রিসভার একজন মুখপাত্র এই কথা জানান। —পি টি আই

আরজেনটিনার প্রেসিডেনট গদীচ্যুত

বুয়েনস এয়ারেস, ২৩ মারচ—সেনাবাহিনীর এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের ফলে গতকাল আরজেনটিনার প্রেসিডেনট রবারট এম লিভিংস্টোন গদীচ্যুত হয়েছেন।

সংসদের যুক্ত অধিবেশনে গিরি

প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমের পর

হবার আশংকা দেখা দিলে বা যে কোন দেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা দেখা দিলে তাঁর সরকার প্রতিবাদ জানাবেন। নতুন বা পুরোন যে কোন ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধাচারণ করা হবে।

শেষে হিন্দি। রাষ্ট্রপতি ইংরাজীতে বক্তৃতা পাঠ করেন। এর হিন্দি অনুবাদটি পাঠ করে শোনান উপ-রাষ্ট্রপতি শ্রী জি এস পাঠক।

শুরুর আগে। রাষ্ট্রপতি বেলা ১১টার কয়েক মিনিট আগে তার সচিবসহ ছয় ঘোড়ার গাড়িতে চেপে সংসদ ভবনের ভি আই পি-দের প্রবেশ দ্বারে পৌঁছান।

রাষ্ট্রপতির অশ্বারোহী রক্ষীরা গাড়ির সঙ্গে ছিলেন। রাষ্ট্রপতি সংসদ ভবনে পৌঁছুবার পর তূর্যধ্বনি করে তাঁর আগমন বার্তা ঘোষিত হয়। সংসদ ভবনে প্রবেশের আগে রাষ্ট্রপতি তাঁর রক্ষীদের অভিবাদন গ্রহণ করেন।

রাষ্ট্রপতি সংসদ ভবনে প্রবেশ করলে শ্রী জি এস পাঠক, শ্রী জি এস ধীলন এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।

সদস্যরা বেলা দশটা থেকেই সংসদ ভবনে আসতে আরম্ভ করেন। আড়াইটে নাগাদ প্রায় সব আসনই ভরতি হয়ে যায়। মন্ত্রী ও বিভিন্ন বিরোধী দলের নেতারা সামনের সারিতে উপবেশন করেন।

শ্রীমতী গান্ধী সংসদ ভবনে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে নব কংগ্রেস দলের সদস্যরা টেবিল চাপড়িয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন।

লোকসভার অধ্যক্ষ শ্রী জি এস ধীলন এবং উপ-রাষ্ট্রপতি শ্রী জি এস পাঠক রাষ্ট্রপতিকে সংসদ ভবনে নিয়ে আসেন।

'অস্পষ্ট'। জনসংঘ সভাপতি অটলবিহারী বাজপেয়ী সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণকে নব কংগ্রেসের নির্বাচনী ইশতাহারের মতই অস্পষ্ট বলে অভিহিত করেছেন।

সীমান্তে সকাল

মঙ্গলবার সকালে ও পা রে র সীমান্তে ওড়ানো হল একটি নতুন নিশান। 'বাংলা দেশে'র জাতীয় পতাকা। সবুজ জমির উপর লাল বৃত্তের মাঝে সোনালি রেখায় আঁকা পূর্ববঙ্গের মানচিত্র। অভিবাদন জানানো হল সেই পতাকাকে। মুহূর্তে মিলিতকণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠল : জয় বাংলা।

তরুণেরা এলেন ওপারের চেকপোসটে। শ'য়ে শ'য়ে, ট্রাক বোঝাই হয়ে। এপার থেকে সব দেখা গেল স্পষ্ট। সকলের হাতে ছোট-বড় অসংখ্য পতাকা। প্রতিবাদের প্রতীক কালো পতাকাও সঙ্গে।

এ দৃশ্য কেবল ওপারের সীমান্তে বেনাপোলে নয়। যশোহর, খুলনায় সর্বত্র।

ওপার থেকে পাসপোরট নিয়ে আসা এক যাত্রী বললেন : সকাল থেকেই রাস্তায় রাস্তায় মিছিল। আর পতাকার বাহার।

এপার থেকে শুধু দেখে এলাম নতুন নিশানের নিচে নবীনেরা শপথ নিচ্ছেন। হাত নাড়ছেন এপারের দিকেও।

আর আমার ঠিক ওপাশে লেখা সরকারী বয়ান : খোস আমদেদ। অর্থাৎ স্বাগতম। তারপর দুটি ছত্র—'খর্জুরবীথি নারিকেল তরু মাঠঘাট মনোহর, কীর্তি মহান সীমান্ত জেলা আমাদের যশোহর'।

—কৃষ্ণ দেবনাথ

পূর্ব বাংলার স্বাধিকার

প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমের পর

দ্বিখণ্ডিত করে—পশ্চিম পাকিস্তান ও বাংলা দেশে পরিণত করা।

পূর্ব পাকিস্তানে 'লাহোর প্রস্তাব' দিবস উদ্যাপন

এদিকে মঙ্গলবার সারা পূর্ববঙ্গে 'লাহোর প্রস্তাব' দিবস উদ্যাপিত হয়। এই উপলক্ষে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের বাসভবনে বাংলা দেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

শেখ মুজিবর আজ পাকিস্তান দিবসের ভাষণে বাংলা দেশের জনসাধারণকে স্মরণ করিয়ে দেন অল ইনডিয়া মুসলিম লীগের ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, মুসলমান গরিষ্ঠ এলাকাগুলি নিয়ে স্বশাসিত সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠিত হবে।

তিন সপ্তাহব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলনের কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণভাবে এই আন্দোলন চালাতে হবে। তিনি ঘোষণা করেন, সাড়ে সাত কোটি বাঙালী স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে বাঁচার জন্য দৃঢ় সংকল্প।

ঢাকার খবর, পাকিস্তান জাতীয় দিবস, পূর্ববঙ্গে আজ প্রতিরোধ দিবস পালিত হয়।

ঢাকার ধানমণ্ডি এলাকায় তাঁর বাসভবনের বাইরে বহু লোক জড় হয়েছিলেন। 'জয় বাংলা' লেখা বাংলা দেশের পতাকা তাঁর বাড়ির ছাদে উড়ছিল। সরকারী ও বেসরকারী ভবনশীর্ষেও ওই পতাকা উড়তে দেখা যায়।

শেখ মুজিবর তাঁর বাড়ির সামনে বিরাট ছাত্র জমায়েতে বলেন, মূল সব প্রশ্নে কোন আপস হবে না। স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হয়ে বাঁচার দাবি পূরণ না হওয়া অবধি আন্দোলন চলবে। তিনি এজন্য দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিতেও প্রস্তুত। তবে, তিনি বলেন, দেখতে হবে যেন যথাসম্ভব কম রক্তপাত ঘটিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন তার লক্ষ্যে পৌঁছায়।

ঢাকা বেতারের খবর, ইয়াহিয়া ও মুজিবরের বিশেষজ্ঞরা আজ সকালে ঢাকার রাষ্ট্রপতি নিবাসে সংকট উত্তরণের ফরমুলার খুঁটিনাটি নিয়ে বৈঠকে বসেন।

ঢাকা বেতারে আজ বাংলা দেশের সংগ্রামকে আফরিকার দেশগুলির স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

রাষ্ট্রপুঞ্জের খবর, সেখানে পাকিস্তানী সম্প্রদায় এবং পাক কূটনীতিকরা—পূর্ব ও পশ্চিম—দু' ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছেন। স্বাধীন বাংলা দেশ আন্দোলন শুরু হতেই রাষ্ট্রপুঞ্জে পাকিস্তানী কূটনীতিকদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানীদের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানীদের বনছে না। ক' মাসের ঘূর্ণিবাত্যার অজুহাত দেখিয়ে আজ পাকিস্তান দিবস উদ্যাপনের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান স্থগিত রাখা হয়েছে।

বাংলা দেশের জাতীয় পতাকা

পূর্ব পাকিস্তানে আজ জাতীয় দিবসে সর্বত্র কালো পতাকার পাশাপাশি 'বাংলা দেশের জাতীয় পতাকা' উড়তে দেখা যায়।

ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে বাংলা দেশের মুক্তির দাবিকে জোরদার করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ঢাকা বেতার কেন্দ্রের খবর : বহু সংখ্যক ছাত্র যুবক প্রভাত ফেরীতে যোগ দিয়েছে। তাদের গলায় বাংলা দেশের নানা দেশাত্মবোধক গান।

সকাল সাড়ে ছয়টায় বহু লোক দলে দলে শহীদ বেদিতে এসে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন।

জাতীয় দিবসে পাক প্রেসিডেনটের বাণী

গৌহাটি, ২৩ মারচ—পাকিস্তান জাতীয় দিবস উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে এক বাণীতে প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খাঁ বলেন, দেশে শান্তি ও গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার জন্য, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে দেশের শাসনভার তুলে দেওয়ার জন্য তিনি নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য, বর্তমানের এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির অবসান ঘটিয়ে দেশে শান্তি, ঐক্য ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা।

জাতির উদ্দেশে বেতার ভাষণ বাতিল করে দিয়ে প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খাঁ এই লিখিত বাণীতে আরও বলেছেন, আমরা এখন এক গভীর সংকটের মধ্যে রয়েছি।

ভুট্টো আজ প্রেসিডেনটের মুখ্য স্টাফ অফিসার লেফটেনানট জেনারেল পিরজাদার সঙ্গে দেখা করেন। সংকট নিরসনে ভবিষ্যতের কর্মসূচী নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়। ভুট্টো সাংবাদিকদের বলেন, তাঁকে ঢাকায় আরও কয়েকদিন থাকতে হবে।

ভুট্টো আরও বলেন, প্রেসিডেনট ও শেখ মুজিবরের মধ্যে ভবিষ্যতে কী ভাবে সরকার গঠন করা হবে তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

শ্রীভুট্টো জানান, আপসসূত্রটি আমরা পরীক্ষা করে দেখছি। দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেই আমরা এ সম্পর্কে আমাদের সিদ্ধান্ত জানাতে পারি।

বর্তমান সংকট নিরসনের উদ্দেশ্যে যাতে আমরা একমত হতে পারি, সেইজন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাব—শ্রীভুট্টো বিশেষ জোর দিয়ে এই কথা জানান।

একটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভুট্টো জানান, আমরা এক পাকিস্তানের কথাই ভাবছি।

শ্রীভুট্টো জানান, তিনি শেখ মুজিবরের সঙ্গে আলাদা করে বৈঠকে বসেছেন। আলোচনা ফলপ্রসূ। দ্বিতীয় বৈঠক হলে, তিনি তা স্বাগত জানাবেন।

গতকাল প্রথম দু ঘণ্টার মধ্যে শেষ এক ঘণ্টা আলোচনা হয় ইয়াহিয়া-ভুট্টো-মুজিবরের মধ্যে। প্রথম ঘণ্টায় ইয়াহিয়া-ভুট্টো আলোচনা করেন। পরে তিন ঘণ্টা আলোচনা চলে ইয়াহিয়া-ভুট্টোর মধ্যে।

স্বাধীন বাংলা দেশের দাবি

ওইদিন ঢাকার সর্বত্র মিছিল বের হয়। মিছিলে এক ধ্বনি—স্বাধীন বাংলা দেশ। ছাত্ররা মঙ্গলবার পাকিস্তান জাতীয় দিবসটিকে ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণার দাবি জানায়। ইংরাজি দৈনিক পত্রিকা 'মরনিং নিউজ'এর ছয় পাতার একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়েছে। তার নাম রাখা হয়েছে 'বাংলা দেশের মুক্তি'।

ঢাকায় খান আবদুল কায়ুম খান

পাকিস্তান মুসলিম লীগের (কায়ুম গোষ্ঠী) নেতা খান আবদুল কায়ুম খান করাচী থেকে আজ ঢাকায় গিয়ে পৌঁছেছেন। রাজনীতিক আলোচনার জন্য প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খান তাঁকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানীতে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। —ইউ এন আই ও পি টি আই

উষা

ডিজেল পাম্প লাগান
নিজের ক্ষেতে সোনা ফলান

উষা ডিজেলের যাবতীয় ইঞ্জিন ৫, ৬.৫ এবং ৭.৫ হর্স পাওয়ার ঋজুভাবে জমির ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। জলে ঠাণ্ডা থাবে ১০০% পরীক্ষিত। উষার এবং প্রচলিত যে কোন সাইজের সেন্ট্রিফুগাল পাম্পগুলির সঙ্গে, সহজে কাপলিঙ্ক হওয়ার উপযুক্ত।

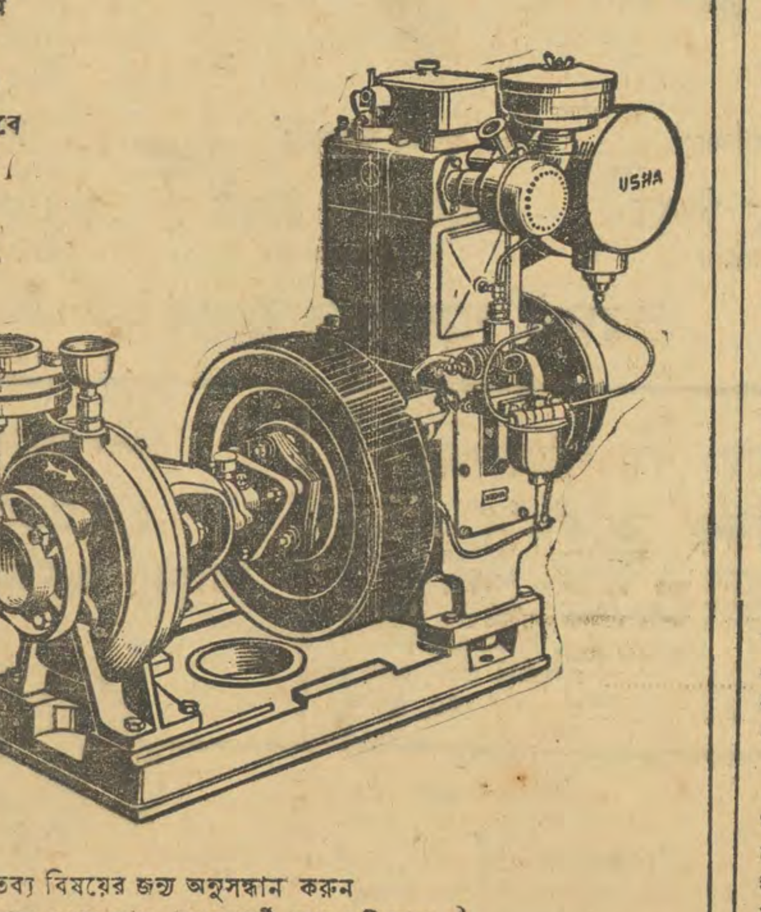

পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা পরীক্ষিত

ব্যবসা সংক্রান্ত ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য অনুসন্ধান করুন
ইষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া উষা কর্পোরেশন ২৬নং আর. এন. মুখার্জী রোড কলিকাতা।
ফোন ২৩-৮২২৬ ২৩-৮২২৭ ২৩-৯৪৬০

শক্তিশালী নির্মাণঃ সরকারী নির্মাণ কার্যা-২

কঠিন পথের বিশ্বস্ততার জন্য...

শংকর সিমেন্ট

দীর্ঘস্থায়ী প্রস্তরবৎ শক্তির জন্য
ভারতীয় মানক সংস্থার আই. এস. আই. চিহ্নদ্বারা গ্যারাণ্টি প্রদত্ত।
ইণ্ডিয়া সিমেণ্টস লিঃ, ধন বিল্ডিং, মাদ্রাজ-২।
২৩ বছরেরও বেশীদিনের সুখ্যাতি—প্রতিদিন আরও বেড়ে চলেছে।
বিনামূল্যে কারিগরি সহায়তা লাভের জন্য এখানে যোগাযোগ করুন : সিমেণ্ট সার্ভিস ব্যুরো 'দি গ্রোভ' মাদ্রাজ-১৮।
EDSIC-1447 BN

কলিকাতা অফিস : ৭, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩

অন্যান্য চিত্রগৃহে

যোগমায়া — হাওড়া ৬৭ ২১২৭ — ১॥, ৪॥, ৬৳
জয় জয়ন্তী (২য় সপ্তাহ)

জয়া — ৫৭-৩৯৩৬ বাতানুকূল — ১, ৪, ৭টায়
চৈতালী

জেম — বেলা ১১-৩০ মিঃ (নতুন কপি) অশোককুমার, কিশোরকুমার মধুবালা
চলতি কা নাম গাড়ী

রূপম — ফোন : ৩৪-৪০৯৭ — ১, ৪, ৭টায়
নয়া দৌড়

বিনোদিনী — বাগুইআটি — ১, ৪, ৭টা
প্রতিবাদ

পূর্বাশা — ৪৬-২৩০২ — ১, ৪॥, ৭॥
হাসিনো-কা-দেবতা

রাধাশ্রী — (বাতানুকূল) দমদম ৫৭-৩৩০০ — ১॥, ৪॥, ৭॥টা
কটি পতঙ্গ (২য় সপ্তাহ)

অতীন্দ্র — বাতানুকূল, ব্যারাকপুর — প্রত্যহ ১॥, ৪॥, ৭॥
কটি পতঙ্গ (২য় সপ্তাহ)

অশোকা — বেহালা ৪৫-৪০১২ — ১২॥, ৩॥, ৬॥
জয় জয়ন্তী (২য় সপ্তাহ)

অলকা — ৬৭-২০২৭ — ১॥, ৪॥, ৭॥
বিশ্বজিৎ— চৈতালী —তনুজা

উজ্জ্বলা — প্রত্যহ বেলা ১২টায় — কিশোর, ভারতী, মেহমুদ
সাধু আউর শয়তান

নারায়ণী — তাপানিয়ন্ত্রিত ৫৬-৩৩০৮ — ১॥, ৪॥, ৭॥টা
কটি পতঙ্গ (২য় সপ্তাহ)

পার্বতী — হাওড়া ৬৭-২৮১৯ — ১২॥, ৩॥, ৬টা
চৈতালী

সুরশ্রী — ৩৫-৩৪৩৬ — ১২, ৩, ৬
গাওয়ার (রঙীন)

শ্যামাশ্রী — হাওড়া ৬৭-৩১৫০ — ১২, ৩, ৬
বাদশা

রূপায়ন — সিনেমা ৪৫-২৭৩৬ — ২, ৫, ৮টা
কলঙ্কিত নায়ক

শ্যামলী — ৬৭-২৩৫৮ — ১, ৪, ৭টা
নানহা ফরিস্তা

দর্শক প্রশংসাধন্য ৪র্থ সপ্তাহ...
বিশ্বজিৎ • মৌসুমী অভিনীত
আর্ট মুভিজের
প্রতিবাদ
রাধা • পূর্ণ • সুচিত্রা
(২, ৫, ৮) (২॥, ৫৳, ৮৳) (বেহালা)
শরৎ ॥ বিনোদিনী ॥ শ্রীদুর্গা (কাঁচরাপাড়া) ॥ ছায়াবাণী ॥ বনফুল ॥ শ্যামা টকীজ ॥ চিত্রভান ॥ গ্র্যান্ড (কটক)

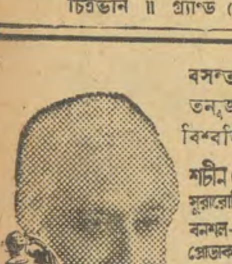

বসন্ত
তনুজা
বিশ্বজিৎ অভিনীত
শচীন দেব বর্মণ সুরারোপিত
বনফুল-রাজশ্রী প্রোডাকসন্সের
চৈতালী
পরিচালনা : সুধীর মুখার্জী
শ্রী : প্রাচী : ইন্দিরা
(১২, ৩, ৬, ৮৳) (২, ৫, ৮) (৩, ৬, ৮৳)
নবীনা (১২, ৩, ৬) • পার্বতী (১২॥, ৩॥, ৬) অলকা • জয়া (১, ৪, ৭) • জয়শ্রী রমা (১২৳, ৩৳, ৬৳) • শ্রীকৃষ্ণ • জ্যোতি কৈরী • ইন্দ্রধনু • চিত্রালয় • চিত্রা রূপমহল • নিউ সিনেমা এবং
হিন্দ (২৳, ৫॥, ৮॥)

ষ্টার থিয়েটার
[শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা]
স্থাপিত : ১৮৮৩ * ফোন : ৫৫-১১৩৯
নতুন নাটক !
সীমা
কাল : ৬টায় • শনিবার : বেলা ৪টায় রবিবার ২৮শে মার্চ : ২॥ ও ৬টায়
—ভূমিকালিপি পূর্ববৎ—

বিশ্বরূপা —ফোন— ৫৫-৩২৬২
বৃহ ৬টায়, শনি ও রবি ২॥ ও ৬টায়
আর মাত্র ৫টি অভিনয়
বেগম মেরী বিশ্বাস
কাহিনী-বিমল মিত্র
নাট্যরূপ ও নির্দেশনা : রাসবিহারী সরকার
শ্রেষ্ঠাংশে : জয়শ্রী, সবিতাব্রত, সত্য, কণিকা, গোবিন্দ, নির্মল, নিমু এবং শেখর ও অনুপ

রঙমহল —ফোন— ৫৫-১৬১৯
বৃহ ও শনি : ৬টায়
রবি : ২॥ ও ৬টায়
মনোজ মিত্রের
বাবাবদল

কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ
নবরূপে সুসজ্জিত। ৩৫-৫৫৯৮)
বৃহ ও শনি ৬টায় • রবি ২॥ ও ৬টায়
সমরেশ বসুর
সওদাগর
—শুভমুক্তি—
বৃহস্পতিবার • ১লা এপ্রিল ৬টায়

মুক্ত-অঙ্গন — শৌভনিক
৪৬-৫২৭৭
আজ (৭টায়) ও শনিবার (৬॥টায়)
শৌভনিক-এর
পাতা ঝরে যায়
ও
এরা কারা
২৮শে—অলাষ্টের রঙ মুহূর্ত

একাদশ সপ্তাহ!
আমোদ-প্রমোদের চূড়ান্ত...!
দেব আনন্দ • হেমামালিনী • প্রান অভিনীত
জনী মেরা নাম
ইস্টম্যানকালার
জ্যোতি মুনলাইট বসুশ্রী (শেষ সপ্তাহ)
২, ৫॥, ৮॥ ২, ৫॥, ৮৳ ২, ৫॥, ৮৳
পূর্ণশ্রী (শেষ সপ্তাহ) ২, ৫॥, ৮॥ নিউ সিনেমা (আসানসোল) — রূপছায়া (আগরতলা) এলফিনস্টোন (পাটনা) নর্থ ইনস্টিঃ (আগ্রা) পিকচার প্যালেস (ভাগলপুর)

বিড়লা প্ল্যানেটারিয়াম
—আজ—
বাংলায় : বেলা ১২-৩০টা ও ৩-৩০টা
ইংরাজীতে : বেলা ২টা
হিন্দীতে : বিকাল ৫টা ও সন্ধ্যা ৬-৩০টা

আলেয়া — ৪৬-১৪৭৫ — অদ্য—২, ৫ ও ৮
তপন সিংহ—পরিচালিত
সাগিনা মাহাতো

শহর ভেঙ্গে পড়েছে
উত্তম অপর্ণার সঙ্গে
জয় জয়ন্তী
ছবিতে
বাচ্চাদের দেখতে
গ্লোব : উত্তরা : পূরবী : উজ্জ্বলা
১২-৩-৬ ১২, ৩, ৫৳, ৮৳ ৩, ৫৳, ৮৳
পদ্মশ্রী • মৃণালিনী • যোগমায়া • অশোকা মায়াপুরী • মায়া • কল্যাণী • গৌরী রূপালী • মানসী • চম্পা • শঙ্কর টকীজ
নিউ তরুণ

নবীনা — তাপানিয়ন্ত্রিত — ফোন ৪৬-৮০৯১
প্রিন্স আনওয়ার সা রোড+রসা রোড
প্রত্যহ : ১২, ৩ ও ৬টায়
বিশ্বজিৎ • তনুজা অভিনীত
চৈতালী

রবিবার ৫টায়
অ্যাকাডেমী অব্ ফাইন আর্টসে
বহুরূপীর নতুন নাটক
পাগলা ঘোড়া
নির্দেশনা : শম্ভু মিত্র ॥ হলে টিকিট ২—৭টা

রঙ্গনা — বিশ্বরূপার রাস্তায়, সার্কুলার রোডের মোড়ে (৫৫-৬৮৪৬)
নান্দীকার
কাল ৬টায়
মঞ্জরী আমের মঞ্জরী
শনি ৬ রবি ২॥ ও ৬ তিন পয়সার পালা
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

অভূতপূর্ব ! অবিস্মরণীয় — লাইট হাউস
প্রত্যহ : ৩, ৬, ৮৳টা
আজ থেকে দ্বিতীয় সপ্তাহের টিকিট : : সর্বসাধারণের প্রদর্শনোপযোগী
THAT MAN FROM COCODY
জেমস বণ্ডের চাইতেও বিস্ময়কর চিত্র !

আজ অগ্রিম টিকিট
দীনেশ চিত্রম নিবেদিত
সোনা বৌদি
পরিচালনা-পীযূষ গাঙ্গুলী
সংগীত-অজয় দাস
বসুশ্রী : বীণা
মিত্রা : পদ্মশ্রী
সুচিত্রা ॥ শ্যামাশ্রী ॥ মায়া ॥ নেত্র শ্রীমা ॥ শ্রীরামপুর টকীজ ॥ নৈহাটী সিনেমা ॥ চিত্রালয় (দুর্গাপুর)
॥ দীনেশ চিত্রম পরিবেশিত ॥

সর্বকালের সেরা ৩টি ছবি!
কালিকায় (২॥, ৫॥, ৮॥)
দিল দিয়া দর্দ লিয়া
* দিলীপকুমার - ওয়াহিদা - প্রাণ
ভবানী (২, ৫, ৮)
দো রাস্তে
* রাজেশ খান্না - মুমতাজ
এবং
বীণা (১৳, ৫, ৮।)
ফুল আউর পথর
* মীনাকুমারী • ধর্মেন্দ্র
৩টিই উজ্জ্বল ইস্টম্যান কালারে !

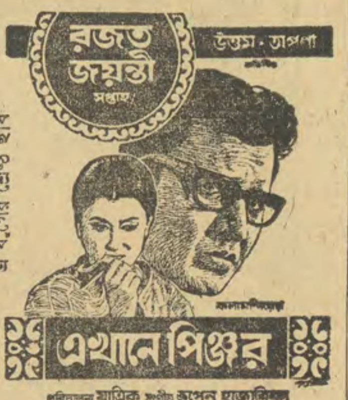

রজত জয়ন্তী সপ্তাহ
উত্তম • অপর্ণা
এ যুগের শ্রেষ্ঠ ছবি
এখানে পিঞ্জর
পরিচালনা যাত্রিক সঙ্গীত ভূপেন হাজারিকা
প্রত্যহ বেলা ১২, ৩-১৫ ও ৬-১৫ মিঃ
রূপবাণী • ভারতী • অরুণা
রূপমন্দির (২য়) নিউ লাইট (২য়) রবীন্দ্র (২য়) মগরা সিনেমা (২য়) ফাল্গুনী (২য়) শ্রীগুরু (২য়) বিচিত্রা (২য়) ছায়াবাণী (আরামবাগ) ভারতী (চাকদহ)

উত্তম-সুচিত্রা অভিনীত
এস এম ফিলমসের
নবরাগ
পরিচালনা-বিজয় বসু
সঙ্গীত : হেমন্ত মুখার্জী
গিরীন্দ্র সিংহ প্রযোজিত
প্রত্যহ ৩টা - ৬টা ও ৮-৪৫
মিনার : বিজলী : ছবিঘর
ভবানী • মহুয়া • কল্পনা • গোধূলি স্বপ্না • সুরশ্রী • ডায়মণ্ড • রূপশ্রী রূপকথা • রূপছবি • অন্নপূর্ণা • গীতাঞ্জলি বারুইপুর • বনশ্রী

নির্বাচনে দুর্নীতির অভিযোগ / নানা কার্যকর সুপারিশ

ন্যাশনাল ফ্রনট অফ ইনডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নস-এর প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিনিধি

ন্যাশনাল ফ্রনট অফ ইনডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নস-এর সম্পাদকমণ্ডলী এক বৈঠকে মিলিত হয়ে বিগত অন্তর্বর্তী নির্বাচনের মাধ্যমে কেন্দ্রে স্থিতিশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। ওই সঙ্গে সম্পাদকমণ্ডলী পশ্চিমবঙ্গে এবারের নির্বাচনে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন। তাঁরা রাজ্য সরকারের প্রেস থেকে বিশেষ দলের সমর্থকদের যোগসাজসে ব্যালটপেপার পাচারের অভিযোগও তুলেছেন। এছাড়া ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টি, হিংসাত্মক কার্যকলাপ, এজেন্টদের ভীতিপ্রদর্শন, ভোটগণনায় গোঁজামিল প্রভৃতি বিষয়েও ওই প্রস্তাবে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। সম্পাদকমণ্ডলীর অভিমত, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন কার্যত প্রহসন হয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যৎ নির্বাচনে করণীয় হিসাবে সম্পাদকমণ্ডলী কয়েক দফা ব্যবস্থার সুপারিশ করেছেন। ওইগুলি হল : (১) প্রতিটি নির্বাচন-কেন্দ্রের জন্য কেবলমাত্র রেজিসটারড ভোটারদের সংখ্যার সমপরিমাণ ব্যালট-পত্র ছাপাবার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ কাগজে এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে দূরবর্তী কোন রাজ্যের সরকারী প্রেসে কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এই ব্যালটপত্র ছাপাবার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে।

(২) প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে হয় সামরিক বিভাগের অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নিয়োগ করতে হবে।

(৩) হিংসাত্মক কার্যকলাপ, প্রাণনাশের হুমকি ও অন্যান্য প্রকার ভীতি-প্রদর্শনের ফলে যদি কোন বিশেষ ভোট-গ্রহণকেন্দ্রে কোন প্রার্থীর পক্ষে স্থানীয় পোলিং এজেন্ট জোগাড় করা সম্ভব না হয়, তবে সরকারের পুলিশ অথবা সামরিক বিভাগ থেকে ওই প্রার্থীর স্বার্থরক্ষার জন্য পোলিং এজেন্টের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৪) নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বেই নিষিদ্ধ অস্ত্রশস্ত্র এবং বিস্ফোরক দ্রব্যাদি উদ্ধারের অভিযানকে তীব্রতর করতে হবে এবং অপরাধীদের শাস্তির মেয়াদ দ্বিগুণ করবার জন্য প্রচলিত আইনকে সংশোধন করতে হবে। এই সমস্ত অভিযান গ্রামাঞ্চলে সম্প্রসারিত করে সাধারণ কৃষকদের মনে আস্থা ও নিরাপত্তা-বোধ ফিরিয়ে আনতে হবে।

(৫) নির্বাচনী আইনকে এমনভাবে সংশোধন করতে হবে যাতে করে (ক) দাঙ্গা, হাঙ্গামা, সন্ত্রাসসৃষ্টি এবং নরহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচনে দাঁড়াবার পক্ষে অযোগ্য বলে বিবেচিত হন।

(খ) এই নির্বাচনের সময়ে অথবা নির্বাচনোত্তর কালে যে সকল প্রার্থীর অনুকূলে অবাধ গুণ্ডামি সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ চলেছে এবং যে সকল প্রার্থীর অনুকূলে জাল ভোটপত্র পড়েছে বলে প্রমাণিত হবে, তারা গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রার্থী হবার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

(গ) কোন নির্বাচন কেন্দ্রে কোন প্রার্থীর সমর্থক অথবা সমর্থকবৃন্দ যদি বিরোধী প্রার্থীর কোন কর্মীকে হত্যা করেন, অথবা মারাত্মক রকমের আঘাত করেন, তবে ওই কাজ সন্ত্রাসসৃষ্টিকারী ও অবাধ নির্বাচনের পরিপন্থী বলে গণ্য করতে হবে। এবং আক্রমণকারী অথবা আততায়িবৃন্দ যে দলের বা প্রার্থীর অনুগামী সেই দলের বা সেই প্রার্থীর নির্বাচনে দাঁড়াবার অধিকার সঙ্গে সঙ্গে কেড়ে নেওয়া হবে।

ওই সংস্থার সভাপতি শ্রীনরেন সেন বৈঠকে পৌরোহিত্য করেন।

সোনা ও রূপা

২৩ মারচ—আজ বাজার বন্ধের সময় দর নিম্নরূপ ছিল :—

খাঁটি সোনা (স্ট্যান ১০ গ্রাম)	২০০.
সোনার গহনা (২২ ক্যাঃ ১০ গ্রাম)	১৯০.
রূপার বাট (১ কেজি)	৫৭৩.
ঐ খুচরা (১ কেজি)	৫৭৭.

আলেয়া — প্রত্যহ ২, ৫, ৮টায়
তপন সিংহের **সাগিনা মাহাতো**
* দিলীপ • সায়রা • অনিল

হিট গানে সমৃদ্ধ উপভোগ্য পারিবারিক ছবি
শক্তি ফিল্মস-এর
কটী পতঙ্গ
রাজেশ খান্না — আশা পারেখ

প্যারাডাইস —	রক্সি
২-৩০, ৫-৪৫, ৯	২-৩০, ৫-৪৫, ৯
দর্পণা —	মেনকা
১-৩০, ৪-৪৫, ৭-৪৫	২, ৫, ৮
নাজ —	লিবার্টি
২-৩০, ৫-৪৫, ৯	১২, ৩, ৬
ইণ্টালী —	তসবীরমহল
২, ৫, ৮	২-৪৫, ৫-৪৫ ৮-৪৫
চিত্রপুরী —	কমল
১১॥, ২॥, ৫৳, ৯	২॥, ৫৳, ৯

অতীন্দ্র (ব্যারাকপুর)
(এয়ারকুলড—১-৩০, ৪-৩০, ৭-৩০)
নবভারত (২, ৫, ৮) - পারিজাত (১২, ৩, ৬) নারায়ণী (১॥, ৪॥, ৭॥) রাধাশ্রী (১॥, ৪॥, ৭॥) প্রফুল্ল (১, ৪, ৭) — দীপক (১, ৪, ৭) উদয়ন (১॥, ৪॥, ৭॥)
রূপকথা (আসানসোল) ১, ৪-১৫, ৭-৩০ সুরজ (কটক) — রে (ধানবাদ) — মেঘদূত (গৌহাটী) — অন্নপূর্ণা (শিলচর) — কলাবতী (শিলচর) — অশোক (এয়ারকুলড, পাটনা)

গোয়েন্দা রিপ / জন প্রেন্টিস ও ফ্রেড ডিকেনসন রচিত

আইন-আদালত

চলন্ত ট্রেনে ডাকাতির অভিযোগ

নৈহাটিতে একটি চলন্ত ট্রেনে ডাকাতি এবং চুরিকরা দ্রব্য রাখবার অভিযোগে পরিমল দাস ও নিরাপদ দাসকে মঙ্গলবার শিয়ালদহের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিসট্রেট শ্রীবিশ্বনাথ মুখারজির আদালতে হাজির করা হয়। গত ১৮ মারচ অভিযুক্ত দুজন আরও তিনজনের সঙ্গে রিভলবার, ছুরি প্রভৃতি সহ চলন্ত ট্রেনে ওঠে। তারা যাত্রীদের কাছ থেকে জোর করে তাদের টাকা, সোনার অলংকার প্রভৃতি দাবি করে। অভিযুক্তরা টাকা, সোনার অলংকার, হাতঘড়ি প্রভৃতি ছিনিয়ে নিয়ে নৈহাটি স্টেশনে নেমে যায়। নিরাপদকে স্টেশনেই একটি সোনার দুল সহ যাত্রীরা ধরে ফেলে। পরিমলকে পরে পুলিশ গ্রেফতার করে। অন্যরা পালিয়ে যায়। এদের জামিনের আবেদন অগ্রাহ্য করা হয়েছে। শুনানী ৩ এপরিল পর্যন্ত মুলতুবি আছে।

জামিনের আবেদন নামঞ্জুর

হত্যার চেষ্টার অভিযোগে ধৃত চুনীলাল মেহতা এবং পরদেশী দিলদারকে মঙ্গলবার অতিরিক্ত চিফ প্রেসিডেনসি ম্যাজিসট্রেট শ্রীহরিসাধন বাড়রির আদালতে হাজির করা হয়। জোড়াবাগান পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে। তাদের বিরুদ্ধে অসদাচরণ, ইচ্ছাকৃত আঘাতের এবং এবং বিস্ফোরক পদার্থ রাখার অভিযোগও আনা হয়েছে।

অভিযোগে প্রকাশ, গত ২০ তারিখে উত্তর কলকাতায় পুলিশের গাড়ির উপর বোমা ছোঁড়া হয়। তাতে একজন কনস-টেবল আহত হন এবং গাড়িটিরও ক্ষতি হয়। অভিযুক্তদের বিবৃতি অনুযায়ী পরে সোমবার শোভাবাজার স্ট্রীটের একটি বাড়িতে হানা দিয়ে ১১টি পাইপ-গান, ডিনামাইট বারজার সহ প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র এবং মাওবাদী সাহিত্য উদ্ধার করা হয়। পুলিশের অভিযোগ, অভিযুক্তেরা দুর্বৃত্তদের অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করত ও আশ্রয় দিত। আসামীদের জামিনের আবে-দন অগ্রাহ্য করা হয়েছে। আগামী ৩০ মারচ পর্যন্ত তদন্ত সাপেক্ষে তাদের পুলিশ হাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়।

এস এম ব্যানারজি সি পি আই গ্রুপে যোগ দিলেন

নয়াদিল্লী, ২৩ মারচ—কানপুর কেন্দ্র থেকে নির্দল প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত শ্রী এস এম ব্যানারজি লোক-সভায় সি পি আই গ্রুপে যোগ দিয়েছেন এবং সেই গ্রুপের অন্যতম সেকরেটারি নির্বাচিত হয়েছেন।

তাঁকে নিয়ে লোকসভায় সি পি আই-এর সদস্য সংখ্যা এখন দাঁড়াল ২৪। —পি টি আই

ডি এম কে প্রার্থীর নির্বাচনের বিরুদ্ধে আবেদন

মাদরাজ, ২৩ মারচ—তিরুচেন্দুর সংসদীয় কেন্দ্রের স্বতন্ত্র দলের প্রার্থী ডঃ এম ম্যাথিয়াস ঐ নির্বাচন কেন্দ্রে ডি-এম-কে প্রার্থী শ্রী এম এন শ্রীবাসনের নির্বাচন চ্যালেনজ করে মাদরাজ হাই কোরটে আজ আবেদন করেন।

তিনি আবেদনে বলেন, প্রথম-বারের গণনায় তিনি ৩৬ ভোট বেশি পেয়ে নির্বাচিত হন। কিন্তু পুনর্বার গণনা করা হলে বিবাদী ২৭ ভোট বেশি পেয়ে যান। —ইউ এন আই

লোকসভায় পরলোকগত সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

নয়াদিল্লি, ২৩ মারচ—লোক-সভার পরলোকগত ৭ জন সদস্যের উদ্দেশে আজ সভায় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। এঁরা হচ্ছেন ডঃ কে এম মুনসী, শ্রী বি পি চালিহা, শ্রীনাথ পাই, শ্রীমহম্মদ সামসুদ্দিন, এডওয়ারড পল মাথুরাম, শ্রী সি পি এন সিংহ (প্রথম লোকসভার সদস্য) ও শ্রী ডি সি মল্লিক (দ্বিতীয় লোকসভার সদস)।

প্রধানমন্ত্রী সহ বিভিন্ন দলের নেতারা স্বর্গত সদস্যদের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। পরে সদস্যরা মৌনভাবে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানান। —পি টি আই

রাজস্থান স্টেট লটারিজ

অভূতপূর্ব বৃহত্তম প্রথম পুরস্কার দিতেছেন

১৬,০০,০০০ টাকা

সকল সিরিজ মিলাইয়া

দ্বিতীয় পুরস্কার	তৃতীয় পুরস্কার	বিশেষ পুরস্কার
৩,০০,০০০, টাকা	৫০,০০০, টাকা	১,০০,০০০, টাকা
(সকল সিরিজ মিলাইয়া)	(প্রতি সিরিজে একটি)	(দৈনিক খেলার ভিত্তিতে হিসাব হইবে)

মোট পুরস্কার ৫০৭১টি

বিশেষ দৈনিক খেলা পরিকল্পনার
অতিরিক্ত আকর্ষণ
প্রথম ১৫ দিনের জন্য প্রত্যহ ১টি পুরস্কার ৭,৫০০, টাকা
শেষ ১৫ দিনের জন্য প্রত্যহ ১টি পুরস্কার ৭,৫০০, টাকা + মোটর সাইকেল
প্রত্যহ ৯টি পুরস্কার.................. প্রত্যেকটি ৫০০, টাকা
প্রত্যহ ৯০টি পুরস্কার.................. প্রত্যেকটি ৫০, টাকা

বিশেষ সাপ্তাহিক পুরস্কার
২০,০০০, টাকা
অথবা অ্যামবাসাডর কার

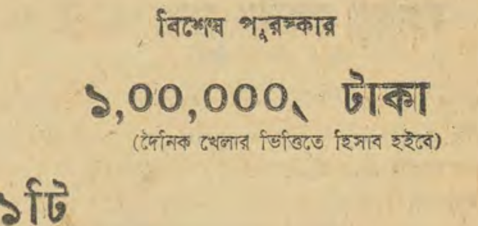

প্রতি টিকিটের মূল্য ১, টাকা
২৫-৩-১৯৭১ হইতে টিকিট বিক্রয় হইবে।

২০শ খেলা
১২-৫-১৯৭১
তারিখ কোনমতেই পিছানো হইবে না।

ডিরেক্টর, স্মল সেভিংস অ্যাণ্ড স্টেট লটারীজ, রাজস্থান, জয়পুর।
আমাদের নিম্নোক্ত ক্যাম্প অফিসেও টিকিট পাওয়া যাইবে :
ভুপেন্দর সিং, রুম নং—৩, ভারত হোটেল, ১, শম্ভু মালিক লেন, এম. জি. রোড, কলিকাতা–৭, ফোন—৩৩৮৩০৭

Jupiter

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

আনন্দবাজার পত্রিকা

[শনিবার ১০ই চৈত্র ১৩৪০ ইং ২৪-৩-৩৪]

মিঃ ফিলিপ স্প্র্যাট

সেপ্টেম্বর মাসে মুক্তি সম্ভাবনা

(সংবাদদাতার পত্র)

এলাহাবাদ, ২০শে মার্চ্চ

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার বন্দী মিঃ ফিলিপ স্প্র্যাটকে 'বি' ক্লাস হইতে 'এ' ক্লাসে স্থানান্তরিত করা সম্পর্কে কি করা কর্তব্য সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য নৈনী সেণ্ট্রাল জেলে মিঃ আর এস পণ্ডিত তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।......

মীরাট মামলার অন্যতম বন্দী মিঃ মুজাঃফর আহম্মদ এখন দার্জ্জিলিং জেলে আছেন। তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত এক চিঠি হইতে জানা যায় যে, তিনি সেখানে অত্যন্ত শীত বোধ করিতেছেন।

মিঃ স্প্র্যাট আগামী সেপ্টেম্বর মাসে মুক্ত হইবেন বলিয়া আশা করা যায়।

*

মিঃ রফি আমেদ কিদোয়াই

কাঁরাগারে অনশন ধর্ম্মঘট

এলাহাবাদ, ২২শে মার্চ্চ

যুক্তপ্রদেশের বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা মিঃ রফি আমেদ কিদোয়াই বর্তমানে রায়বেরিলি জেলে থাকিয়া কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন। প্রকাশ যে, জেল কর্তৃপক্ষের আচরণের প্রতিবাদকল্পে তিনি প্রায় এক সপ্তাহ যাবৎ অনশন ধর্ম্মঘট করিয়াছেন।......

*

নিখিল বঙ্গ প্রজা সম্মেলন

সভাপতি ফজলুল হক সাহেব

নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির কার্যনির্ব্বাহক সভার ২১শে মার্চ্চ তারিখের অধিবেশনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে মৌলবী এ কে ফজলুল হক সাহেব নিখিল বঙ্গ প্রজা সম্মেলনের দ্বিতীয় (কুষ্টিয়া) অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

লরি দুর্ঘটনায় ৪ জন নিহত

মঙ্গলবার সকালে অনডালের কাছে জি টি রোডে এক লরি দুর্ঘটনার ফলে চারজন নিহত হন। অভিযোগে প্রকাশ, সংশ্লিষ্ট লরিটি একটি আশ্রমের উপর ধাক্কা মারলে জনৈক আশ্রমিক সহ চারজনের মৃত্যু ঘটে।

দুর্গাপুর থেকে এ খবর দিয়ে পি টি আই জানাচ্ছেন, দুর্ঘটনার পর লরিচালক নিখোঁজ।

দুর্গাপুর থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, অনডালের কাছে বাস দুর্ঘটনায় নিহত চার ব্যক্তি হলেন (১) শ্রীছকু মণ্ডল (সাধুবাবা), (২) শ্রীঅনুকুল বাউড়ি, (৩) শ্রীশশধর ভালুক, (৪) শ্রীসন্তোষ মণ্ডল। বাসের চালক ও কনডাকটর পলাতক।

আট মাসে ৯০টি স্টেট বাসে আগুন, ক' লক্ষ টাকা ক্ষতি

স্টাফ রিপোর্টার

গত আগস্ট থেকে আট মাসে কলকাতার নানা হাঙ্গামায় ডবলডেকার নিয়ে ৯০টি স্টেট বাস পুড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতির আর্থিক পরিমাণ কয়েক লক্ষ টাকা।

মঙ্গলবার এক সাক্ষাৎকারে কলকাতা স্টেট ট্রানসপোর্ট করপোরেশন-এর এক মুখপাত্র এ খবর দিয়ে বলেন, শহরে স্টেট বাসের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার এটাও একটা বড় কারণ। এখন দৈনিক গড়ে ৫৫০টির মত স্টেট বাস চলছে।

বেসরকারী বাসই বেশি

আরও উল্লেখযোগ্য, বর্তমানে কলকাতায় স্টেট বাসের চেয়ে বেসরকারী বাসই বেশি যাতায়াত করে। রোজ সাত শতাধিক বেসরকারী বাস এখন কলকাতায় চলছে; এর মধ্যে প্রায় সাড়ে তিনশ' শুধু শহরের রুটেই চালু রয়েছে। স্টেট বাসের আয় কমে যাওয়ার এটি অন্যতম প্রধান কারণ বলে কর্তৃপক্ষ মনে করেন।

এ ছাড়া বর্তমান অস্বাভাবিক পরিস্থিতির দরুণ রাত্রের দিকে স্টেট বাসে যাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। এই সব কারণে মারচ মাসে অন্তত দশদিন এই পরিবহণ করপোরেশনের আয় গড়পড়তা দৈনিক আয়ের অর্ধেকে নেমে গিয়েছিল।

এস ইউ সি-র আলোচনা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শ্রীমুখারজি জানান, সুধীনবাবুর প্রস্তাব নিয়ে তাঁরা দলের বৈঠকে আলোচনা করবেন।

শ্রীকুমার বলেন, তাঁদের দৃঢ় ধারণা, **মন্ত্রিত্ব নিয়ে দলাদলির দরুণই অজয়বাবুর প্রস্তাবিত মন্ত্রিসভা ভেঙে যাবে। তবে ইউ এল এফ এখন কিছুই করবে না, শুধু পর্যবেক্ষণ করে যাবে। বিধানসভার অধিবেশন ডাকা হলেই ইউ এল এফের বৈঠক ডাকা হবে। সেই বৈঠকেই বিস্তারিত কর্মসূচী নেওয়া হবে।**

এদিকে ইউ এল ডি এফের ২৯ মারচের বৈঠকে এস ইউ সি যথারীতি যোগ দিচ্ছেন এবং আন্দোলনের কর্মসূচী নিয়ে আলোচনাও করবেন।

মহিশুরে কোন দলই সরকার গড়তে পারবেন না

—রাজ্যপাল

বাঙ্গালোর, ২৩ মারচ—মহিশুরের রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর আজ সাংবাদিকদের সঙ্গে ঘরোয়া কথাবার্তায় বলেন যে, রাজ্যে নব কংগ্রেস বা অন্য কোন দল সরকার গঠন করতে পারবে বলে তাঁর মনে হয় না।

অবশ্য ভবিষ্যতে ঠিক কী হবে তা তিনি এখনই বলতে পারেন না। নব কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত নিতে দু-এক দিনের বেশি দেরি হবে না বলেই তাঁর ধারণা।

মধ্যপ্রদেশ বিধানসভায় হাঙ্গামা। ভূপাল থেকে খবর : সোমবার মধ্যপ্রদেশ বিধানসভায় কংগ্রেস ও জনসঙ্ঘ সদস্যরা পরস্পরের বক্তৃতায় বাধা দিতে শুরু করলে অধ্যক্ষ অধিবেশন চল্লিশ মিনিট মুলতুবি রাখেন।

বুরহানপুরে সাম্প্রতিক এক হাঙ্গামার কথা জনসঙ্ঘের একজন সদস্য তোলেন। অধ্যক্ষ বলেন যে, বিষয়টি বিচার বিভাগীয় তদন্তাধীন কাজেই এনিয়ে কোন কথা না তোলাই ভালো। সদস্যটি এরপরেও বক্তৃতা চালাতে চেষ্টা করলে গোলমাল শুরু হয়।

রাজস্থান বিধানসভায় হাঙ্গামা। জয়পুর থেকে খবর : গতকাল রাজস্থান বিধানসভার ভিতর তিনজন যুবক ধ্বনি দিয়েছিল এবং পুস্তিকা ছুঁড়েছিল। তাদের গ্রেফতার করা হয়। অধ্যক্ষ আজ জানান যে, তিনি ওই তিনজন যুবককে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, যুবক তিনটি ইতিমধ্যেই আদালতের হাজতে বাস করেছে বলেই তিনি এই নির্দেশ দেন।

একজন জনসঙ্ঘ সদস্য এই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুললে গোলমাল শুরু হয়। নব কংগ্রেস সদস্যরা জনসঙ্ঘ সদস্যের একটি কথায় তীব্র আপত্তি জানান এবং বলেন যে, তাঁকে সভার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

শেষ পর্যন্ত ধ্বনি ভোটে অধ্যক্ষের সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়।

—পি টি আই ও ইউ এন আই

নতুন বেতন-কাঠামোয় পলিটেকনিক শিক্ষক, কর্মীদের বিক্ষোভ

স্টাফ রিপোর্টার

রাজ্য সরকার ঘোষিত নতুন বেতন কাঠামো পলিটেকনিকসমূহে কর্মরত শিক্ষক ও কর্মচারীদের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছে। মঙ্গলবার ওয়েসট বেঙ্গল পলিটেকনিক টিচারস ফেডারেশন-এর সা ধা র ণ সম্পাদক শ্রীতাপস গাঙ্গুলী এক বিবৃতিতে ওই কথা জানান।

বিবৃতিতে শ্রী গাঙ্গুলী আরও অভিযোগ করেন যে, "১৯৬১ সালে পে-কমিশন পলিটেকনিকের শিক্ষক ও কর্মচারীদের জন্য সরকারী বেতনক্রমই অনুমোদন করেন। রাজ্য সরকারও তা মেনে নেন। ১৯৬৭ সালের পে-কমিশনও অনুরূপ রায়ের পক্ষে মত দেন।" নতুন বেতনক্রমের সঙ্গে সরকারী বা কোন স্পনসরড সংস্থার বেতন কাঠামোর মিল নেই। পে-কমিশন অনুমোদিত বেতনক্রম মেনে নেবার জন্যও ওই বিবৃতিতে দাবি করা হয়।

হঠাৎ জল সরবরাহ বন্ধে দুর্গতি

স্টাফ রিপোর্টার

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উত্তর কলকাতায় বেলগাছিয়া ও আশপাশ অঞ্চলে হঠাৎ জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। স্থানীয় অধিবাসীদের অভিযোগ, এই গরমে বিকাল ৫টা থেকে বিনা নোটিসেই জল বন্ধ হয়ে যাওয়াতে জনসাধারণকে দারুণ অসুবিধায় পড়তে হয়।

রাত্রে এ সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, কাশীপুর এলাকায় একটি পামপ বদলাবার জন্য সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত জল বন্ধ রাখতে হয়। আজ বুধবার স্বাভাবিকভাবে জল সরবরাহ হবে বলে বিভাগীয় এক অফিসার জানালেন।

ট্রেনে ছোরা দেখিয়ে ছিনতাই

নিজস্ব সংবাদদাতা

চুঁচুড়া, ২৩ মারচ—সোমবার রাত্রে ছোরা দেখিয়ে আপ মোগলসরাই প্যাসেনজার ট্রেনে ডাকাতি করে নগদ টাকা, ঘড়ি আংটি নিয়ে একদল দুর্বৃত্ত চম্পট দেয়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, আপ ৩০৯ মোগলসরাই প্যাসেনজারের একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় ভদ্রেশ্বর ও মানকুণ্ডুর মাঝে ১২ জন লোক উঠে পড়ে। ওই কামরায় তখন দশজন যাত্রী ছিলেন। দুর্বৃত্তরা ছোরা দেখিয়ে নগদ ৪৫০ টাকা, কয়েকটি ঘড়ি, আংটি কেড়ে নেয়। জনৈক যাত্রী বাধা দিলে দুর্বৃত্তরা তাঁকে ছোরা মারে। ওই যাত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

চন্দননগরের কাছে চেন টেনে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়।

বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা সংসদের পরীক্ষা

বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা সংসদের আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষা আগামী জুন মাসে হবে। যাঁরা এ পরীক্ষা দিতে চান, তাঁদের ডাঃ কোকনদ চট্টোপাধ্যায় কেন্দ্রকর্তা, বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা সংসদ, ৮০ পারক স্ট্রীট, কলকাতা—এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

ওড়িশায় রাষ্ট্রপতি শাসনের মেয়াদ বাড়ল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এবং গণতন্ত্রসম্মত পথ না নিয়ে নব কংগ্রেস বাঁকা পথ ধরে।

ডঃ মহতাবের দিল্লি যাত্রা

ভুবনেশ্বর অফিসের খবর—আজ একটি বিমানে তিনজন গুরুত্বপূর্ণ কাজে এখান থেকে দিল্লি যাত্রা করেন। এই বিমানে আছেন ওড়িশা বিধানসভার নব কংগ্রেস দলের নেতা ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব। ওড়িশায় মন্ত্রিসভা গঠনে তাঁর চেষ্টা কেন ব্যর্থ হল, তা বুঝিয়ে বলার জন্য ডঃ মহতাব দিল্লি যাচ্ছেন। ওড়িশা বিধানসভায় নব কংগ্রেস দলের যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীত্রিলোচন কানুনগো তাঁর সঙ্গে যাচ্ছেন।

রাজ্য সরকারের অর্থদপ্তরের একজন আনডার সেকরেটারি রাজ্যের জন্য একটি অন্তর্বর্তী বাজেট নিয়ে দিল্লি যাচ্ছেন ঐ একই বিমানে।

আর একজন ঐ বিমানেই যাচ্ছেন. তিনি হচ্ছেন রাজভবনের এক দূত। তিনি রাজ্যের বর্তমান রাজনীতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে রাজ্যপালের বিস্তৃত রিপোরট নিয়ে দিল্লি যাচ্ছেন।

বিজু বলেন

ইউ এন আইয়ের খবর : উৎকল কংগ্রেস নেতা শ্রীবিজু পট্টনায়ক আজ ভুবনেশ্বরে সাংবাদিকদের বলেন যে, দুই দলের আলোচনায় যবনিকা পড়েছে বলে কোন কথা তিনি ডঃ মহতাবের কাছ থেকে শোনেননি। তিনি বলেন, ডঃ মহতাবের ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করবেন। তারপরেই তবে নব কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে একটি কোয়ালিশন সরকার গঠন সম্পর্কে তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।

না, পি এস পি নয়

কটক থেকে ইউ এন আইয়ের খবর, ৪ জন সদস্যের ওড়িশা পি এস পি আইনসভা দল নব কংগ্রেস নেতাকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেয়নি। আজ একটি বিবৃতিতে একথা বলেছেন রাজ্য পি এস পি'র সভাপতি শ্রীবিশ্বনাথ পণ্ডিত।

তরুণ তুর্কীদের আপত্তি

ভুবনেশ্বর অফিসের খবর, ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাবকে নব কংগ্রেস বিধানসভা দলের নেতা করায় ওড়িশা নব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তরুণ তুর্কী নেতা শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ রায় পদত্যাগ করেছেন বলে জানা গেল।

নির্বাচনের প্রাকালে ডঃ মহতাব যখন জন কংগ্রেস ছেড়ে নব কংগ্রেসে যোগ দেন শ্রী রায় তখন থেকেই তাঁর তীব্র সমালোচনা করে আসছেন। তাঁর পদত্যাগপত্রটি এখনও গৃহীত হয়নি।

নব কংগ্রেসের অ্যাড হক কমিটির আহ্বায়ক শ্রীবিনায়ক আচার্যও শ্রীরায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারেন। কারণ তিনিও ছিলেন নেতৃত্ব পদপ্রার্থী।

আরও জানা গেল—নব কংগ্রেস যদি মন্ত্রিসভা গঠন করে তবে তাতে উপ-মুখ্যমন্ত্রীর পদ নিতে শ্রীআচার্য নারাজ।

হাই কমানডকে ওড়িশা পরিস্থিতির কথা বিশদভাবে জানাবার জন্য শ্রীআচার্য দু-একদিনের মধ্যেই হয়ত দিল্লি যাবেন।

বিধানসভা গঠিত

ভুবনেশ্বর, ২৩ মারচ—ওড়িশায় রাষ্ট্রপতি শাসনের মেয়াদ আজ বাড়ানো হলেও ভারতের নির্বাচনী কমিশন এক বিজ্ঞপ্তি মারফৎ নতুন বিধানসভা গঠন করেছেন।

ওড়িশা গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে ১৯৫১ সালের জন প্রতিনিধি আইনের ৭৩ ধারা অনুযায়ী নতুন বিধানসভা গঠন করা হয়েছে। এই বিজ্ঞপ্তিতে ৫ মারচ তারিখের সাধারণ নির্বাচনে ১৩৯ জন নির্বাচিত সদস্যের নাম রয়েছে।

—ইউ এন আই

নব কংগ্রেস মহলে বিস্ময়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সাংবাদিকদের জানান যে, নব কংগ্রেস পরিষদ দলের নেতা ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব রাজ্যপালের কাছে ইতিমধ্যেই ৭২ জন সদস্যের একটি তালিকা পেশ করেছেন।

কংগ্রেস হাইকমানড আশা করেন যে, ডঃ মহতাবকে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য সুযোগ দেওয়া হবে।

ওড়িশা নব কংগ্রেস পরিষদ দলের সেকরেটারি শ্রীত্রিলোচন কানুনগোকে নিয়ে ডঃ মহতাব আজ সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার জন্য এখানে আসেন। নব কংগ্রেসকে মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগ না দিয়ে হঠাৎ রাষ্ট্রপতি শাসন কায়েম করার জন্য রাজ্যপাল যে সুপারিশ করেন সে সম্পর্কে উল্লেখ করে ডঃ মহতাব রাজ্যপালের কাজের তীব্র সমালোচনা করেন।

এখানে ওড়িশা ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠকে ডঃ মহতাব বলেন যে, জনপ্রিয় সরকার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা যাচাই করার ব্যাপারে রাজ্যপাল তাঁর কর্তব্য সম্পাদনে 'সম্পূর্ণ ব্যর্থ' হয়েছেন। তিনি বলেন, নব কংগ্রেসকে সরকার গঠনের সুযোগ দেওয়া হলে সি পি আই, পি এস পি, ঝাড়খণ্ড প্রভৃতি দলের সমর্থন পাওয়া যেত।

এয়ার লাইনস-এর বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিমান ভ্রমণের পক্ষে নিরাপদ নয়, বেনামীভাবে এইরূপ একটি সংবাদ বোমবাইতে ঘোষিত হবার পর বোয়িং বিমান বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়।

১৩ মারচ লক-আউট ঘোষণার পর আজ সর্বপ্রথম এয়ারলাইনস বিমান চালান আরম্ভ করেন।

ইনডিয়ান এয়ারলাইনসের প্রায় ২৫ জন অফিসার দিল্লি বিমানঘাটিতে বিমান চালাবার ব্যবস্থা করেন। এক্জিকিউটিভ পাইলট ও চীফ এয়ার-হোসটেসদের সাহায্যে বিমান চালান হয়।

শ্রী জে আর ডি টাটা ও শ্রী সি সুব্রহ্মণ্যম যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন।

—ইউ এন আই

হাওড়ার হনুমান হাসপাতালে কর্মীদের অনশন ধর্মঘট

স্টাফ রিপোর্টার

বিভিন্ন দাবির সমর্থনে হাওড়ার হনুমান হাসপাতালের কর্মীরা মঙ্গলবার বিকাল চারটে থেকে ২৪ ঘণ্টার অনশন ধর্মঘট শুরু করেছেন।

আজ বুধবার বিকাল চারটায় এই অনশন শেষ হবে।

'বিশ্ব আবহ দিবসে' হাওয়া অফিসের ভূমিকার গুরুত্ব স্মরণ

স্টাফ রিপোর্টার

মঙ্গলবার আলিপুর হাওয়া অফিসে 'বিশ্ব আবহ দিবস' পালিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যসচিব শ্রীনির্মলকুমার সেনগুপ্ত সভাপতি ছিলেন। বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের হুঁশিয়ারির ক্ষেত্রে হাওয়া অফিসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তিনি উল্লেখ করেন।

হাওয়া অফিসের ডাইরেকটার শ্রী এন সি রায় সরকার বলেন, আবহমণ্ডলে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন ও রাডার ইত্যাদি আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন করে নির্ভুল পূর্বাভাব ঘোষণার চেষ্টা করা হচ্ছে। কৃষি, বিমান ও নৌ-পরিবহণ, গবেষণার কাজ ও ডি ভি সি ইত্যাদির মাধ্যমে আবহবার্তা জনসাধারণের নানা উপকানর লাগছে বলে শ্রী রায় সরকার উল্লেখ করেন।

কলকাতা বিমান বন্দরের আবহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ডঃ এ সি দে বলেন, জনসাধারণ যাতে আবহাওয়াবিদ্‌দের সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ না করেন, এজন্য কী দারুণ অসুবিধার মধ্যে তাঁদের কাজ করতে হয় তার ব্যাপক প্রচার প্রয়োজন।

এই উপলক্ষে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। একটি ছায়াচিত্রও দেখানো হয়।

মনোজ কাহালী স্মরণে সভা

গত ২০ মারচ বিকালে, প্রখ্যাত বিপ্লবী স্বর্গত মনোজ কাহালীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে ইনটালি পদ্মপুকুরস্থ বেচুলাল রোড, সি আই টি বিলডিংস প্রাঙ্গণে প্রবীণ বিপ্লবী শ্রীনগেন্দ্রশেখর চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে এক মহতী শোকসভা হয়। বহু বক্তা মনোজবাবুর বৈপ্লবিক জীবন ও কার্যাবলী, তাঁর মহৎ চরিত্র ও নিঃস্বার্থ সেবার উল্লেখ করে ভাষণ দেন। মনোজবাবুর কর্মক্ষেত্র ভোলার বহু অধিবাসী এবং অনেক প্রাক্তন বিপ্লবীও সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভা-সমাবেশ

[অন্যভাবে উল্লেখ না থাকলে সূচিত সময় বিকাল বা সন্ধ্যা বোঝাবে]

ভারত-জারমানি গণতান্ত্রিক মৈত্রী সমিতি : ৬টায় ২৭ ডি, কলেজ স্ট্রীটে রোসা লুকেসেমবুর্গের জন্মশতবার্ষিকী সভা, পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। **রামকৃষ্ণ মিশন :** (গোলপারক) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় বিবেকানন্দ হলে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লীলা বক্তৃতামালার প্রথম বক্তৃতা করবেন শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়। বিষয়—'বাংলার নবজাগরণ'। সাড়ে ৫টায় শিবানন্দ হলে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কে সি ভট্টাচার্য বক্তৃতামালার প্রথম বক্তৃতা করবেন, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ এন কে দেবরাজ। বিষয়—'গঠন ও সমালোচনায় দার্শনিক যুক্তি'। **কালিঘাট হাই স্কুল :** (মহিম হলদার স্ট্রীট) ৬টায় বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী। **দি ইনস্টিটিউট অব ইনজিনিয়ারস :** (পঃ বঙ্গ কেন্দ্র) ৬টায় আর এন মুখারজি হলে সদস্যদের সভা। **শ্রীসারদা আশ্রম :** (পি ৬১৫, ব্লক 'ও' নিউ আলিপুর) ৫টায় 'রামায়ণের নারী চরিত্র' সম্বন্ধে আলোচনা (মহিলাদের জন্য)। **বিবেকানন্দ সোসাইটি :** সাড়ে ৬টায় ২১ বৃন্দাবন বসু লেনে পাখোয়াজ বাজন, ও ধ্রুপদ সঙ্গীত। **আকাদামী অব ফাইন আরটস :** ৪টায় ভাস্কর্য শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন। **কলকাতা কিরণ (গুঁড়া মশলা) ব্যবসায়ী সমিতিঃ** বেলা ২টায়, ২৯, আরমেনিয়ান স্ট্রীটে সমিতির সাধারণ সভা। **বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালা :** ৪টায় চলচ্চিত্র প্রদর্শনী। **অভ্যুদয় সংসদ :** (১০৩।এ, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট) ৬টায়, সাহিত্যালোচনাচক্র।

হিন্দ মোটরে কর্মবিরতি

স্টাফ রিপোর্টার

উত্তরপাড়ায় হিন্দ মোটরসের প্রায় ১৪ হাজার কর্মী মঙ্গলবার তাঁদের ইউনিয়নের নেতা শ্রীনারায়ণচন্দ্র রায়ের হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার উদ্দেশ্যে কাজ বন্ধ করে দেন। পুলিশীসূত্রে জানা যায়, শ্রীরায় যখন বাড়ি ফিরছিলেন তখন কয়েকজন দুষ্কৃতকারী তাঁকে ছোরা মেরে হত্যা করে। এ সম্পর্কে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গরম আবহাওয়া

স্টাফ রিপোর্টার

আজ বুধবারের আবহাওয়ার পূর্বাভাস : আবহাওয়া গরমই থাকবে।

মঙ্গলবার সর্বাধিক ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে ৯৮·৪২ ডিগ্রি ফারেনহাইট (স্বাভাবিক অপেক্ষা ২ সেঃ বেশি) এবং ৭৪·৬৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট (স্বাভাবিক অপেক্ষা ১ সেঃ বেশি)। বায়ুর আর্দ্রতার সর্বাধিক ও সর্বনিম্ন পরিমাণ ছিল যথাক্রমে শতকরা ৯৩ এবং ৩০ ভাগ।

ইংরাজী শিক্ষকদের জন্য

আগামী ৩ এপরিল থেকে ইংরাজী শিক্ষকদের জন্য ইংরাজী ধ্বনিতত্ত্বের অবৈতনিক সাপ্তাহিক ত্রৈমাসিক ক্লাস শুরু হবে। ডঃ সুকুমার সেন, অধ্যাপক প্রণবেশ সিংহরায়, ডঃ কোকনদ চট্টোপাধ্যায় ইংরাজী ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করবেন। যোগাযোগের ঠিকানা : পরিচালক, স্কুল অব লিঙ্গুইসটিকস ও ফোনেটিকস, ৮০ পারক স্ট্রীট।

শিয়ালদহ-বনগাঁ শাখায় ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন

স্টাফ রিপোর্টার

মঙ্গলবার বিকাল ৪টা ৪৮ মিনিট থেকে রাত্রি ৯-৩০টা পর্যন্ত শিয়ালদহ মেন ও বনগাঁ শাখায় ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। যান্ত্রিক গোলযোগই এর অন্যতম কারণ। তাছাড়া যাত্রী বিক্ষোভ তো আছেই।

এদিন দমদম স্টেশনে দমদম ক্যানটনমেনট লোক্যাল ট্রেনখানি হঠাৎ দাড়িয়ে যায়। সিগন্যালের ভুলের জনাই এই অবস্থা। এর পর পয়েনটসম্যান সেখানে গেলে বিক্ষুব্ধ জনতা তাঁকে মারধোর করে। রাত্রি ৯-৩০টায় আবার ট্রেন চলতে শুরু করে।

পলসন লিমিটেড-এর

আবশ্যক

কতিপয় সেলসম্যান

কলিকাতা হইতে কাজ করিবার জন্য। যেসব ব্যক্তির বয়স ৩০ বৎসরের নীচে, যাঁহারা ইংরাজী ও স্থানীয় ভাষা বলিতে ও লিখিতে অভ্যস্ত, যাঁহারা ভোগ্য পণ্য বিক্রয়ে দুই হইতে তিন বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, কেবল তাঁহারাই দরখাস্ত করিবেন। প্রার্থিগণ নিম্নলিখিত তথ্যগুলি উল্লেখ করিবেন :

* নাম * ঠিকানা * বয়স
* শিক্ষাগত যোগ্যতা * অভিজ্ঞতা
* যে যে ভাষা লিখিতে ও বলিতে পারেন * বর্তমান বেতন

পারিশ্রমিক অভিজ্ঞতা অনুসারে মাসিক ৪০০্ টাকা ও ৫০০্ টাকার মধ্যে। "সেলসম্যান-এর কাজ" কথাগুলি উপরে লিখিত খামে এবং ম্যানেজার, পলসন লিমিটেড, পোঃ অঃ বক্স ৯০১৮, কলিকাতা শিরোনামে দরখাস্ত কোম্পানীর নিকট ১০ দিনের মধ্যে পৌঁছা চাই।

স্কুইব® এবার এনেছে

ম্যাগনোমিন্ট®

পিপারমেন্টের স্বাদগন্ধভরা সমরূপ মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়া

এক চুমুক খেয়ে দেখুন…কী চমৎকার স্বাদ—হ্যাঁ, পিপারমেন্টের গন্ধই ত' বটে! (খড়ি বা বালির মত বিস্বাদ নয়) বচ্চারাও পছন্দ করবে এর তাজা, পিপারমেন্টের গন্ধ। অ..নারো ভালো লাগবে। এক চামচ খান না… কেমন মাখনেরই মত—সমরূপ, বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি হয় বলেই! ম্যাগনোমিন্ট নিরাপদ ও সুন্দর ভাবে কাজ করে। পাওয়া যায় তাড়াতাড়ি নিশ্চিত আরাম। ম্যাগনোমিন্ট নিন—কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্বল, পিত্তবিকার আর বুকজ্বালায় চটপট সুনিশ্চিত আরাম পাবেন।

ম্যাগনোমিন্ট®

নির্ভরযোগ্য আরামদায়ক

SQUIBB

SARABHAI CHEMICALS

® চিহ্ন ই.আর. স্কুইব অ্যাণ্ড সন্স এর রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক যাহকে পি পি এল লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবহারকারী।

Shilpi-HPMA-40B 70 Ben

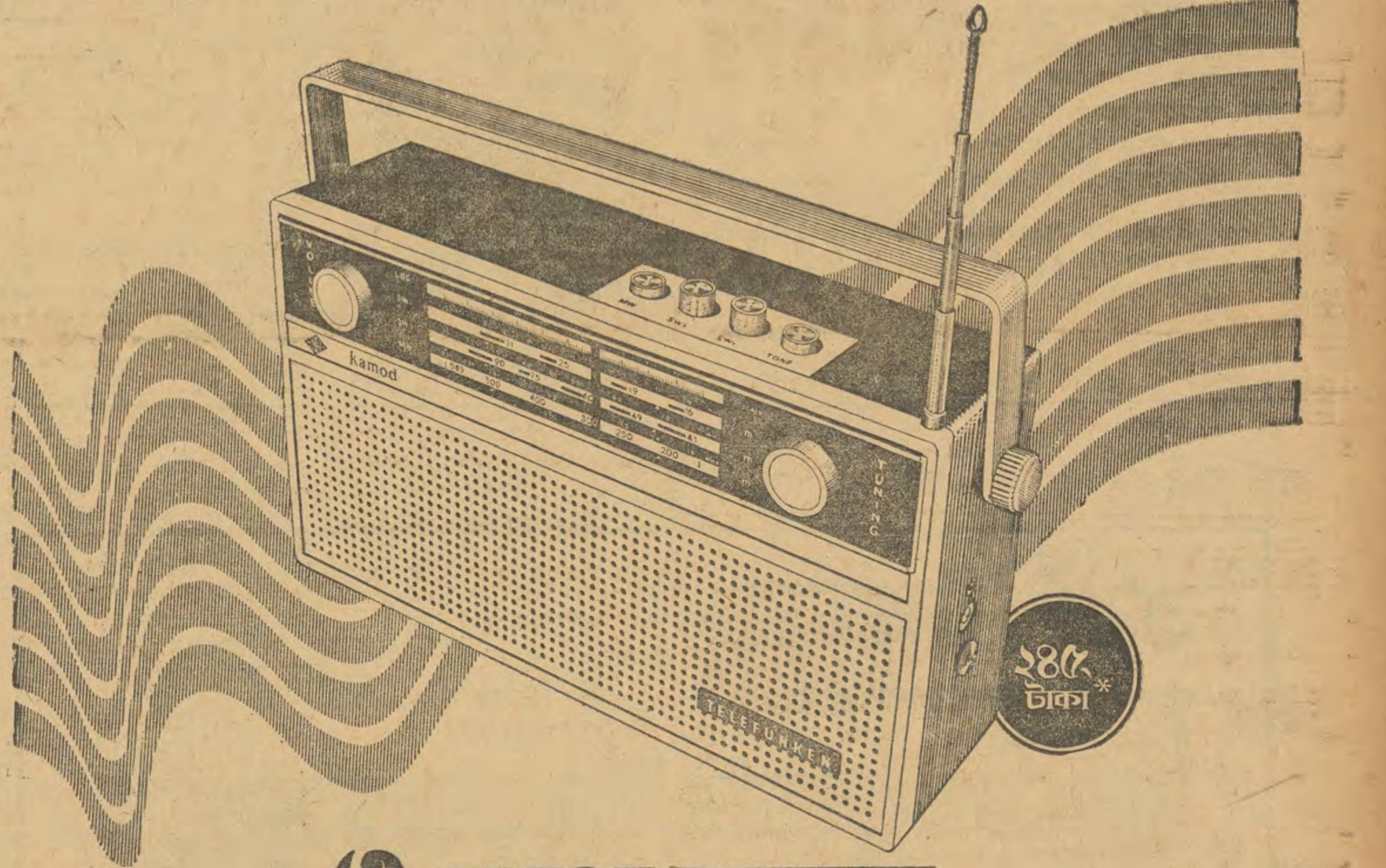

৩ ব্যাণ্ড কামোদ

সঙ্গীত-লহরীর সাগর

কামোদ-এই আপনার পছন্দমত অনুষ্ঠান শুনুন। এর ধ্বনি এত জোরালো, পরিষ্কার ও মধুর যে মনে হয় যেন, আপনার সামনে বসেই কেউ গান গাইছেন বা বাজনা বাজাচ্ছেন।

টেলিফাঙ্কেন রেডিয়ো ও ট্রানজিষ্টর অন্যান্য যে কোনও 'সেটের' চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক কারণ টেলিফাঙ্কেন সেটের সার্কিট ডিজাইন, এবং এই সেটে ব্যবহৃত প্রতিটি সরঞ্জাম আর টেলিস্কোপিক এরিয়েল—সবই এত উচ্চমানের যে তাদের তুলনা হয় না।

টেকনিকের বা প্রযুক্তির শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে টেলিফাঙ্কেনের মূলমন্ত্র হ'ল—অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সবসময়েই নিজ শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখা।

অতএব, কামোদ-এর ধ্বনি যে সবচেয়ে পরিষ্কার, মধুর এবং স্পষ্ট, তাতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে!

*এক্সাইজ সমেত, স্থানীয় কর অতিরিক্ত

টেলিফাঙ্কেন TELEFUNKEN

—ডীলারগণ—

নান অ্যান্ড কোং (প্রাঃ) লিঃ, ৯এ, ডালহৌসী স্কোয়ার ইস্ট, কলিকাতা—১
জে এন ঘোষ অ্যাণ্ড কোং, ১, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা—১
ক্রেডিট কর্পোরেশন, ২০, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট, কলিকাতা—১
নিউ পার্টস গোল্ড অ্যান্ড ওয়াচ কোং, ১৬৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭
শ্রীকমলা স্টোর্স প্রাইভেট লিঃ, ২২২, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা—৭
সি সি সাহা লিমিটেড, ৪৫, মতি শীল স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩
ডি পি ইলেকট্রনিক্স, ২বি, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা—১৩
গীতাঞ্জলি, ৭৮, ডাঃ সুন্দরীমোহন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা—১৪
ব্যার্মাবনো, ৪৭/২সি, গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা—১৯
এ এ এণ্টারপ্রাইজ, ৮৭, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা—২৯
সুরেশ রেডিও এম্পোরিয়াম, ৫৩, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা—২৯
রেডিও অ্যান্ড পিকচার, ৮৭, ডায়মণ্ডহারবার রোড, কলিকাতা—৩৪
এলিট ট্রেডিং কর্পোরেশন, ২৮, ঋষি বঙ্কিম রোড, পোঃ অঃ নৈহাটী (২৪ পরগণা)
ইলেকট্রনিক সেণ্টার, রেডিও ও সাউণ্ড এঞ্জিনীয়ার, বেনাচিটি, দুর্গাপুর
মুক্তা সাইকেল স্টোর্স, মেন রোড, ব্যারাকপুর
দি স্টার ট্রেডিং কোং, ১৩৩, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা—১
ইস্ট ইণ্ডিয়া ট্রেডিং কোং, ৯, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা—১
বেতার-ও-আলো, ১৮৭, বিবেকানন্দ রোড, মাণিকতলা বাজার, কলিকাতা—৬
বেরী রেডিও কোং, ১৬১/১ এম জি রোড, কলিকাতা—৭
রেডিও সেণ্টার, ৯/এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯
হ্যারিজ মিউজিক হাউস, ১৮/১, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা—১৩
ঈগল কমার্শিয়াল কোং প্রাঃ লিঃ, ১০, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩
গোস্বামী রেডিও টি ভি সিণ্ডিকেট, ৩১, পার্ক ম্যানসন, পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা—১৬
সাউণ্ড এঞ্জিনীয়ার্স, ৩১, আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা—২০
সেলস এম্পোরিয়াম, ৪৪৩, যশোহর রোড, কলিকাতা—২৮
ক্রেজ, ১১৩/১বি, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা—২৯
মেলোডি কর্নার, ৩, শ্রীঅরবিন্দ রোড, পোঃ অঃ সালকিয়া, হাওড়া
মেলোডি, কেঃ অঃ ঢাকা জুয়েলারী অ্যাণ্ড ওয়াচ হাউস, টি পি মার্কেট, পোঃ অঃ আসানসোল (জেলা বর্ধমান)
বজবজ ইলেকট্রিক্যাল স্টোর্স, ৫৩৫, মহাত্মা গান্ধী রোড, বজবজ
মাণিক রেডিও ভবন, ১৪০, মহাত্মা গান্ধী রোড, পোঃ অঃ রাণীগঞ্জ

মাথায় খুস্‌কি হয়েছে? ক্লিনিক লাগালেই পরিষ্কার!

'ক্লিনিক' ঠিক আর পাঁচটা শ্যাম্পুর মত নয়। সম্পূর্ণ নতুন ও বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় চুলের গোড়ার খুস্‌কি একেবারে সাফ ক'রে দেয়। শক্তিশালী জীবাণুনাশী টিসিসি* থাকায় 'ক্লিনিক' প্রথমবার লাগিয়ে ধুলেই খুস্‌কি পরিষ্কার হ'য়ে যায়। নিয়মিত ব্যবহারে এমন একটা শক্তি গড়ে তোলে যাতে খুস্‌কি হওয়া বন্ধ হয়।

'ক্লিনিক' খুস্‌কির চরম শত্রু হ'লেও আপনার চুলের কিন্তু পরম বন্ধু। চুলে যে অতি-প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক তেল থাকে তা ধুয়ে দেয় না, অন্যান্য ঔষধমিশ্রিত শ্যাম্পুতে প্রায়ই যার সম্ভাবনা থাকে। 'ক্লিনিক' ব্যবহারে আপনার চুল স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্যে ঝলমল করবে।

*০·১৫%৩.৪.৪. ট্রাইক্লোরোকারবানিলাইড

'ক্লিনিক' কিভাবে কাজ করে

নতুন আবিষ্কৃত এই জীবাণুনাশক সরাসরি খুস্‌কি সাফ করে। একবার ব্যবহারের পর আবার শ্যাম্পু করা পর্যন্ত সুরক্ষিত রাখে।

সুস্নিগ্ধ এই মিশ্রণ চুলের গোড়ায় গিয়ে খুস্‌কি দূর করে। চুল ক'রে তোলে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও সুন্দর।

দ্বিতীয়বারের ফেনা এক মিনিট চুলে থাকতে দিন। এর ফলে 'ক্লিনিকের' উপাদান ভেতরে গিয়ে মোক্ষম কাজ করে।

নিয়মিতভাবে 'ক্লিনিক' ব্যবহার ক'রে যান— সপ্তাহে অন্তত একদিন— খুস্‌কি প্রতিরোধের শক্তি বাড়বে।

ক্লিনিক শ্যাম্পু

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের একটি উৎকৃষ্ট জিনিস।
কেবলমাত্র কলকাতা শহরেই পাওয়া যায়।

HDL 2130

তৃতীয় টেস্ট চতুর্থ দিন

ভারত ৪৮ রানের পিছনে, হাতে ৪টি উইকেট

জর্জটাউন, ২৩ মার্চ—ভারত ও ওয়েস্ট ইনডিজ দলের তৃতীয় টেস্ট ম্যাচের চতুর্থ দিনের মধ্যাহ্নভোজের সময় ভারতের ৬ উইকেটে ৩১৫ রান উঠেছে। ওয়েস্ট ইনডিজ দলের প্রথম ইনিংসে রান উঠেছিল ৩৬৩। ভারত ৪৮ রানের পিছনে আছে এবং তাদের হাতে এখনও ৪টি উইকেট।

তৃতীয় দিনের শেষে ভারতের রান উঠেছিল ৫ উইকেটে ২৫৬। আজ চতুর্থ দিনে মধ্যাহ্নভোজের সময় পর্যন্ত প্রায় ২ ঘণ্টা ব্যাট করে ভারত ১টি উইকেট হারিয়ে ৫৯ রান যোগ করেছে।

ওয়েস্ট ইনডিজ—৩৬৩; ভারত—(৬ উইঃ) ৩১৫। —রয়টার

বিশ্ব কাপ হকি

ভারতে করবার জন্য শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশ

জলন্ধর, ২৩ মার্চ—আগামী ২৫ মার্চ ব্রাসেলসে আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশনের সভা হবে। ওই সভায় ভারতীয় হকি ফেডারেশনের সভাপতি অশ্বিনীকুমার যোগ দেবেন। তাঁর যাওয়ার আগে নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে যাতে ভারতে বিশ্ব হকি কাপ প্রতিযোগিতার খেলা হয় তার জন্যে চেষ্টা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্পষ্টই বলে দিয়েছেন যে, পাকিস্তান বর্জন করবে বলে হুমকি দিলেও যেন তিনি পিছিয়ে না যান। যা যা করবার প্রয়োজন তা যেন করে ফেলেন। এর জন্যে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-দফতর তাঁকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য করবেন।

ভারতীয় ক্রিকেট এখন পরিণত

বেরী সর্বাধিকারী

জর্জ টাউন, ২১ মার্চ—ওয়েস্ট ইনডিজের ৩৬৩ রানের উত্তরে ভারত ৫ উইকেটে ২৫৬ রান তুলেছে। মাঝে মাঝে হঠাৎ দু-এক পশলা বৃষ্টি হচ্ছে। অনিশ্চয়তায় সমৃদ্ধ ক্রিকেট এই তৃতীয় টেস্টের ফলাফল কোথায় নিয়ে যাবে কে জানে? তবে উইকেটের যা অবস্থা তাতে খেলার ফলাফল অমীমাংসিতভাবে শেষ হবার সম্ভাবনাই বেশী। তাতে ভারতের সুবিধা ছাড়া অসুবিধা নেই। কারণ দ্বিতীয় টেস্টে জয়লাভে ভারত কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে।

গত তিনদিনের ক্রিকেটে ভারতীয় খেলোয়াড়েরা একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করতে পেরেছে যে, দেশের মাটিতেই শুধু নয়, আজ বিদেশেও তাঁরা কৃতিত্ব প্রদর্শনে সক্ষম। ভারতীয় ক্রিকেট এখন পরিণত এবং পরিমার্জিত।

স্যার ফ্রাংক ওরেলের বিদায়ের পর থেকে ওয়েস্ট ইনডিজের ক্রিকেট শক্তি ক্রমেই হীনবল হয়েছে। প্রথম টেস্টে ওয়েস্ট ইনডিজকে ফলো অন করানো এবং দ্বিতীয় টেস্টে জয়লাভ ভারতের আকস্মিক ফলাফল নয়। এটা যোগ্য দলের কৃতিত্বের পুরস্কার।

জামাইকার টেস্টে ভারতের ৫ উইকেটে ৭৫ রান ওঠে। এর পর সারদেশাই ও সোলকারের সংগ্রামী ভূমিকায় ভারতের রান ৩৮৭তে পৌঁছায়। ভারতের স্পিনারদের ক্ষুরধার আক্রমণে ২১৪ রানে ওয়েস্ট ইনডিজের প্রথম ইনিংসের যবনিকা পড়ে। ফলো অন করতে বাধ্য হয় সোবারসের দল। ত্রিনিদাদের খেলাতেও ভারত বাড়তি দাপট দেখায়। এবারকার টেস্ট সিরিজে ভারত-ওয়েস্ট ইনডিজের খেলায় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে।

ত্রিনিদাদের খেলায় ভারতীয় তরুণ শক্তির উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটে। নবাগত গাভাসকার একজন পরিণত ওপনিং ব্যাটসম্যানরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। মারচেনট ও মুস্তাকের পর ভারতের এ জাতীয় কৃতী ব্যাটসম্যানের আত্মপ্রকাশ ঘটেনি। এছাড়া বিশ্বনাথ তাঁর হাঁটুর আঘাত কাটিয়ে সুস্থ হয়ে এ খেলায় আত্মপ্রকাশ করেন। এই কারণেই তৃতীয় টেস্টে বিশ্বনাথকে অন্তর্ভুক্তির জন্য আমি ওকালতি করেছিলাম।

১৯৫৩ সালে ভারতের বিরুদ্ধে চারটি টেস্ট সিরিজের খেলায় ওরেল তেমন সুবিধা করতে পারেন না। কিন্তু নির্বাচকমণ্ডলী ওরেলের উপর এতটুকু আস্থা হারান না। ফলে জামাইকাতে শেষ টেস্টে ওরেল ২৩৭ রানে অপরাজিত থেকে তাঁর যোগ্যতার নজির রাখেন। জাত খেলোয়াড় যারা তাঁদের খেলা কিছুক্ষণ দেখলেই বোঝা যায়। যে কোন মুহূর্তে তারা নিজ প্রতিভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে। তাই জয়ন্তীলাল গায়না ম্যাচে ভাল রান করলেও আমি বিশ্বনাথকে চেয়েছিলাম।

ওপনিং ব্যাটসম্যান হিসাবে গাভাসকার, এবং মাঁকড় এবং বিশ্বনাথ, সারদেশাই, সোলকার ব্যাটিংয়ে যে দৃঢ়তা দেখাচ্ছেন তাতে ভারতের ব্যাটিং ব্যর্থতার আশা কম। এ ছাড়া ভারতীয় স্পিনারদের সমষ্টিগত স্থির নিশানার আক্রমণ রচনার প্রয়াস দেখে এবারকার টেস্ট সিরিজে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার আশা রাখি।

চলতি তৃতীয় টেস্টে ৬ উইকেটে ২৩১ রান থেকে ওয়েস্ট ইনডিজের শেষ সারির ব্যাটসম্যানেরা ৩৬৩এ রান তুলে দেওয়ায় ভারতীয় খেলোয়াড়দের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সোবারসের মিডিয়াম ফাসট বোলিংও নিখুঁত হয়। এ সত্ত্বেও গাভাসকার ও বিশ্বনাথ দুই তরুণ ভারতের রানকে ৩ উইকেটে ২২৮এ তুলে দেন। বিশ্বনাথের উইকেটের চারদিকে দর্শনীয় মারগুলি ওয়েস্ট ইনডিজের দর্শকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা কুড়ায়। অবশ্য গাভাসকারের খেলাও নিঃসন্দেহে উঁচুদরের। তবে দুজনের তুলনামূলক বিচারে ' 'গাভাসকার যদি উইকস হয় তহালে বিশ্বনাথ ওরেল" এটা ওয়েস্ট ইনডিজের সমালোচকদেরই মন্তব্য।

•

ভারতের ফিলডিং উন্নত হলে এবং প্রসন্ন সুস্থ হয়ে দলে যোগ দিলে ভারতীয় দলের শক্তি আরও বাড়বে। ব্যাটিং ও ফিলডিং উন্নতির জন্য নিয়মিত অনুশীলনও করতে হবে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস ভারতীয় ক্রিকেটের শক্তি আজ পরিণত।

মারডেকা ফুটবলে ভারত খেলবে

কুয়ালালামপুর, ২৩ মার্চ—মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতা ৩১ জুলাই থেকে আরম্ভ হয়ে ১২ আগসট শেষ হবে। ভারত, সিংগাপুর, তাইল্যানড ও দক্ষিণ দক্ষিণ ভিয়েতনাম যোগদানের জন্য আমন্ত্রন গ্রহণ করেছেন। ইনদোনেশিয়া, বরমা, দক্ষিণ কোরিয়া, হংকং, জাপান, ফরমোসা প্রভৃতি দেশ আমন্ত্রন গ্রহণ করবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এ বছর অসট্রেলিয়াকে আমন্ত্রন করা হবে না বলে ঠিক হয়েছে। ইরান বোধ হয় এবারকার প্রতিযোগিতায় যোগদন করতে পারবে না। —ইউ এন আই

বিনা অস্ত্রোপচারে অর্শ থেকে আরাম পাবার জন্য হ্যাডেনসা ব্যবহার করুন!

DOL-327 BEN.

Deson
YOUR FAVOURITE IRONS

Distributors for West Bengal: CHATTERJEE BROS., 7. Pollock St., Calcutta-1 (Ph : 227168)
Selling Agents for Assam & Orrissa: H. V. Doshi & Bros., 113-G, Netaji Subhash Road, Calcutta.

মোহনবাগানের মূল্যবান পয়েনট নষ্ট

বৃহস্পতিবার রেলের সঙ্গে লীগ জয়ের লড়াই

স্টাফ রিপোরটার

মোহনবাগান—০ মহমেডান স্পোরটিং—০

মঙ্গলবার মোহনবাগান মাঠে হকি লীগের দুটি গুরুত্বপূর্ণ খেলায় মোহনবাগান মহমেডান স্পোরটিংয়ের সংগে গোলশূন্যভাবে খেলা শেষ করে অত্যন্ত মূল্যবান একটি পয়েনট নষ্ট করে। অপর খেলায় ইসটারন রেল এ এ ১—০ গোলে এরিয়ানকে হারিয়ে দুটি মূল্যবান পয়েনট ঘরে তোলে।

•

লীগ চ্যামপিয়নশিপ লাভের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান এবং ইসটারন রেল এ এ দলের মধ্যে এখন এক পয়েনটের পার্থক্য এবং দুই দলের পারস্পরিক খেলাটিই শুধু বাকি। আগামী বৃহস্পতিবার প্রদর্শনী ম্যাচ হিসাবে খেলাটি অনুষ্ঠিত হবে বলে ঠিক হয়েছে। মোহনবাগান ১৭টি খেলা থেকে ৩২ পয়েনট এবং ই আর এ এ সমসংখ্যক খেলা থেকে ৩১ পয়েনট সংগ্রহ করেছে। দুটি দলই এখন পর্যন্ত অপরাজিত।

অবশ্য প্রথম ডিভিসনের ১৯টি ক্লাবের মধ্যে মহমেডানও এখন পর্যন্ত অপরাজিত আছে। কিন্তু ১০টি খেলায় ১০ পয়েনট নষ্ট করায় চ্যামপিয়নশিপের দৌড়ে মহমেডানের কোন স্থান নেই।

কাসটমস দলের কাছে প্রথম একটি পয়েনট হারাবার পর মোহনবাগানকে এইদিন মরসুমের দ্বিতীয় পয়েনট হারাতে হয় মহমেডান স্পোরটিংয়ের কাছে। যদিও ইসটারন রেল এ এর সংগে খেলা ড্র করলেও মোহনবাগানের চ্যামপিয়নশিপ লাভ নিশ্চিত, তবু মঙ্গলবার মোহনবাগানের হারানো পয়েনটের মূল্য অনেকখানি।

এই পয়েনট খোয়ানোর জন্য মোহনবাগানের পুরোভাগের খেলোয়াড়দেরই দায়ী করা যেতে পারে। সারাক্ষণ আধিপত্য বজায় রেখে আক্রমণ চালিয়ে এবং দুই অর্ধে ৭টি সরট করনার পেয়েও তারা কোনো গোল করতে পারেনি।

অনেকে মনে করেন মোহনবাগানের সেনটার ফরোয়ারড অসিত দাসগুপ্ত যিনি অল্প ম্যাচ খেলেও তিনটি হ্যাটট্রিক করেছেন তাঁকে এই ম্যাচে না খেলানো যুক্তিযুক্ত হয়নি। তাছাড়া তৌফিক এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হননি। তাঁকে এ ম্যাচে না খেলালে হয়তো ঠিক হত। তবে তৌফিকের চোট এবং অসিতের অভাবেই শুধু নয়, যোগাযোগ এবং আক্রমণে সঙ্ঘবদ্ধতার অভাবেই মোহনবাগান গোল করতে পারেনি। মহমেডানের রক্ষণভাগ দৃঢ়তার সংগে খেলে সমস্ত আক্রমণ রুখে দিয়েছে।

সারা খেলায় মহমেডানের আক্রমণ বলে বিশেষ কিছু ছিল না। শুধু লেফট আউট ওমপ্রকাশ দুই একবার বল নিয়ে বিপদের সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেন। আর মহমেডান দল দু'বার লং করনার পায়। প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে আগের দিন মহমেডান দল ই আর এ এ-র কাছ থেকেও একটি পয়েনট ছিনিয়ে নিয়েছে।

মোহনবাগান—এস মুখার্জী; গুরুবক্স ও সুব্বায়া; রাজকুমার, ভি পেজ ও রহিম; আর ডিন, অশোক কুমার, তৌফিক শের খাঁ, সহিদ নুর ও ওসমান।

মহমেডান স্পোরটিং—এম আর খাঁ; ইনসান আলী ও গিলবারট; জাকি, সুলেমান ও সাবির; তেওয়ারি, মহম্মদ বিন হোসেন, ইত্তামদ, হায়দার ও ওমপ্রকাশ।

আমপায়ার—এস দত্ত ও বিজয় দত্ত।

মিঃ জিম এবং মিঃ জিম পাওয়ার প্রতিযোগিতা

মিঃ জিম দেহশ্রী ও মিঃ জিম পাওয়ার '৭০ শক্তি প্রতিযোগিতা আগামী ২৭ মার্চ '৭১ ৪॥ ঘটিকায় রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে কলকাতা-১৩ অবস্থিত 'দি জিমনাসিয়াম' (ন্যাশনাল বক্সিং স্টেডিয়াম)-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হবে। সমিতির সভাপতি শ্রীবিজয় সিং নাহার সভাপতির আসন অলংকৃত করবেন এবং চূড়ান্ত দিবসে ২৮ মার্চ '৭১ প্রতিযোগিতা সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীকল্যাণকুমার দাস সভাপতির কাজ করবেন ও পারিতোষিক বিতরণ করবেন।

অনুষ্ঠানসূচী:—

২৭ মার্চ '৭১—৪॥ ঘটিকায় মিঃ জিম পাওয়ার-এর টু হ্যানড ক্লিন ও প্রেস এবং টু হ্যানড ডেড লিফ্‌ট এবং মিঃ জিম প্রতিযোগিতার সকল বিভাগের প্রাথমিক পরীক্ষা হবে। —

২৮ মার্চ '৭১—মিঃ জিম পাওয়ার '৭০ প্রতিযোগিতার বেনচ প্রেস ও দেহশ্রী প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত অনুষ্ঠান হবে বেলা ৫টা থেকে।

পোরট কমিশনারস ৩—১ গোলে বিজয়ী

পোরট কমিশনারস—৩ উয়াড়ি—১
(আনোয়ার, ওয়ারড ২) (রোজারিও)

মঙ্গলবার প্রথম ডিভিসন হকি লীগে পোরট কমিশনারস ৩—১ গোলে উয়াড়িকে হারিয়ে দেয়। উয়াড়ি ১০ পয়েনট পেয়ে লীগের খেলা শেষ করে।

পোরটের আনোয়ার প্রথম গোল দিলে উয়াড়ির রোজারিও গোল পরিশোধ করেন। প্রথমার্ধের শেষের দিকে পোরটের ওয়ারড দ্বিতীয় গোল করেন ২—১। খেলা শেষ হবার এক মিনিট আগে ওয়ারড আবার গোল করেন ৩—১।

মামুলি হকি

এনটালি—০ অ্যালেকজানডার রেমনড—০

রেনজারস মাঠে এনটালি ও অ্যালেকজানডার রেমনডের হকি খেলা গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হওয়ায় দুই দলই একটি করে পয়েনট পেয়েছে। দু দলই ১৭টি খেলে ১৬ পয়েনট করে পেয়েছে।

বুধবারের হকি খেলা

প্রথম ডিভিসন লীগ—কাসটমস : এরিয়ানস (মোহনবাগান ৪টা); **পুলিস : খালসা ব্লুজ** (মোহনবাগান, ৩টা); **আরমেনিয়ানস : ডবলিউ বি পুলিস** (ইসটবেংগল, ৪টা); **স্পোরটিং ইউনিয়ন : পোরট কমিশনারস** (ইসটবেংগল, ৩টা)।

রাজস্থান শেষ খেলায় জয়ী

স্টাফ রিপোরটার

রাজস্থান—১ : পুলিস—০
রামলাল—১

হকি লীগের ১৭টি খেলার মধ্যে জয়লাভ করতে না পারলেও শেষ খেলায় পুলিসকে ১—০ গোলে হারিয়ে রাজস্থান জয়ের সংগে লীগের খেলা শেষ করেছে। দ্বিতীয়ার্ধের ২২ মিনিটে জয়সূচক গোল করেছেন রাজস্থানের রামলাল।

১৭টি খেলা থেকে মাত্র পাঁচ পয়েনট পাওয়ায় পুলিস দল আগেই দ্বিতীয় ডিভিসনে নামার বিধানে পড়েছে। শেষ খেলাতেও পয়েনট পায়নি।

ইসটারন রেল এ এ দলের জয়

ই আর এ এ—১ এরিয়ান—০
(ইক্রামুর)

এবারের হকি লীগের মোহনবাগানের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী ই আর এ এ সোমবার মহমেডানের কাছে একটি পয়েনট নষ্ট করায় যেটুকু পিছিয়ে পড়েছিল মঙ্গলবার এরিয়ানের কাছে ১—০ গোলে জিতে সেটু শুধরে নিয়েছে। কেননা মোহনবাগানও মহমেডানের কাছে মঙ্গলবার একটি পয়েনট খুইয়েছে।

ই আর এ এ বেশ শক্ত দল। কিন্তু এরিয়ানের বিরুদ্ধে তারা এইদিন খুব ভাল খেলতে পারেনি। সে তুলনায় এরিয়ান ভাল খেলেছে। প্রথমার্ধ গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হয়। দ্বিতীয়ার্ধের ১১ মিনিটে রেলের ইক্রামুর নিজ প্রচেষ্টায় বল নিয়ে গিয়ে জয়সূচক গোলটি করেন।

ই আর এ এ—জে দেব; অশোক কুমার ও এস দে; পরমপাল, সুদর্শন ও আর চাটার্জি; ও পি আপা, ডি ঘোষ, ইক্রামুর, রোটাস সিং ও সুরজিত সিং।

এরিয়ান—এস মিত্র; বি রায়চৌধুরী ও পি লাকড়া; আর চন্দ্র, ডি সুশেরাজ ও জোজো; এ ব্যানার্জি, কে গুই, আর দাস, এ দত্ত ও জে সিকুইরা।

আমপায়ারস টি সেন ও পি এল সিকদার।

ব্রিটিশ হকি দল

দু'সপ্তাহ ভারত ভ্রমন করবে

জলন্ধর, ২৩ মারচ—ভারতীয় হকি ফেডারেশন ব্রিটিশ হকি ফেডারেশনকে দু সপ্তাহের জন্য ভারত ভ্রমণ ব্যবস্থা করার যে অনুরোধ করেছিলেন, তা গ্রহণ করেছেন। ভারতীয় হকি ফেডারেশন তাদের অনুমোদন-পত্রও ডার্বিশায়ারের হেড কোয়ারটারে জানিয়ে দিয়েছে। এই বছরের অকটোবর-নবেমবর মাসেই ব্রিটিশ হকি দল ভারত ভ্রমণে আসবে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারি

ত্রয়োদশ খেলার টিকেট বিক্রয় হচ্ছে

এক টাকা দামের একখানি টিকেট কিনলে নিচের যে কোনো একটি পুরস্কার জিততে পারেন। এখনই আপনার ভাগ্য পরীক্ষা করুন।

প্রথম পুরস্কার	তিন লক্ষ টাকা
দ্বিতীয় পুরস্কার –	৬০ হাজার টাকা
তৃতীয় পুরস্কার	৩০ হাজার টাকা
দশটি ৪র্থ পুরস্কার	প্রতিটি ৫ হাজার টাকা
১০০টি ৫ম পুরস্কার	প্রতিটি ১,০০০ টাকা

বিক্রীত প্রতি সিরিজের জন্য ১,০০০ টাকার একটি বিশেষ পুরস্কার এবং প্রতিটি ১০০ টাকার একশতটি সান্ত্বনা পুরস্কার আছে।

খেলার তারিখ : ১০ই এপ্রিল ১৯৭১

প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পুরস্কার বিজয়ী টিকেটের জন্য এজেন্ট ও সেলার যথাক্রমে ৩% এবং ২% পুরস্কার পাবেন।

ডব্লু বি (আই অ্যান্ড পি আর) অ্যাডভাঃ নং ১০২০(৪)/এ

GUEST KEEN WILLIAMS LTD

লাইসেন্সিয়েট এঞ্জিনিয়ার ট্রেনী আবশ্যক

প্রার্থীদিগকে প্রথম শ্রেণীর এলইই বা এলএমই এবং ১ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে ২২ বৎসরের কম বয়স্ক হইতে হইবে। তাঁহাদিগকে শিফ্‌টে কাজ করিতে ইচ্ছুক হইতে হইবে।

কোম্পানির বিভিন্ন ডিভিসনে পুরাদস্তুর ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হইবে। প্রথম বৎসরে মাসিক ২৫০, টাকা এবং দ্বিতীয় বৎসরে মাসিক ৩০০, টাকা স্টাইপেন্ড দেওয়া হইবে। ট্রেনিং শেষ করার পর সফলকাম প্রার্থীদিগকে কোম্পানির যে কোন ডিভিসনে জুনিয়র সুপারভাইজার বা টেকনিক্যাল স্টাফ হিসাবে নিযুক্ত করা হইবে।

নাম, বয়স, যোগ্যতা এবং পাঠ্যবিষয় বহির্ভূত ক্রিয়াকলাপ উল্লেখে দরখাস্ত ১৫ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখ মধ্যে নিম্নঠিকানায় পাঠাইতে হইবে :

ডিভিসনাল ডিরেকটর—পার্সোনেল
গেস্ট কীন উইলিয়ামস লিমিটেড
৯৭, আন্দুল রোড,
হাওড়া—৩

খামের উপর 'কোম্পানির ট্রেনি' কথাগুলি লিখিয়া দিতে হইবে।

সমীরদা—

রোজগেরে, ফুর্তিবাজ লোক
ঘরোয়া কাজে চৌকশ

"আসল জিনিষটি আমার চাই!"

খোলা মেজাজের মানুষ সমীর—সারাদিন মনের ফুর্তিতে কাজ করতে পেলেই খুশী। বলে, শরীর ভালো তো সব ভালো।
ওর স্ত্রী সেটা বোঝেন আর বোঝেন বলেই রোজ ওকে হরলিক্‌স খেতে দেন।
হরলিক্‌সই হ'লো আসল জিনিষ।
পুষ্টিকর উপাদান আর শরীরগঠনকারী প্রোটিনে ভরপুর হরলিক্‌স স্বাস্থ্য ও শক্তি অটুট রাখে।

খাঁটি গরুর দুধ, উৎকৃষ্ট গম এবং অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য দিয়ে তৈরী বলেই হরলিক্‌সের এত গুণ।
ডাক্তাররা আজ ৮০ বছরের ওপর হরলিক্‌স খেতে নির্দেশ দিয়ে আসছেন।
রোজ হরলিক্‌স খেয়ে আপনার ও পরিবারের সকলের স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় রাখুন।
হরলিক্‌স সত্যিকারের পুষ্টি আর বাড়তি শক্তি দেয়।

'হরলিক্‌স' হ'লো আসল জিনিষ

'হরলিক্‌স' একটি রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

HL 1855

জীবন আলোচনা

১৯৪৭-এর পর স্বাধীন ভারতবর্ষে পরিবর্তিত পরিবেশে বাস্তবমুখী চিন্তাধারার সংগ্রামী রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ১৯৪৭-এর আগে ভারতের রাজনৈতিক সংগ্রাম ইংরেজের অধীনতা থেকে মুক্তি লাভের মধ্যে সীমিত ছিল, কিন্তু সামাজিক বিপ্লব ছাড়া কোন রাজনৈতিক স্বাধীনতাই পূর্ণাঙ্গ হয় না। ফলে স্বাধীনোত্তর ভারতে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে যে শূন্যতার সৃষ্টি হল, তাকে পূর্ণ করবার কোন বাস্তব রূপরেখা আমরা পেলাম না। তাই চতুর্দিকে আজ নৈতিমূলক অনিশ্চয়তার কালো মেঘ—পরম্পরাগত কোন স্থায়ী আদর্শের মূল্য সম্পর্কে ঘোরা অবিশ্বাস। ঐতিহাসিক বিবর্তনের এ এক অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

এ-হেন পরিস্থিতিতেও গান্ধীবাদ-এর মূল্যায়নের অবকাশ আছে, কারণ প্রাক্‌ স্বাধীনতা যুগে এবং স্বাধীনতা লাভের কিছুদিন পরেও গান্ধীজী ছিলেন ভারতবর্ষের অবিসংবাদিত রাজনৈতিক নেতা। রাজনীতিকে নৈতিক দিক থেকে ধর্মের আবরণে সত্যনিষ্ঠ করে তোলার প্রয়াস তিনি করে গেছেন। সবার উপরে গান্ধীজীর জীবনাদর্শের আবেদন সমষ্টির

দিয়েছেন। মহাত্মার জীবন ও কাজের সঙ্গে জড়িত ভারতের সমস্যাবলীকে গান্ধীজীর চোখ দিয়েই তিনি দেখবার চেষ্টা

দ্যাট লিটল ব্রাউনম্যান গান্ধী—ফ্রেডারিক বি ফিশার
ওরিয়েণ্ট লংম্যানস লিঃ, নয়াদিল্লি। ১৩·৫০

গান্ধী সেণ্টিনারী ভলিউম । বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন । ১০·০০

জীবনে না হলেও ব্যক্তিক জীবনে প্রয়োগসাক্ষেপ ব্যাপার একথা অনস্বীকার্য। ভারতের বন্ধু বলে পরিচিত মেথডিস্ট চার্চের একজন ধর্মযাজক ফ্রেডারিক বি ফিশার ইংরেজী ভাষায় গান্ধীজীর জীবন আলেখ্য রচনা করেছেন। গ্রন্থখানি প্রথম প্রকাশিত হয় আমেরিকায় ১৯৩২ সালে, কিন্তু ইংরেজ সরকারের আদেশে গ্রন্থখানির প্রচার ভারতবর্ষে তখন নিষিদ্ধ ছিল। আলোচ্য গ্রন্থখানি ১৯৭০ সালে প্রকাশিত ভারতীয় সংস্করণ। গান্ধীজীর জীবনকে লেখক অলৌকিক আখ্যা করেছেন। গ্রন্থখানি গল্পাকারে লিখিত—ব্যক্তিক অভিজ্ঞতাই এর ভিত্তি। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আদর্শকে তিনি আধ্যাত্মিক ও মেশিনগানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন এবং এর প্রায়োগিক দিকের কথাও তিনি বলেছেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শক্তির ভারসাম্য রক্ষার জন্য মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে দূরবীন যন্ত্ররূপে তিনি ব্যবহার করেছেন, কারণ লেখকের মতে, গান্ধীজী হলেন নয়াপ্রাচ্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। নেপোলিয়নবিহীন ফরাসী বা লিংকনবিহীন আমেরিকাকে তিনি তুলনা করেছেন গান্ধীবিহীন ভারতবর্ষ তথা নয়াপ্রাচ্যকে। রাষ্ট্রনায়ক, রাজনীতিবিদ্‌ বা দার্শনিক গান্ধীর পেছনে যে মানুষ গান্ধী সব সময় জাগ্রত ছিল, সেই গান্ধীর ছবি তিনি এঁকেছেন গান্ধী সম্পর্কিত নানা সমস্যা আলোচনার মধ্য দিয়ে।

গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের আদর্শ সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা, গান্ধীর সঙ্গে শান্তিনিকেতনের সম্বন্ধ ও গান্ধীবাদের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিশ্বভারতী (শান্তিনিকেতন) থেকে প্রকাশিত গান্ধী সেনটিনারী ভলিউম একখানি উল্লেখযোগ্য প্রামাণিক গ্রন্থ। 'গান্ধীবাদ' ও 'রবীন্দ্র আদর্শ' সম্পর্কে বিশেষ পারদর্শী বিভিন্ন চিন্তাশীল লোকের তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় লিখিত নানা প্রবন্ধাবলীতে গ্রন্থখানি সমৃদ্ধ। গান্ধীজীর নানা ঘটনা বহুল জীবনের পেছনে তাঁর এক বৈপ্লবিক মনের পরিচয় দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী গ্রন্থখানির প্রাক্‌-কথনে—জাতি বা ব্যক্তির মধ্যে যেখানেই অত্যাচার ও অবিচার গান্ধীজী দেখেছেন, সেখানেই তাঁর মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। তাঁর জীবনের লক্ষ্যবস্তু ছিল মানব-কেন্দ্রিক সুস্থ ও স্বচ্ছ সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলা। "সত্যের পথ ত্যাগ না করিলে সত্যাগ্রহীর পরাজয় নাই"—এই ছিল গান্ধীজীর জীবনবেদ—এরই তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গেছেন আজীবন, ব্যক্তিক ও জাতীয় জীবনে এই আদর্শ কার্যকর করবার জন্য। গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বের মধ্যে কতকগুলি আপাত-বিরোধ দেখা যায়। বর্তমান যুগোপযোগী না হলেও আদর্শের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা তাঁর ব্যক্তিত্বকে এমন এক অনন্য সাধারণ রূপ দিয়েছে, যা অনুকরণীয়—ডাঃ কালিদাস ভট্টাচার্য গ্রন্থের ভূমিকায় একথার ইঙ্গিত করেছেন।

তিন রকম

অসামাজিক—গুণময় মান্না। ইনডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবঃ কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-১২। ৫·৫০

লনডনে ফাল্গুন — হিরণ্ময় ভট্টাচার্য। সিগনেট প্রেস, কলকাতা-২০। ৪·০০

এতদিন পরে — গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। সুরভি প্রকাশনী, কলকাতা-১৯। ৪·০০

মফস্বল-শহর নিয়ে আমাদের সাহিত্যে খুব বেশি উপন্যাস লেখা হয়নি। তার কারণ বোধ হয় এই যে, একটা গোটা শহরকে কেন্দ্র করে উপন্যাস লিখতে গেলে তার সম্বন্ধে যেটুকু জানাশোনার দরকার, অনেকেই হয়ত সেটুকুর অভাব বোধ করেন। শ্রীমান্না সাহস করে কৃষ্ণনগরকে নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন। যে কারণেই হোক কৃষ্ণনগর তাঁর কাছে খুব চেনা। এর কালভার্ট রেসটুরেন্ট থেকে শুরু করে মানুষগুলির যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার কোনটির জন্যই তাঁকে কিছু বানাতে হয়েছে বলে মনে হয় না।

এ উপন্যাস কয়েক বছর আগের সেই দুঃসময় নিয়ে লেখা, যখন চাল-কেরোসিনের অভাবে শাসকশ্রেণীর সঙ্গে সাধারণ মানুষের সংঘর্ষ বাঁধছে। সুতরাং 'অসামাজিক'-এর কাহিনী থেকে ছাত্রদের ডিমনস্ট্রেশন, পুলিসের গুলি, শোকযাত্রা—এ সব ইতিহাসের ঘটনাগুলিও বাদ যায়নি। অথচ এ সব ঘটনা চরিত্রের মেজাজের সঙ্গে মিল রেখে এত স্বাভাবিকভাবে ঘটেছে যে, পাঠককে কোথাও এতটুকু অবিশ্বাসের ধাক্কা খেতে হয়না।

ধোঁয়া আর কুয়াশায় ঢাকা লনডনে ফাল্গুন বড় ক্ষণস্থায়ী। 'লনডনে ফাল্গুন'-এর লেখক সেই ক্ষণিক বসন্তের সঙ্গে এক ক্ষণিক প্রেমকে মিলিয়ে দিয়েছেন। সে প্রেম সহধর্মিনী ব্রেনডার সঙ্গে ইনজিনিয়ার সুবীরের। বিলাতের এক ড্রইং অফিসে কাজ করতে করতে দু'জনের আলাপ। আলাপ থেকে ভালবাসা। ব্রেনডারের কাছে সুবীরের কোন পাওনাই বাকি থাকল না। তবু সুবীরের মনে প্রশ্ন, ব্রেনডা যা করছে তা কি তারই জন্য, নাকি এর আসল ভাগীদার তার পঙ্গু অথর্ব স্বামীই। লেখক লনডন প্রবাসী। সুতরাং বিলাতের পথ-ঘাট, অফিস-আদালত আমাদের ভাল করে চিনিয়ে দেবেন, এতে অবাক হবার কিছু নেই। কিন্তু তাঁর নবি ক্লারক আমাদের অবাক করে বইকি। লেখকের স্টাইল এক কথায় স্মারট, বিলাতের কাহিনীর সঙ্গে তা সুন্দর মানিয়ে গেছে। কিন্তু সেই সুবাদে ব্রেনডা-সুবীরের প্রেম-কাহিনীকেও যদি শুধুই স্মারট বলি তা হলে ভুল করা হবে।

'এতদিন পরে' লেখার প্রেরণা লেখক পেয়েছেন কয়েক বছর আগের একটি ঘটনা থেকে। সবরকম লোক-লৌকিকতাকে নস্যাৎ করে দিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে কলকাতা শহরে যখন একটি বিয়ের উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। এ বই-এর নায়ক-নায়িকা সজল আর রমার বিয়েতেও দেখা গেল, তারা চিরাচরিত প্রথাকে মানছে না, নতুনভাবে অনুষ্ঠান করছে। উদ্দেশ্য সাধু হলেই বই সাধুবাদ পাবে এমন কোন কথা নেই। গৌরীবাবুর 'এতদিন পরে' পাঠকদের ভাল লাগবে এই জন্য যে, সজল ও রমার হঠাৎ ভালবাসা এবং বিয়ের মত একটা রোমানটিক ব্যাপারকে সর্বত্র আবেগের বাষ্প থেকে মুক্ত রেখে গৌরীবাবু সহজ সরল ভাবায় বলে যেতে পেরেছেন। গৌরীবাবুর লেখার আর একটা আকর্ষণ তাঁর ছোট ছোট অনায়াস হিউমার।

পত্র-পত্রিকা

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত সম্পাদিত প্রবন্ধ মাসিক সন্ধান (২৪ চৌরঙ্গী, **কল-১৩**)-এর মাঘ সংখ্যার কয়েকটি প্রবন্ধ সম্পর্কেই পাঠকরা আগ্রহী হবেন। এ সংখ্যার দুটি উল্লেখ্য প্রবন্ধ 'দীনবন্ধু এণ্ডরুজ ও অত্যাচারিত পাঞ্জাব' এবং 'সুপ্রাচীন বঙ্গভাষার কল্পিত রূপ'।

সাহিত্য ত্রৈমাসিক **সাহিত্য সেতু** (শুভেন্দু সেনগুপ্ত বাঁশবেড়িয়া, হুগলি)-এর বর্তমান ৩য়-সংখ্যাটি যথারীতি প্রবন্ধ, কবিতা, ছোটগল্প, মিনি গল্প নিয়ে প্রকাশিত। গল্পের মান ভাল। নিয়মিত বিভাগের রচনাগুলিও প্রশংসা পাবার যোগ্য।

অমল মিত্র/নরেশ মালাকারের সম্পাদনায় সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে **বিস্ময়** (৩১, গৌরীবাড়ি লেন, কল-৪)। এ সংখ্যায় কবিতার সংখ্যা বেশী। ছোটগল্প দুটি ছোট হলেও লক্ষণীয়। পরিকল্পনায় রুচির পরিচয় আছে।

পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক ছোটগল্পের ত্রৈমাসিক **স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্ন** (পীযূষ রাউত, জোনাকি, পূর্ব গোবিন্দপুর, কৈলাশহর, উঃ ত্রিপুরা)-এর ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা মোট আটটি গল্প নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। লেখকরা পূর্বাঞ্চলের ত্রিপুরা কাছাড়ের সঙ্গে জড়িত বলে গল্পগুলি নতুন পটভূমি পেয়েছে। এদের স্বাদেও নতুনত্ব আছে।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর এর শিল্প এবং কৃষি কী চেহারা নেবে সে বিষয়ে গান্ধীজির চিন্তা খুব সরল নয়। তার ফলে অনেকেই তার ভুল ব্যাখ্যা করেছেন। সত্যব্রত ঘোষের **গান্ধীবাদ** (২, করুণাময়ী ঘাট রোড, কলিঃ-৪১। ২.০০) সেই ভুল বোঝাবুঝিরই বিস্তৃত আলোচনা। শিল্প, সমাজ ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে গান্ধীজির মত ও পথ বোঝার পক্ষে বইটি সহায়ক হবে।

অশোক সেনগুপ্তের **ভূপালদার লাইকা** (কথা ও কাহিনী, কল-১২। ১.৫০) ছোটদের জন্য লেখা আসলে এক চালিয়াত ভূপালের গল্প, যিনি পৃথিবীকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন বলে দাবি করেন। চালিয়াত হলেও ভূপালদার ব্যাপার-স্যাপার আগাগোড়াই মজার। বইটি থেকে ছোটদের মজা পাবার কথা।

নাটক ও মঞ্চ নিয়ে নানা রকম

'পিকক' (ডঃ সুশীল রায়, ৫৯বি কাঁকুলিয়ারোড, কল-১৯) নতুন ইংরাজি মাসিক পত্রিকা। কলা, সাহিত্য, নৃত্য, নাটক—বিবিধ আলোচনা পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায়ই স্থান পেয়েছে। লেখকসূচির মধ্যে রয়েছেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, জগন্নাথ চক্রবর্তী, এ কে গুপ্ত, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়।

আরও বই

আন্দোলনের ফলে অনেকেই নতুন নাটক লেখার দিকে ঝুঁকেছেন। **অন্ধকারে একা** (মেঘদূত প্রকাশনী, কল-১২। ২.০০)-এর লেখক কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায় এবং **সাপুড়ের বাঁশি** (আশাবরী পুব। ২৪ ঠাকুর রামকৃষ্ণ লেন, সাঁতরাগাছি, হাওড়া। ২.০০) এর লেখক জগ মজুমদার সাহিত্যের আসরে বিখ্যাত না হলেও তাঁদের দুটি নাটকেই কিছু মৌলিক চিন্তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

গীটার বাদক এবং শিক্ষক হিসাবে অধ্যাপক নীহারবিন্দু চৌধুরী ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত **গীটার প্রকাশিকা** (এস চন্দ্র অ্যাণ্ড কোং, কল-১৩। ৬.০০) বইটিতে যন্ত্রটি ধরার পদ্ধতি থেকে শুরু করে শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় সব রকম তথ্যই সন্নিবিষ্ট হয়েছে। দেশীয় এবং পাশ্চাত্য দুরকম স্বরলিপিই বইটিতে দেওয়া আছে। গীটার শেখায় যাঁরা আগ্রহী এ বই তাঁদের কাজে লাগবে।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাঃ নন্দগোপাল বসু তাঁর পনের বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখেছেন **হোমিওপ্যাথিতে ১৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা** (কাঁইগ্রাম, বর্ধমান। ১.৭৫)। বইটিতে কয়েকটি রোগের লক্ষণ নির্ণয় ও তার চিকিৎসা পদ্ধতির আলোচনা করা হয়েছে।

ভারতীয় দাঁড়ির খেলাকে ঘিরে আছে নানা রোমাঞ্চ, নানা ইতিকথা। যাদুকর বি হোড়ের লেখা **ভারতীয় দাঁড়ির খেলা** (জাতীয় পুস্তকালয়, কল-৬। ২.০০)-য় এই খেলার ইতিহাস এবং খেলা দেখানোর কৌশলের সবিস্তার আলোচনা আছে। তাছাড়াও আছে আরও কয়েকটি যাদু-রহস্যের ইতিবৃত্ত।

তারাপদ রাহা অনূদিত **আরব্য-রজনী চতুর্থ খন্ড** (রূপা অ্যান্ড কোং, কল-১২। ৫.০০) এই সিরিজের চার নম্বর বই। এ খণ্ডে আছে সিন্দবাদের সাত দফা সমুদ্রযাত্রা এবং আরো দুটি গল্প।

ছোটগল্পের সংকলন ইদানীং বড় একটা চোখে পড়ে না, বিশেষ করে নতুন লেখকের। উমা গঙ্গোপাধ্যায়ের সংকলন **সাহেবের বৌ** (কথা ও কাহিনী, কল-১২। ৪.০০)-এর গল্পগুলি পাঠকের আগ্রহ সৃষ্টি করে। কয়েকটি গল্প কিছুটা আবেগ আশ্রিত হলেও, তাদের ব্যঞ্জনা পাঠকের চোখ এড়িয়ে যায় না। আর একটি গল্প সংকলন দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের **চোখের বাইরে** (গ্রন্থালয়, কল-১২। ৪.০০)। এর বেশীর ভাগ গল্পই গড়ে উঠেছে, দৈনন্দিন চোখের সামনে দেখা ছোট ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে। চরিত্রগুলি চকিতে মন ছুঁয়ে যায়।

RAJASTHAN STATE LOTTERIES

২৩-৩-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রাত্যহিক খেলার ফলাফল

১,০০০ টাকার একটি পুরস্কার টিকিট নং C-425680 প্রত্যেকটি ৫০০, টাকার চারটি পুরস্কার টিকিট নং D-294440, E-184605, A-262666, B-245205.

অবশিষ্ট সিরিজগুলির উপরোক্ত নম্বরযুক্ত টিকিটে প্রত্যেকটি ৫০ টাকার ২০টি সান্ত্বনা পুরস্কার

ডিরেক্টর, স্মল সেভিংস অ্যান্ড স্টেট লটারিজ, রাজস্থান, জয়পুর।

রঙীন বিপ্লব

এনেছে

ক্যামেলিন

লেখার জন্যে 'সাইন পেন'
আঁকার জন্যে 'স্কেচ পেন'

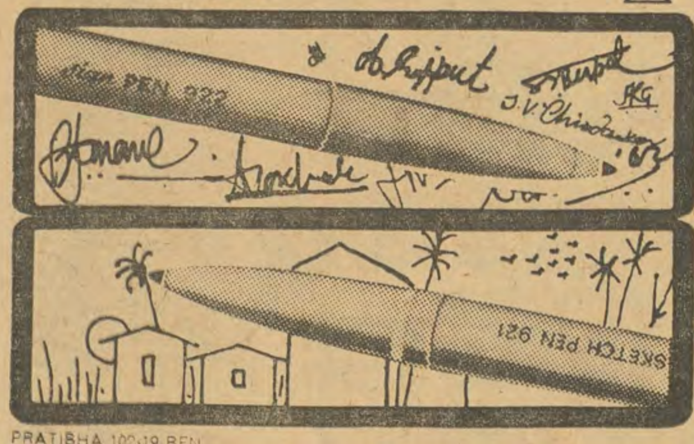

PRATIBHA 102-19 BEN

যখনই দরকার ড্যাগেনাইট লাগান—দেখুন কি প্রচণ্ড এর শক্তি!

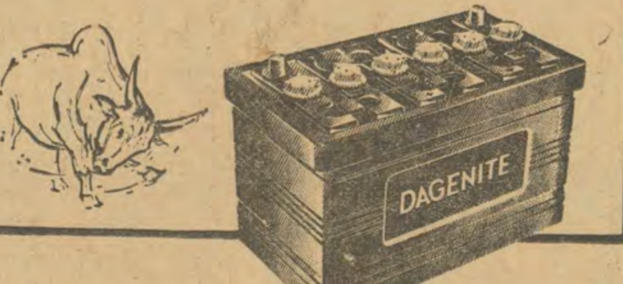

ABMEL

অ্যাসোসিয়েটেড ব্যাটারী মেকার্স (ইস্টার্ণ) লিমিটেড

পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যার পাইকারী বিক্রেতা :
প্রিমিয়ার অটো ইলেকট্রিক লিঃ,
কলিকাতা

Bensons/1322A/1 BEN

বেতার বার্তা

বুধবার—২৪ মারচ

১ম অধিঃ—৬টা সময় সঙ্কেত, বন্দেমাতরম্‌; ৬-৫ সুভাষিত; ৬-১০ সংগীতাঞ্জলি; ৬-৩০ কুমকুম রায়—গীটার; ৬-৪০ ইং সংবাদ; ৬-৪৫ দেশ-বন্দনা; ৬-৫৫ সুবন্ধ সংগীত : ধ্রুপদ ও ধামার—সীয়ারাম তেওয়ারী; ৭-১০ আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাং ও ইং); ৭-১৫ নীতা সেন—ভজন; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৭-৪৫ সুনীল রায়—রবীন্দ্র-সংগীত; ৮টা লাবণ্যলেখা পাসুকেল—লোকগীতি; ৮-১৫ সমর গুপ্ত—অতুলপ্রসাদের গান; ৮-৩০ চিন্ময় লাহিড়ী—খেয়াল; ৯টা বাং সংবাদ; ৯-৫ রবীন্দ্র-সংগীত; ৯-১৫ আধুনিক; ৯-৩০ চিন্ময় লাহিড়ী—ঠুংরী; ৯-৪৫ অতুলপ্রসাদের গান : পরিবেশনা—'সংগীতিকা'; ১০টা গায়ত্রী চক্রঃ—সেতার; ১০-৩০ সোম তেওয়ারী—খেয়াল; ১১টা সমাপ্তি। **২য় অধিঃ**—১২-৩০ সময় সংকেত, রবীন্দ্র-সংগীত; ১২-৫০ বাং সংবাদ; ১টা সীয়ারাম তেওয়ারী—ধামার; ১-৩০ সুগম সংগীত : শান্তি মাথুর, মহম্মদ ইয়াকুব ও সরোজ গুণদানী; ১-৪০ হিন্দী সংবাদ ১-৫০ মহিলামহল; ২-২৬ আবহবার্তা (ইং ও বাং); ২-৩০ বিদ্যার্থীদের জন্য (অষ্টম শ্রেণী), নজরুলগীতি : পরিবেশনা—'সংগীতিকা'; (শ র ট ওয়েভে); ২-৪৫ ডলি রায়—অতুলপ্রসাদের গান (শরট ওয়েভে); ২-৫০ কুমকুম রায়—গীটার; ৩টা রবিন বন্দ্যোঃ—আধুনিক; ৩-১৫ সংঘমিত্রা গুপ্ত—রবীন্দ্রসংগীত; ৩-৩০ সমাপ্তি। **৩য় অধিঃ**—৫টা সময় সংকেত, ব্যোমব্যোম চতুর্বেদী—খেয়াল; ৫-৩০ গল্পদাদুর আসর; ৬টা স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা (বাং ও ইং); ৬-১০ মজদুরমণ্ডলী; ৬-৩০ বিচিত্রানুষ্ঠান : মহাযোগী রাবণ : যাত্রা : রচনা—প্রসাদ চট্টোঃ, পরিবেশনা—ক্ষুদিরাম পাল ও সম্প্রদায়; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪৫ সমীক্ষা; ৭-৫০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৮টা লোকগীতি; ৮-১৫ সংঘমিত্রা গুপ্ত—রবীন্দ্রসংগীত; ৮-৩০ সমর গুপ্ত—আধুনিক; ৮-৪৫ সমাজ পরিবর্তনে নতুন শক্তি (৬) : শহরের সম্প্রসারণ : বাংলা কথিকা—চিত্তপ্রিয় মুখোঃ, স্মৃতি সেনগুপ্ত—নজরুলগীতি (শরট ওয়েভে); ৯টা চিন্ময় লাহিড়ী—খেয়াল; ৯-৩০ অনুরোধের আসর; ১০টা সংবাদ পরিক্রমা; ১০-৫ বাং সংবাদ; ১০-১৫ সংবাদ বিচিত্রা, লাবণ্যলেখা পাসুকেল—লোকগীতি (শরট ওয়েভে); ১০-৩০ সুনীল রায়—রবীন্দ্রসংগীত; ১০-৪৫ নীতা সেন—আধুনিক; ১১টা আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

খ : ১ম অধিঃ—৬টা সময় সংকেত, বন্দেমাতরম : আলোর গান, কৃষ্ণশ্রী চট্টোঃ—রবীন্দ্রসংগীত; ৬-৫ দিনের আলোয় : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখা থেকে পাঠ—সুব্রত নায়ক; ৬-১০ রাগরঙ : ছন্দিতা গঙ্গোঃ—খেয়াল, ৬-৩০ যুববাণী : (অনুষ্ঠান পরিচিতি); ৬-৩৫ সুরের আলো : শুকদেব মুখোঃ—গীটার; নানারঙের গান : দীপ্তি চক্রঃ—নজরুলগীতি ভজন, অমল চাকী—আধুনিক ৭টা যুবসংবাদ : বাং সংবাদ; ৭-৫ শ্রুতি-তরঙ্গ : শুকদেব মুখোঃ—গীটার; ৭-১০ গীতাঞ্জলি : রত্না বিশ্বাস—রবীন্দ্রসংগীত; ৭-২০ সুরলহরী : শুকদেব মুখোঃ—গীটার; ৭-২৫ দিগন্তের গান : কৃষ্ণশ্রী চট্টোঃ—আধুনিক; ৭-৩৫ সত্তর দশকের চোখে : নির্বাক ছবির চিত্রভাবা : (বাং কথিকা)—তপনদেব বসু; ৭-৪০ বাংলা কথিকা/যন্ত্রসংগীত; ৭-৪৫ শাস্ত্রীয় সংগীত; ৮টা হিন্দী সংবাদ; ৮-৩০ হিন্দী শিক্ষা; ৮-৪৫ সমাপ্তি। **২য় অধিঃ**—১টা সময় সংকেত, পাশ্চাত্য, সং; ১-৪০ পাশ্চাত্য সংগীত; ২-৩০ মন্থর গতিতে ইংরেজী সংবাদ; ৩টা সমাপ্তি। **৩য় অধিঃ**—৫টা সময় সংকেত, আজ ও কালকের যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি); ৫-৫ মেঠোসুর : অমল চাকী—লোকগীতি; ৫-১৫ তরুণকণ্ঠে : তরুণ কবির কবিতা আবৃত্তি—স্বপন গঙ্গোঃ; ৫-২৫ শ্রুতিতরঙ্গ : শুকদেব মুখোঃ—গীটার; ৫-৩০ যুবসংবাদ : বাংলা সংবাদ; ৫-৩৫ দেউল : কৃষ্ণশ্রী চট্টোঃ—শ্যামা-মুখোঃ—গীটার; ৫-৫০ কবির সুরে

বাজেট সম্পর্কে বিশেষ বেতারসূচী

নয়াদিল্লি, ২০ মারচ—আগামীকাল, **২৪ মারচ** আকাশবাণী সন্ধ্যা ৬-১৫ মিনিটে এবং ৬-২৫ মিনিটে যথাক্রমে ইংরেজি ও হিন্দীতে দুটি বাজেট বুলেটিন প্রচার করবেন। প্রতি বুলেটিনের সময়কাল হবে ১০ মিনিট।

গান : রত্না বিশ্বাস—রবীন্দ্রসংগীত; ৬টা ইং সংবাদ; ৬-৫ পাশ্চাত্য সংগীত. ৬-৩০ স্পোরটস অ্যান্ড স্পোরটসম্যান : রুসি জিজিবয়-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন কল্যাণ ঘোষ; ৬-৪০ গীতিবিচিত্রা : দীপ্তি চক্রঃ—আধুনিক, অমল চাকী—লোকগীতি, শুকদেব মুখোঃ—গীটার; ৮টা হিন্দী কার্যক্রম; ৮-৩০ গায়ত্রী চক্রঃ—সেতার; ৮-৪৫ হিন্দী সংবাদ; ৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান : অবকাশরঞ্জন (দিল্লি থেকে); ৯-৩০ বিতর্কের অনুষ্ঠান (দিল্লি থেকে); ১০টা পাশ্চাত্য সংগীত, সং; ১০-৩৫ সোম তেওয়ারী—খেয়াল; ১১টা আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

দিনপঞ্জিকা

আজ দ্বাদশী

দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা মতে—

বুধবার, ১০ চৈত্র, ১৩৭৭ (৩ চৈত্র, ১৮৯৩ শক), ২৪ মারচ, ১৯৭১, ২৬ মহরম। দ্বাদশী দিবা ঘঃ ১১।৪৩ মিঃ পর্যন্ত। ধনিষ্ঠানক্ষত্র অপরাহ্ণ ঘঃ ৪।৪৯ মিঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫।৪১।২২ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৪৫।১৮ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। **যাত্রা—নাস্তি চন্দ্রদগ্ধাদোষ সিদ্ধিযোগমাত্র। মুখ্যচান্দ্র ফাল্গুন গৌণ চৈত্র (কৃষ্ণপক্ষ)।**

অন্য পঞ্জিকা মতে—

বুধবার, ১০ চৈত্র, ১৩৭৭ (৩ চৈত্র, ১৮৯৩ শক), ২৪ মারচ, ১৯৭১, ২৬ মহরম। দ্বাদশী দিবা ঘঃ ৮।৭।১ সেঃ পর্যন্ত। ধনিষ্ঠানক্ষত্র দিবা ঘঃ ১।৪২।২৯ সেঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫।৪২।১ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৪৪।৪১ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। **যাত্রা—মধ্যম সিদ্ধিযোগ উত্তর, দক্ষিণ, নৈঋত ও অগ্নিকোণে নাস্তি। মুখ্যচান্দ্র ফাল্গুন চৈত্র (কৃষ্ণপক্ষ)।**

গঙ্গার জোয়ার ভাঁটা

	দিবা জোয়ার	রাত্রি আরম্ভ	দিবা ভাঁটা	রাত্রি আরম্ভ
বুধবার	৮-১৫	৮-৩৩	১২।৪১	১২-৩৬

বাজারের সেরা

তারা ★ মার্কা পাটবীজ

রেজিঃ ট্রেড মার্ক নং ২৪১৮০০

এই মরশুমের পাটবীজ সরবরাহ করা শুরু হইয়াছে

০ এই বীজের বিশেষত্ব ০

১। প্রতিটি দানা অংকুরোদ্গম ক্ষমতাসম্পন্ন বলিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প বীজে অধিক জমি বপন করা যায়
২। অল্প সময়ে বর্ধিত হয় এবং অল্প সময়ে পরিণত হয়; ফলে একই জমিতে পরবর্তী ফসল অর্থাৎ রবি চাষ জলদি শুরু করা যায়।
৩। আঁশ ওজনে ভারী হয়
৪। আঁশ চিক্কণ হয় বলিয়া দাম বেশী পাওয়া যায়
৫। বীজগুলি রোগ নিরোধক ঔষধ দ্বারা শোধিত থাকে বলিয়া গোড়া পাঁচা প্রভৃতি বীজবাহী (Seedborne) রোগ হয় না
৬। বীজগুলি আর্দ্রতা নিরোধক আধারে থাকে বলিয়া বহুদিন সতেজ থাকে
৭। নকল প্রতিরোধের জন্য প্রতিটি প্যাকেটে রেজিঃ ট্রেড মার্ক নং ২৪১৮০০ ছাপান আছে দেখিয়া লইবেন

বি, কে, রায় প্রাইভেট লিঃ
৪ নং ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোনঃ ২৩ ০...

হিংস্রতার ক্ষমা নেই

হিংস্রতা বর্জন করুন

চিত্রপ্রদর্শনী

সুরেন্দ্রনাথ কর

চিত্রশিল্পী সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে নতুন করে পরিচয় হল সম্প্রতি। পরলোকগত এই শিল্পীকে এবার বিশ্বভারতী 'দেশিকোত্তম' উপাধি দান করেছেন। সেই উপলক্ষে শান্তিনিকেতন কলাভবনে সুরেন্দ্রনাথের বত্রিশটি শিল্পসৃষ্টির এক প্রদর্শনী আয়োজিত হয়। অগ্রজপ্রতিম জ্ঞাতিভ্রাতা নন্দলালের মতো সুরেন্দ্রনাথও অবনীন্দ্র-শিষ্য। তাঁর আঁকা সরস্বতী, মালিনী, ননীচোর কৃষ্ণ, বিদ্যারম্ভ, তুলসী, একাকী, পাঠশালা, রথতলাতে রাধারানী, পথের সাথী প্রভৃতি ছবিগুলি বিশেষভাবে স্মরণীয়। ১৯১৮-তে নিউইয়রক-ম্যাকমিলানে প্রকাশিত 'গীতাঞ্জলি'তে রবীন্দ্রনাথ সুরেন্দ্রনাথের যে তিনখানি ছবি—যথা (১) বুদ্ধের পদতলে প্রণতা নারী, (২) একটি মেয়ে নদীর জলে প্রদীপ ভাসাতে যাচ্ছে, (৩) পুষ্পিতলতায় আলিঙ্গিতা নারী—ছাপিয়েছিলেন—সেগুলিও এই প্রদর্শনীতে দেখা গেল। সুরেনবাবুর আঁকা রঙিন ছবি বাউল, পতিহীনা, কুটির-দুয়ারে নারী—লাইনে আঁকা সাঁওতাল যুবক-যুবতী, প্রিনটে চন্দ্রালোকিত রাত্রি, গ্রীষ্মসন্ধ্যা, প্রতীক্ষারতা, গ্রাফিক পর্যায়ে লিথোগ্রাফে পুতুল, মোরগ, মেষপালক দর্শকদের আকৃষ্ট করে। "স্টাডি অব ট্রেজ" পর্যায়ে আঁকা ইনদোনেশিয়ান কুটির, চীনে নর্তকী দল, মিশরীয় বংশীবাদক, মাটির পাত্র বিশেষ উল্লেখ্য। সুরেন্দ্রনাথের ছবিতে মনন ও ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক মিলন ঘটেছে। ছবিগুলির মধ্যে এমন এক শান্ত-স্নিগ্ধ মাধুর্য আছে, এমন এক অনুদ্ধত আত্মনিবেদনের ভাব আছে যা রসিকচিত্তকে অভিভূত করে। ব্যক্তিজীবনে প্রচার-বিমুখ, নেপথ্যের মানুষ সুরেন্দ্রনাথ তাঁর শিল্পরচনায় সোচ্চার গাঢ় রঙের ব্যবহার পরিহার করে তাতে সরল, প্রশান্ত, তৃপ্ত ও পরিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন। এখানেই তাঁর শিল্পপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য।

চিরবিদ্রোহী বাংলা

কিছুদিন ধরে পূর্ব বাঙলায় দ্রুতগতিতে যে নাটকীয় পটপরিবর্তন হচ্ছে, সেটা বিশ্বজনকে বিস্মিত করেছে। এর শেষ কোথায় কে বলতে পারে? তবে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, 'বাঙলা দেশ' শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করবেই করবে।

ইতিহাস কি বলে? ইতিহাসের ভিতর যাঁরা তত্ত্বানুসন্ধান করেন—অর্থাৎ ফিলসফারস অব হিস্ট্রি, তাঁরা দুই দলে বিভক্ত। একদল বলেন, ইতিহাস একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে না; অন্য পক্ষ বলেন, পৃথিবীর সর্বত্রই ইতিহাস একই প্যাটার্ন বার বার বুনে যাচ্ছে। অবশ্য দেশকালপাত্রভেদে সেগুলোতে কিছু-না-কিছু তফাত থাকেই: সেটা বাহ্য, হেয়।

এবিষয়ে আমাদের মনে কণামাত্র সন্দেহ নেই যে বাঙলা দেশ গত সাতশ' বছর ধরে একই প্যাটার্ন বুনেছে, বুনেছে, বার বার বুনেছে। তার নাম 'বিদ্রোহ'। তাই পাঠান মোগল উভয়েই তিক্তবিরক্ত হয়ে এই গৌড়ভূমি, লক্ষ্মণাবতীর নামকরণ করেছিল, 'বলগাকপুর'। ফার্সী ভাষাতে বলগাক শব্দের অর্থ 'চিৎকার কলরোল' 'কলহদ্বন্দ্ব' এবং সেখানে আরেকটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে, গৌড়-জন (ফার্সীতে বাঙলা দেশের জন্য প্রায়শ 'গৌড়' শব্দ ব্যবহৃত হত) কারোরই আদেশ মানতে চায় না। তাই একাধিক বিদেশী ঐতিহাসিক এই 'কুখ্যাত' বলগাকপুর নামের অনুবাদ করেছেন 'দি সিটি অব রেবেলিয়ন।' অতএব 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' বাঙালী কম্যুনিস্ট ভায়াদের এমন কিছু হৃদপিণ্ডরক্তদ্রুতগামিনী অভিনব আবিষ্কার নয়। অবশ্য করজোড়ে আমরা এস্থলে একটা বিষয়ে একমত। তাঁরা বলেন, 'অর্থনৈতিক কারণ ভিন্ন কোনো বিদ্রোহ, কোনো ঐতিহাসিক যুগ পরিবর্তন হয় না।' এস্থলেও তাই। দিল্লী যে এই বিদ্রোহী গৌড়ভূমির বিরুদ্ধে উত্তপ্ত হয়ে কটু নামকরণ করেছিল, তার একমাত্র কারণ 'বঙাল' দেশের লোক যে রীতিমত 'ওক্তমাফিক' খাজনা পাঠায় না তাই নয়, সুযোগ পেলেই (এবং সুযোগ না পেলেও ব্যাটারা চান্স নেয়) ওরা দিল্লীর প্রাপ্য একটা কাণাকড়িও পাঠায় না। অথচ ওদেশের কি অর্থের অভাব! স্থূলতম হস্তী (ত্রিপুরা) থেকে সূক্ষ্মতম মসলিন (ঢাকা) ওরা সুদূর চীন থেকে ফিরিঙ্গি মুল্লুককে রপ্তানী করে প্রচুর অর্থলাভ করে। দিল্লীর হুজুররা এর কিছুটা পেলে বড়ই আপ্যায়িত হন। যাকে আজকের দিনে ভাষায় বলে ফরেন একসচেনজ। হুজুরদেরও দরকার বিদেশ থেকে এটা-ওটার।

কিন্তু প্রশ্ন এই "বাঙাল গোঁয়াররা" দিল্লীর শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ, বাদশাহ-ই-দীন ও দুনিয়া (ধর্ম ও পৃথিবী উভয়ের অধিপতি), জিল্লুল্লাহ (ধরাধামে আল্লাতালার ছায়াবৎ)—এ'কে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করতো কোন সাহসে?

আজ পূর্ববঙ্গে যা হচ্ছে সেটা তারই পুনরাবৃত্তি। সেই প্রাচীন প্যাটার্ন।

(১) এদের ভৌগোলিক পার্থক্য। আপনি গজনী কান্দাহার তাশকন্দ সমরকন্দ যেখান থেকেই বেরোন না কেন এমন নদনদীর আশ্চর্য প্রাচুর্য এই বাঙলা দেশে না পৌঁছনো পর্যন্ত এমন নদনদীর আশ্চর্য অপ্রাচুর্য'ত' পাবেন না। ব্রহ্মপুত্র পদ্মা যে এদেশকে রক্ষা করার জন্য কী ব্রহ্মদত্ত বর্ম সেটা পাঠান-মোগল-তুর্ক-ঔজবেক সবাই জানতো। তাদের দেশে যে-সব নদী আছে সেগুলো বর্ষার কলকাতার তিন-দিন বরাবর বৃষ্টির পর রাস্তায় যে জল জমে নদনদী সৃষ্টি করে তার কাছেও হার মানবে। পদ্মা মেঘনা বাদ দিন। এদেশ জয় করা অসম্ভব নয়। সেটা তো আর এমন কিছু নতুন কথা নয়। আজ রাশা বা আমেরিকা, কন্টিনেন্টের বৃহত্তম দেশ জর্মানির উপর গোটা চারেক এটম বম্ ফেলে তাকে পদানত করতে পারে। কিন্তু তার উপর রাজত্ব করা? সে তো সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। আজ সিংহলের "সহায়তায়" পশ্চিম পাকিস্তান প্রাণপণ সৈন্য পাঠাচ্ছে। পাঠাক। তাতে ভীত হবার কী আছে? অবশ্য জানি, আজকের দিনে পদ্মা-মেঘনা বমার ফাইটার ঠেকাতে পারবে না, একদা যে রকম বর্ষাকালে দিল্লীর স্বর্গাধিকারপ্রমত্তদের ঠেকিয়ে রাখতে পারতো। বাঙলাদেশেরই এক ঐতিহাসিক বলেছেন, পদ্মার উত্তাল-তরঙ্গ জল দেখামাত্রই কাবুল-দিল্লীর সেনাবাহিনীর ঠোঁটের জল শুকিয়ে যেত। কিন্তু কাহিনীর শেষ তো এখানেই নয়। এখানে যে বক্তব্য সর্বাতিশয় গুরুত্বব্যঞ্জক সেটি এই: ভৌগোলিক অবস্থার পরিপূর্ণ সুযোগ নিয়ে, পাঠান-মোগলকে (পূর্ববর্তী হিন্দুযুগেও নিশ্চয়ই তাই ছিল; নইলে রাতারাতি তো কোনো একটা জাত অকস্মাৎ বীরর্ষভে পরিণত হয় না) যারা যতদূর সম্ভব মাতৃভূমিধর্ষণ থেকে ঠেকিয়ে রেখেছিল, কখনো হার মেনেছে কখনো জিতেছে, তারা আপন জানা-অজানাতে বীর বংশের সৃষ্টি করে। আজ পদ্মামেঘনা জনাব ইয়াহিয়া খানের কাছে দুর্লঙ্ঘ্য নয়—বোমারু বিমানাদি তাঁর বিস্তর আছে। তারা নদনদীর বাধা মানে না। তিনি হয়তো কারপেট বমিং করে পূব বাঙলাকে ধরাশায়ী করে দেবেন। তাঁর শেষ মরণকামড় দেবেন। কিন্তু ঐ বীরের দেশের উপর তিনি রাজত্ব করতে পারবেন না, রাজত্ব করতে পারবেন না।

পূব বাঙলার লোক অধিকাংশ মুসলমান। তবুও তারা দিল্লীর পাঠান-মোঘল যুগের স্বধর্মীয় মুসলিম শাহ-ইন্-শাহদের বিরুদ্ধে লড়াই দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে চেয়েছে।

—পশুপতি খান

ছাদ থেকে পড়ে পুরুলিয়ার প্রাক্তন পৌর কমিশনারের মৃত্যু

পুরুলিয়া, ২৩ মারচ—প্রাক্তন পৌর কমিশনার এবং শহরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শ্রীপিনাকীরঞ্জন ব্যানারজি তাঁর বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে মারা গিয়েছেন।

দুর্ঘটনার পর সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

শ্রীব্যানারজি বেশ কয়েক বছর পুরুলিয়া পৌরসভার কমিশনার ছিলেন। তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল বছর পঁয়তাল্লিশ। তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গিয়েছেন। —পি টি আই

ফোন-৬৭-৪০০৯
শর্মা স্টোর্স
উচ্চ শ্রেণীর বস্ত্র পোষাক বিক্রেতা
৪৫/৩, জি·টী·রোড (সাউথ) হাওড়া

FOOD CORPORATION OF INDIA

টেণ্ডার নোটিস নং সি এল এ—১(১৪)/৭১

১৯৭১ সালের ৩ মে হইতে অথবা ফুড করপোরেশন অব্ ইণ্ডিয়া কর্তৃক নির্ধারিত মতো পরবর্তী কোন তারিখ হইতে দুই বৎসরের জন্য কলিকাতা বন্দরে উপনীত জাহাজসমূহ পর্যন্ত এবং জাহাজসমূহ হইতে খাদ্যশস্য, আটা, চিনি, ফার্টিলাইজার, গিফট পার্সেল এবং অন্যান্য পণ্যদ্রব্য ইত্যাদি এবং গানি/টোয়াইন গাঁইটের সমগ্র বা যে কোন অংশ বোঝাই ও বহনের জন্য ফ্ল্যাট/বজরা সরবরাহের নিমিত্ত প্রকৃত ও অভিজ্ঞ লাইটার ঠিকাদারদিগের নিকট হইতে টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। টেণ্ডার ফরম (হস্তান্তরযোগ্য নহে) প্রতি প্রস্থ বাবদ ১৫ টাকা (অফেরতযোগ্য) নগদে আদায় দিয়া জয়েণ্ট ম্যানেজার (পোর্ট অপারেশনস), ফুড করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া, ৪, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা-১-এর নিকট হইতে পাওয়া যাইবে। টেণ্ডার ৭-৪-১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে।

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের জন্য নীলাম-সূচী

নিম্নলিখিত স্টোরগুলি প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা হইবে

১। তারিখ ও সময় : ৫-৪-৭১ তারিখ বেলা ১০-৩০টা
নীলামের স্থান : ইণ্ডো-নরওয়েজিয়ান প্রজেক্ট, হেঃ কোঃ এর্নাকুলাম, কোচিন—১৬
দ্রব্যাবলী : কংক্রিট মিক্সার 'জেকো' (টাইপ টি২—৭০" নরওয়ে হইতে আমদানীকৃত)—১টি

২। তারিখ ও সময় : ৫-৪-৭১ তারিখ বেলা ১২টা
নীলামের স্থান : নেভাল স্টোর্স ডিপো, কোচিন
দ্রব্যাবলী : ড্রাই ও ওয়েট ব্যাটারী স্ক্র্যাপ ৬১৫১·১৩০ কেজি (আনুঃ)

৩। তারিখ ও সময় : ৫-৪-৭১ তারিখ বেলা ১টা
নীলামের স্থান : মাত্তনচেরি হোয়ার্ফ, কাস্টমস ওয়ার হাউস, কোচিন—৩
দ্রব্যাবলী : উড পাল্প, আয়রন বার, আয়রন অ্যাঙ্গল ১৭ লট

৪। তারিখ ও সময় : ৬-৪-৭১ তারিখ বেলা ১০-৩০টা
নীলামের স্থান : ভারত সরকার, প্রডাকশন সেণ্টার, এত্তুমানূর
দ্রব্যাবলী : প্রাট অ্যাণ্ড হুইটনি মিলিং ও প্রোফাইলিং মেশিন—১টি, কোর ব্লোয়ার চ্যাম্পিয়ন—১টি, 'সিনসিনাটি' মিলিং মেশিন—১টি, স্ক্রু মেশিন—১টি

৫। তারিখ ও সময় : ৬-৪-৭১ তারিখ বেলা ৩টা
নীলামের স্থান : ভারত সরকার, প্রডাকশন সেণ্টার ফর্ ইলেকঃ মোটর, তিরুভাল্লা—৫
দ্রব্যাবলী : হট্ রোল্ড ডায়নামো গ্রেড ইলেকট্রিক্যাল স্ট্যাম্পিংস—১৫,০০০ কেজি (আনুঃ), মিলিং মেশিন (সিনসিনাটি)—১টি

৬। তারিখ ও সময় : ৭-৪-৭১ তারিখ বেলা ২টা
নীলামের স্থান : অফিস অব্ দি সুপার অব্ সেণ্ট্রাল এক্সাইজ, কাস্টমস সার্কেল, তুতিকোরিন
দ্রব্যাবলী : ডিপার্টমেণ্টাল লঞ্চ—১টি, জলি বোট নং ৩

৭। তারিখ ও সময় : ৮-৪-৭১ তারিখ বেলা ১১-৩০টা
নীলামের স্থান : কাস্টমস হাউস, ফার্স্ট লাইন বীচ, নাগাপট্টিনাম
দ্রব্যাবলী : নাইলন ফিশিং টোয়াইন ও নেট—১৬৭২ কেজি (আনুঃ)

৮। তারিখ ও সময় : ১৯-৪-৭১ তারিখ বেলা ১০টা
নীলামের স্থান : সেণ্ট্রাল ভেহিকল ডিপো, আবাদী
দ্রব্যাবলী : কার ৪×৪ হেভি ইউটিঃ শেভ্রঃ ৮৪৪৫—১১টি
কার ৪ এস-টি-আর ৪×২ ডজ, ডজ কিংসওয়ে—৫টি
মোটর সাইকেল সোলো ২৫০ সি সি জাওয়া—৬টি
মোটর সাইকেল সোলো ৩৫০ সি সি আর/ই বি/স্ট্যাঃ—৩৮টি
লরী ৩ টন ৪×২ বি/ফোর্ড, এস/বেকার, টি এম বি—৫টি
লরী ৩ টন ৪×৪ এস/বেকার, শেভ্রঃ, ডজ, ফোর্ড—১৪টি
লরী ১০×১০, ৬×৪ সি এস ফোর্ড —১টি
টি-কে ১ টন ৪×৪ জি এস ডজ, নিশান—১০টি
টি-কে ১৫ হন্দর ৪×২ ফোর্ড, শেভ্র —৩টি
টি-কে ১৫ হন্দর ৪×৪ ফোর্ড —১টি
কোচ ৪×২ বেডফোর্ড —১টি
অ্যাম্বুলেন্স ৪ স্ট্রেচার ৪×৪ শেভ্র —১টি
ক্রেন মব হুইল্ড ৫ টন কোলার —১টি
ট্রেলার ২ টন ৪ হুইল্ড জি এস জি ই সি ৪ এম এফ—৩৬টি
মোট—১৩৩টি

৯। তারিখ ও সময় : ২৭-৪-১৯৭১ বেলা ১০-৩০টা
নীলামের স্থান : টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেণ্টার, ইয়ার্ড, বিজয়পুরী সাউথ, এন এস ডাম
দ্রব্যাবলী : বিভিন্ন সাইজের টায়ার—১০২টি

১০। তারিখ ও সময় : ২৮-৪-৭১ তারিখ বেলা ১০-৩০টা
নীলামের স্থান : এয়ার ফোর্স অ্যাকাডেমী প্রজেক্ট, সেকেন্দরাবাদ-১
দ্রব্যাবলী : কার ৫ হন্দর ৪×৪ উইলিজ—১টি
কার হেভি ইউটিঃ শেভ্র—৩টি
স্টোন ক্রাশার ডিজেল ১০ টন পি এইচ ইঞ্জিন-চালিত ট্রেলার মাউণ্টেড—১টি

১১। তারিখ ও সময় : ২৮-৪-৭১ তারিখ মধ্যাহ্ন ১২টা
নীলামের স্থান : অফিস অব দি গ্যারিসন ইঞ্জিনীয়ার, স্টোর ইয়ার্ড গোলকুণ্ডা
দ্রব্যাবলী : বিবিধ দ্রব্য, যথা—রিব্ কার্বড, স্ট্যানচেনিক্স, সাসপেণ্ডার পার্লিন ইত্যাদি—৫৮ দফা

উপরে উল্লিখিত নীলাম বিক্রয়ের ক্যাটালগ ও শর্তাবলী উপরের ক্রঃ নং ১ হইতে ৭ এবং ৯ হইতে ১১ ক্ষেত্রে নীলামদার মেসার্স মারে অ্যাণ্ড কোং, ৫নং থম্বু চেট্টি স্ট্রীট, মাদ্রাজ—১ ঠিকানায় এবং ক্রঃ নং ৮-এর ক্ষেত্রে মেসার্স চন্দ্রমণি অ্যাণ্ড কোং, ২১৭ আর্মেনিয়ান স্ট্রীট, মাদ্রাজ—১-এর নিকট পাওয়া যাইবে।

স্টক-হোল্ডিং অফিসারের সঙ্গে নীলামের তারিখের দুই দিন পূর্বে ব্যবস্থাক্রমে সাইটে দ্রব্যগুলি দেখা যাইতে পারে।

ডিরেক্টরেট অফ সাপ্লাইজ অ্যাণ্ড ডিসপোজালস,
শাস্ত্রী ভবন, ৩৫ হ্যাডোজ রোড, মাদ্রাজ-৬

DGS&D

ডিএভিপি-৭০/৭৭২

জেলাসমীক্ষা

বাঁকুড়ায় সি পি এমের প্রাধান্য

১৯৬৯-এর অন্তর্বর্তী নির্বাচনে বীরভূমের মত বাঁকুড়াতেও কংগ্রেস নিরঙ্কুশ শূন্যতা লাভ করেছিলেন—তেরোটি আসনের সব ক'টিতেই যুক্তফ্রনটের প্রার্থীদের কাছে কংগ্রেস প্রার্থীরা পরাজিত হয়েছিলেন। এবারে যদিও বীরভূমে কংগ্রেস প্রবেশাধিকার পাননি, তবুও বাঁকুড়ার তেরোটি আসনের মধ্যে তিনটি নব কংগ্রেস পুনরুদ্ধার করেছেন। এমন কি, লোকসভার নির্বাচনেও ১৯৬৭তে কংগ্রেস প্রধান শ্রীঅতুল্য ঘোষ সি পি আই প্রার্থী শ্রী জে এম বিশ্বাসের কাছে বাঁকুড়ার যে আসনটি হারিয়েছিলেন, সেটি আবার নব কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীশঙ্করনারায়ণ সিংদেও কংগ্রেসের ঘরে ফিরিয়ে এনেছেন।

এবার নির্বাচনে নব কংগ্রেস তেরোজন ও আদি কংগ্রেস এগারো জন প্রার্থী দিয়েও মাত্র তিনটি আসন অধিকার করতে পেরেছেন। অথচ চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত এ জেলায় কংগ্রেসের একাধিপত্য ছিল। কংগ্রেস প্রথম নির্বাচনে চোদ্দটির মধ্যে দশটি আসন পায়, দ্বিতীয় নির্বাচনে তেরটি আসনের সবগুলিই কংগ্রেস দখল করে, তৃতীয় এবং চতুর্থ নির্বাচনে পর পর দুবার তের-এর মধ্যে ন'টি আসনে কংগ্রেস প্রার্থীরা জয়ী হন। অথচ অন্তর্বর্তী নির্বাচনে সেই আসনসংখ্যা শূন্যতে দাঁড়ায়।

বীরভূমের মতো বাঁকুড়াতেও এবার সি পি এম-এর জয়জয়কার। এই দলের দশ জন প্রার্থীর মধ্যে আট জন জয়ী হয়ে বাঁকুড়ায় তাঁদের প্রভাব বিস্তার করতে সহায়তা করেছেন। অন্তর্বর্তী নির্বাচনে যুক্তফ্রনটের শরিক হিসেবে সি পি এম চারটি আসন লাভ করেন—এবারে সেই আসন সংখ্যা তাঁরা দ্বিগুণ করেছেন। শুধু তাই নয় বিষ্ণুপুর লোকসভার আসনটি কংগ্রেসের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন সি পি এম প্রার্থী শ্রীঅজিতকুমার সাহা। এর উপরেও সি পি এম-এর সহযাত্রী বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস একটি আসনে জয়ী হয়েছেন।

সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বাংলা কংগ্রেস ও সি পি আই। কোন আসনই তাঁদের ভাগ্যে জোটেনি। চতুর্থ ও অন্তর্বর্তী নির্বাচনে যথাক্রমে চার ও ছ'টি আসনের অধিকারী হয়ে বাংলা কংগ্রেস বাঁকুড়ায় বেশ প্রভাবশালী দলে পরিণত হয়েছিলেন। এবারে এগারো জন প্রার্থী দেওয়া সত্ত্বেও বাঁকুড়া জেলাবাসী তাঁদের প্রতি বিমুখ। সি পি আই ১৯৬২ সালে চারটি আসন পেলেও আশ্চর্যের বিষয় চতুর্থ নির্বাচনে বিধানসভায় কোনো আসন পাননি তবে লোকসভার আসনটি দখল করেছিলেন। অন্তর্বর্তী নির্বাচনেও একটি আসন তাঁদের ভাগ্যে জুটেছিল। এবারে ঝুলি শূন্য। এবারে বাঁকুড়ায় প্রথম আঞ্চলিক দল 'ঝাড়খণ্ড' আত্মপ্রকাশ করে একটি আসনের অধিকারী হয়েছে

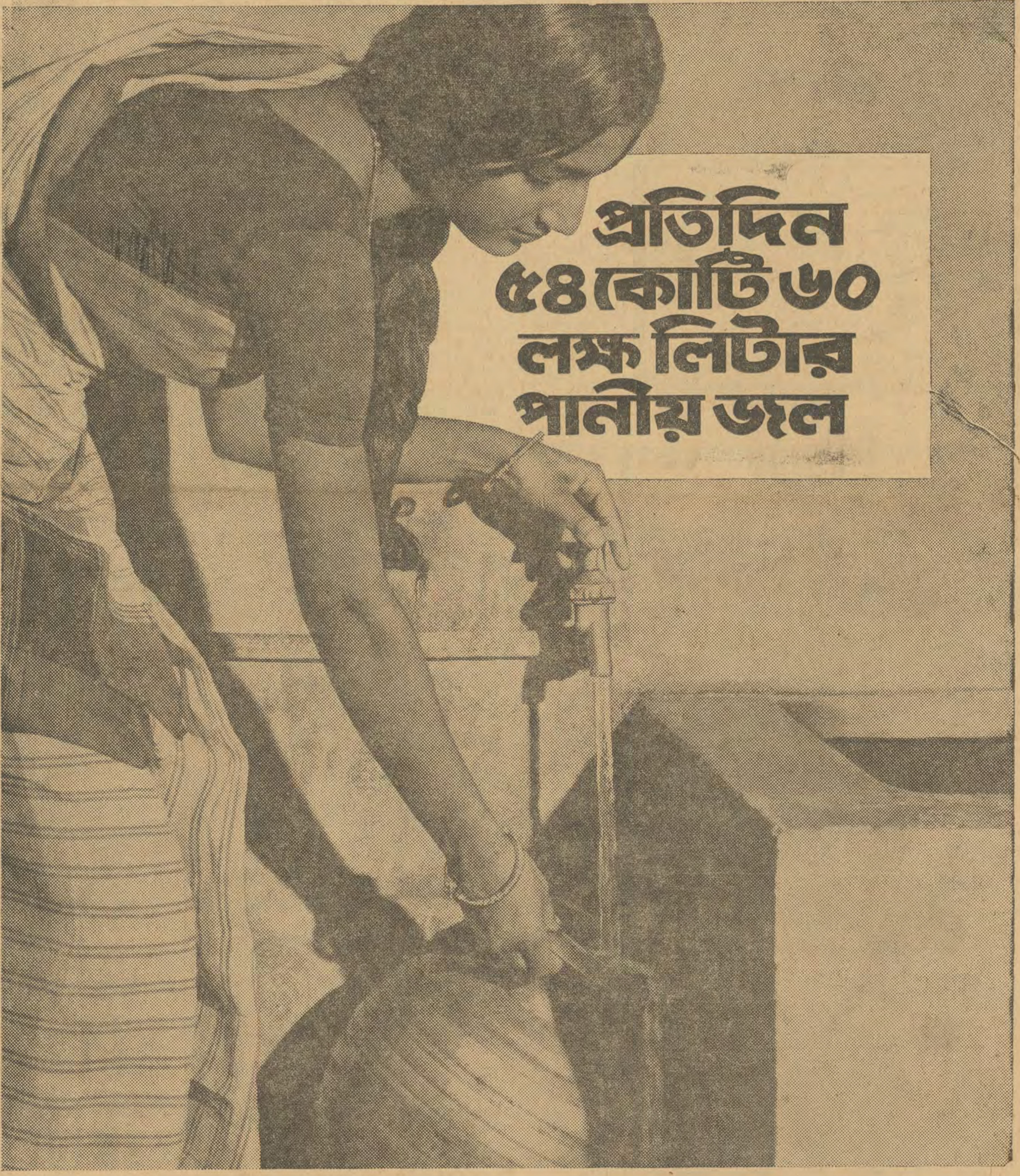

কলকাতায় কোথাও জলসরবরাহের জরাজীর্ণ পাইপ বদলে নতুন পাইপ বসানো, কোথাও পুরনো পাইপ ঢেকে দেওয়া—এই কাজে সি.এম.ডি.এ হাত দিয়েছেন। এর ফলে, অবিলম্বে কলকাতায় পূর্ণবেগে কলে জল আসবে। জলসরবরাহের এই নতুন প্রকল্পের ফলে এবছর জুন মাসের মধ্যে কলকাতায় বাড়তি ৯ কোটি ১০ লক্ষ লিটার জলসরবরাহ করা সম্ভব হবে।

বর্তমান জলসরবরাহ সমস্যার সমাধান
মাইলের পর মাইল দীর্ঘ জরাজীর্ণ পাইপের জায়গায় নতুন পাইপ বসিয়ে এবং বাকি সমস্ত পাইপ ঢাকবার ব্যবস্থা করে সি.এম.ডি.এ কলকাতা কর্পোরেশনকে সাহায্য করছেন যাতে তাঁরা শহরের বর্তমান জলসরবরাহের পরিমাণ (দৈনিক ৫৪ কোটি ৬০ লক্ষ লিটার) বজায় রাখতে পারেন।

কিন্তু পানীয় জলের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর কী হবে?
কলকাতা কর্পোরেশন যাতে পলতা ওয়াটার ওয়ার্কস-এর প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণের কাজ চালাতে পারে, তার জন্যে অর্থসাহায্য করছেন সি.এম.ডি.এ। এই বছরের জুন মাস পর্যন্ত সম্প্রসারণের লক্ষ্যমাত্রা হল বাড়তি ৯ কোটি ১০ লক্ষ লিটার পরিস্রুত পানীয় জল। এবং ১৯৭২ সাল নাগাদ এই মাত্রা গিয়ে দাঁড়াবে দৈনিক ৭২ কোটি ৭০ লক্ষ লিটারে। এছাড়া, টালীগঞ্জ এলাকায় ৫০,০০০ অধিবাসী খুব শীঘ্রই দৈনিক মাথাপিছু ২২৭ লিটার করে পরিস্রুত পানীয় জল পাবেন। এই কাজটি করছেন কলকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট। এক্ষেত্রেও অর্থ জুগিয়েছেন সি.এম.ডি.এ।

সি.এম.ডি.এ-র কাজের শেষ কিন্তু এখানেই নয়। ইমার্জেন্সী ওয়াটার সাপ্লাই স্কীমে মিউনিসিপ্যালিটি বহির্ভূত অনেক এলাকাতেই সাহায্য জোগাচ্ছে সি.এম.ডি.এ। তপসিয়া—ট্যাংরা, হাওড়া এবং গার্ডেনরীচ ওয়াটার ওয়ার্কসে অবিলম্বে কাজ শুরু হবে।

CMDA অবিলম্বে ফল পাবার জন্যে সি.এম.ডি.এ আজকের কাজ আজই হাতে নিয়েছে

দি ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি

CMDA-3 BEN

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কালকাতা-১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার